আল আকসা রেষ্টুরেন্ট
প্রবাসে বাংলাদেশী খাবারের স্বাদ
আল আকসা পার্টিহল
পার্কচেষ্টারে বাঙ্গালী মালিকানায় সবচেয়ে বড় পার্টিহল ১০০-১৫০ জনের ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন
২১০৭ ষ্টার্লিং এভিনিউ, ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২
ফোন: ৭১৮-৯০৪-৭০৬১

২৬ বছরে

# বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

বর্ষ ২৭ || সংখ্যা ১৯ || সোমবার || মাঘ ২৩ || ১৪২৯ || রজব ১৫ || ১৪৪৩ || Vol. 27 || Issue 19 || 06 February || 2023 || USA. FREE in NY, Other State $1

আলাদীন
Aladdin
২৯-০৬ ৩৬ এভিনিউ, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
Tel: 718-784-2554

TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

## উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর স্থগিত

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও শ্রম বিষয়ক আমেরিকার উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী কারা ম্যাকডোনাল্ডের ঢাকা সফর স্থগিত করা হয়েছে। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

# সিরিয়া-তুরস্কে শক্তিশালী ভূমিকম্প, নিহত ৪৩০০

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গাজিয়ানতেপে সিরিয়া সীমান্তের কাছে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। এতে এ পর্যন্ত সিরিয়া ও তুরস্ক মিলিয়ে অন্তত ৪৩০০ নিহতের খবর পাওয়া গেছে। বিবিসির এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গাজিয়ানতেপে সিরিয়া সীমান্তের কাছে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। তুরস্কের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের গাজিয়ানতেপে



সিরিয়া সীমান্তের কাছে শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। আমেরিকান ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা জানিয়েছে, ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৭ দশমিক ৮ এবং এটি স্থানীয় সময় ভোর সোয়া চারটার দিকে আঘাত হানে। গাজিয়ানতেপ শহরের কাছে এর গভীরতা ছিল মাত্র ১৭ দশমিক ৯ কিলোমিটার। গাজিয়ানতেপ শহরের কাছে এর গভীরতা ছিল মাত্র ১৭ দশমিক **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**



## মশিউর রহমান পরবর্তী রাষ্ট্রপতি!

**ঢাকা ডেস্ক:** কে হচ্ছেন বাংলাদেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি, তা জানা যাবে মঙ্গলবার। এদিন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সংসদীয় দলের বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে বলে জানা গেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টায় সংসদ ভবনে ক্ষমতাসীন দলের সভাকক্ষে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

### রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উদ্বেগ প্রকাশ

## আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশ ছাড়তে বাধ্য হতে পারে

**ঢাকা ডেস্ক:** ঢাকায় নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত পিটার হাস উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, ডাটা সুরক্ষা আইন যদি ডাটা স্থানীয়করণের প্রয়োজনীয়তাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার শর্ত দিয়ে **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

## বাইডেনের নির্দেশে ধ্বংস চীনা বেলুন

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টিকের আকাশে উড়তে থাকা চীনের 'গোয়েন্দা' বেলুনটিকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নির্দেশেই ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে সফলভাবে ধ্বংস করা হয়েছে। এটি **(বাকি অংশ ১৪ পাতায়)**



## প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন নিকি হ্যালি!

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পর রিপাবলিকান দলের আরও একজন নেতা ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য প্রার্থিতায় আসছেন। **(বাকি অংশ ২০ পাতায়)**

APOLLO INSURANCE BROKERAGE INC.
WE DO TLC INSURANCE
EXIT LUXURY INC.
Shamsher Ali
President & CEO
29-10 36th Ave., Astoria, NY 11106
Tel: 718-472-9800, Fax: 718-472-9801
e-mail: apollobrokerageinc@gmail.com
exitluxuryinc@gmail.com

CORE CREDIT REPAIR
ক্রেডিট লাইন নিয়ে সমস্যায় পড়েছেন?
TAX Liens Charge Offs Inquiries Collections
Garnishment Bankruptcy Late Payments
Call us 646-775-7008
www.cmscreditsolutions.com
Mohammad A Kashem
Credit Consultant

CENTURY 21 AMERICAN HOMES
বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য যোগাযোগ করুন
M: 917-749-4143
B: 718-446-1300
F: 718-452-2152
khanf04@yahoo.com
c21amhomes.com
76-26 Broadway, Elmhurst, NY 11373
Ferdous Khan
Real Estate Licensed Sales Assoricate

AMIN PHARMACY
29-03, 36th Ave, Astoria, NY 11106
Tel: (718) 786-6611, Fax: (718) 786-6613
Contact: Pharmacist Dr. Monsur Chowdhury

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট
প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
পাবলিক অকশনের বাড়ি
ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
শর্ট-সেল ও REO-প্রপার্টি
কল করুনঃ
৫১৬-৪৫১-৩৭৪৮
Eastern Investment
150 Great Neck Road, Oreat Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com
Nurul Azim

AHAD&CO
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
আই আর এস এবং স্টেট অডিট সমাধান
পে-রোল এবং বুককিপিং
আহাদ আলী, সিপিএ
Tel: (929)371-9915 | info@ahadandco.com
2153 Westchester Ave Suite 200, Bronx, NY 10462
47-01 Van Dam Street Long Island City, NY 11101

CHISHTI CPA PC
Mohammed Chishti
CPA, MBA
চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
Income Tax - Sales Tax - Payroll - Notary Public - Bookkeeping - Business Formation - Financial Statement - Immigration Forms
73-19 BROADWAY, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
917-832-7785, 347-515-3858
chishti@chishtiaccounting.com
www.chishtiaccounting.com

AH LAW FIRM PLLC
Real Estate, Immigration, Litigation
MD AHSAN HABIB
Attorney -at -Law
Real Estate, Immigration, Litigation
164-13 Hillside Ave Jamaica NY 11432
ahlawmy@aol.com
+1 347 720 3394
+1 929 294 5772
ahlawmy.com

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট
BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK
সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37TH ROAD, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
সুপার সেল $৫৪৯+
917-396-4140, 917-592-7828
MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL) President & CEO

সব ধরনের Insurance!
Over 20 Years of Experience
Auto, Home, Business, Worker's Compensation & Disability
(718) 626-0733
(718) 626-2321
crescentinsurance@gmail.com
KABIR CHOWDHURRY
Crescent Insurance Brokegage Inc.
37-11 74 th Street # 2 Floor, Jackson Heights, NY 11372

www.banglapatrikausa.com

# ২৩ জানুয়ারি ২০২৩ থেকে ট্যাক্স ফাইলিং শুরু হচ্ছে

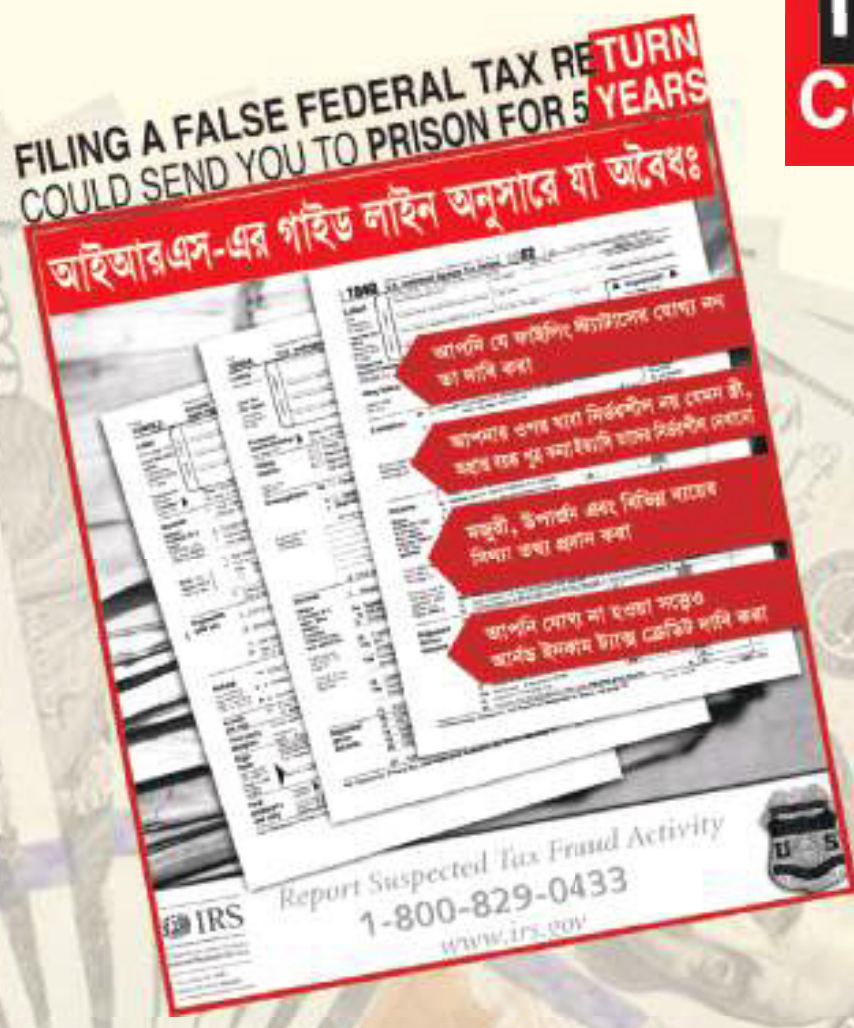
## কোনো প্রফেশনালকে দিয়ে ট্যাক্স ফাইল করান তাহলে সর্বাধিক রিফান্ড পাবেন এবং ভবিষ্যৎ জটিলতা থেকেও রক্ষা পাবেন।

We are Top 500 intuit Company

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER



Steven M. Levy, CPA




আপনাদের ট্যাক্স ফাইলিং সুষ্ঠু ও নিখুঁতভাবে সম্পন্নের জন্য আমাদের সাথে রয়েছেন সার্টিফাইড পাবলিক একাউন্টেন্ট।

# Southeast USA Income Tax Services

**জ্যাকসন হাইটস**
74-09 37th Avenue, Suite # 206
Jackson Heights, NY 11372
**Phone: 718-639-6207**
**Cell: 917-566-1612**

**জ্যামাইকা**
168-16, Hillside Avenue
Jamaica, NY 11432
**Phone: 646-464-5944**
**718-487-4507**

**ব্রংক্স**
1445 Unionport Roa, Bronx, NY
পার্কচেষ্টার ফ্যামিলি ফার্মেসির ভিতরে
**Phone: 347-621-0378**
**718-427-5919**

**email: usa.bd54@gmail.com**

বাংলা পত্রিকা
৩-এর পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
The Weekly Bangla Patrika // Monday // Febuary 06 // 2023



## হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের শোক

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক স্বপন কুমার দাসের বড় ভাই কানাই লাল দাস পরলোকগমন করেছেন। গত ৮ জানুয়ারী রোববার সকাল ৮টা ৪০ মিনিটে কলকাতায় তার নিজস্ব বাসায় শেষ নি:শ্বাস ত্যগ করেন। তার বয়স হয়েছিলো ৭৪ বছর। তিনি স্ত্রী ও সন্তান রেখে গেছেন। কানাই লাল দাসের পরলোকগমনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদ ইউএসএ'র সভাপতি নয়ন বড়ুয়া এক বিবৃতিতে গভীর শোক ও সমবেদনা জানিয়ে তার বিদেহী আত্মার সদগতি ও স্বর্গবাস কামনা করেছেন।

# রাসুল (সা:) এর স্মৃতিময় সওর পর্বত

॥ হাবিব রহমান ॥



সওর পাহাড়। ইসলাম ধর্মে এই পাহাড়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি মক্কা শরিফ থেকে তিন মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত।মক্কায় কাফেরদের হাতে নির্যাতিত হয়ে প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা:) এই পর্বতের একটি গুহায় তিনদিন লুকিয়ে ছিলেন। এই পাহাড়ের উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৭৪৮ মিটার আর পাহাড়ের পাদদেশ থেকে প্রায় ৪৫৮ মিটার ওপরে। গুহাটি পাহাড়ের ওপরে এক পাশে অবস্থিত, যার সর্বোচ্চ উচ্চতা ১.২৫ মিটার এবং সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ৩.৫ ও ৩.৫ মিটার।

নবুয়তের অষ্টম বছর মক্কার লোকেরা ইসলাম ও মুসলমান তথা প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে চরমভাবে বিরোধীতা শুরু করে। পরিস্থিতি এমন ভয়াবহ ছিল যে, প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসলামের অধিকাংশ অনুসারীকে মদিনাসহ অনেক অঞ্চলে হিজরতের নির্দেশ দেন। আর তিনি মহান আল্লাহর নির্দেশের অপেক্ষায় থাকেন। অবশেষ ৬২২ খ্রিস্টাব্দে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেন। মক্কা থেকে রাতের বেলা হিজরতের পর প্রথম মনজিল ছিল জাবালে সাওর এর এ গুহা। যেখানে প্রকাশ পেয়েছিল ৩টি অলৌকিক ঘটনা। যে কারণে মক্কার শত্রুবাহিনী এ গুহাকে সন্দেহ পোশণ করেনি।

**কুরাইশদের হত্যার পরিকল্পনায় আল্লাহর সাহায্য**

হিজরতের আগে মক্কার ইসলাম বিদ্বেষীরা 'দারুন নাদওয়া' বৈঠকে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিরতরে হত্যার পরিকল্পনা করে। তিনি যখন রাতে নিজ বিছানায় বিশ্রাম নিচ্ছিলেন, আল্লাহ তখন তাকে হিজরতের নির্দেশ দেন।

হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে তার বিছানায় রেখে প্রিয় সঙ্গী হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আল্লাহ তাআলা সশস্ত্র কুরাইশ বাহিনীর সামনে দিয়ে সঙ্গী আবু বকরকে নিয়ে নিরাপদে মক্কার ৪ মাইল উত্তরে সাওর পাহাড়েরর একটি গুহায় আশ্রয় নেন।

যেখানে সে রাতে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চিরতরে হত্যার জন্য তাঁর ঘরের চারদিকে শত্রুবাহিনীর টগবগে যুবকরা অপেক্ষা করছিল। অথচ তাদের চোখের সামনে দিয়ে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ ঘর থেকে বেরিয়ে চলে গেলেন, তারা টেরই পায়নি। সুবহানাল্লাহ!

সকাল হয়ে গেলে প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ঘরে ঢুকে বিছানায় গিয়ে দেখতে পান যে, হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু শুয়ে আছেন। তাঁর হিজরতের বিষয়টি শুনতে পেয়ে কুরাইশ বাহিনীর টগবগে যুবকরা তাদের পিছু নেয়।

কুরাইশ বাহিনী পিছু নেবে এটি বুঝতে পেরেই প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সঙ্গী আবু বকরসহ সাওর পর্বতের গুহায় তিনদিন অবস্থান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন।

**মাকড়সা ও কবুতরের মাধ্যমে আল্লাহর সাহায্য**

এদিকে মক্কার শত্রুবাহিনী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুকে খুঁজতে খুঁজতে সাওর পাহাড়ের গুহার সন্নিকটে এসে উপস্থিত। যেখানে হজরত আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু গুহায় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেন। আর এ গুহায় অবস্থান গ্রহণ করেন। আল্লাহ তাআলা এ সময় শত্রুবাহিনী থেকে তাদের রক্ষা করেন।

আল্লাহর হুকুমে ওই গুহার মুখে মাকড়সা এমনভাবে বাসা বেঁধে রাখে। আর কবুতর এমনভাবে বাসা বেঁধে তাতে ডিমে তা দিতে থাকে। যাতে কোনো মানুষ প্রবেশের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকে না।

কুরাইশ শত্রুরা গুহার কাছে এসে মাকড়সার বাসা এবং কবুতরের ডিমে তা দেয়ার বিষয়টি দেখে তার মনে করেন যে এ গুহায় কোনো মানুষের প্রবেশ করা সম্ভব নয়। তাই তারা গুহায় প্রবেশ না করে চলে যায়। এটি ছিল সাওর পর্বতের গুহার তৃতীয় অলৌকিক ঘটনা। যার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বন্ধুকে হেফাজত করেছিলেন।

যার ফলে ৩ দিন, ৩ রাত অবস্থানের পর সাওর পর্বতের গুহা থেকে সফলভাবে নিরাপদে পবিত্র নগরী মদিনায় হিজরত করতে সক্ষম হন। (তথ্য সংগৃহিত)

মক্কা, সৌদি আরব।
০২ ফেব্রুয়ারী '২০২৩






# পোর্ট ওয়াশিংটন চার্চ এখন ‘পোর্ট ওয়াশিংটন মসজিদ’

















**(শেষের পাতার পর)**

পোর্ট ওয়াশিংটনে ১১৮ হারবার রোডে একটি চার্চ ক্রয় করে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে রূপান্তরিত হয়েছে। জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের ইমাম ও খতিব মওলানা মির্জা আবু জাফর বেগ, ইমাম ও হাফেজ রফিকুল ইসলাম, মফিতি আব্দুল মালেক এবং বিশিষ্ট কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট ও ব্যবসায়ী আসেফ বারী টুটুল-এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মহতী উদ্যোগটি আল্লাহর রহমতে সফল্যের মুখ দেখেছে। এই মসজিদটির নাম করণ করা হয়েছে ‘পোর্ট ওয়াশিংটন মসজিদ ইনক’। উল্লেখ্য, মসজিদের প্রপার্টি ক্রয় করতে গিয়ে কর্যে হাসানা হিসেবে নগদ অর্থ লগ্নী হয়েছে।

নিউইয়র্ক ভিত্তিক বার্তা সংস্থা ইউএনএ জানায়, ‘পোর্ট ওয়াশিংটন মসজিদ’ ক্রয়ের পর গত ২০ জানুয়ারী শুক্রবার মসজিদটিতে প্রথম জুম্মার নামাজ আদায় করা হয়। এতে ইমামতি এবং বিশেষ দোয়া পরিচালনা করেন ইমাম মির্জা আবু জাফর বেগ। নামাজের আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকা’র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, মুফতি আব্দুল মালেক, মসজিদ কমিটির সভাপতি আসিফ বারী টুটুল, জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ প্রমুখ। প্রথম জুম্মায় উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিশিষ্ট রাজনীতিক আব্দুল লতিফ সম্রাট, বাংলাদেম সোসাইটির সাবেক সভাপতি হাসান ইমাম, রিয়েল এস্টেট ব্যবসায়ী গিয়াস ভূইয়া, সাব্বির আহমেদ প্রমুখ অংশ নেন।

এদিকে মসজিদ কমিটির সভাপতি ও বারী হোম কেয়ারের সিইও আসেফ বারী টুটুল বলেন, আমেরিকান মুসলিম সেন্টর নামে একটি সংগঠনের ব্যানারে জেএম-সির প্রধান ইমাম মাওলানা আবু জাফর বেগ, ইমাম ও হাফেজ রফিকুল ইসলাম ও মুফতি আব্দুল মালেক মিলে নিউইয়র্কের পোর্ট ওয়াশিংটনের ১১৮ হারবার রোডের চার্চটি কেনার উদ্যোগ নেন ও এটিকে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টারে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে চুক্তি করেন। সে সময় ফান্ড রেইজিং এর চেষ্টা শুরু হয়। চার্চটি ক্রমে মোট মূল্য ছিল ৭.৫০ লাখ ডলার। দেড় বছর সময়ে তারা পুরো অর্থ সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। যার ফলে এটি হাত ছাড়া হয়ে যাবার উপক্রম হয়। উদ্যোক্তরা আমার কাছে আসেন এবং মাওলানা আবু জাফর বেগ আমাকে বিস্তারিত জানিয়ে সহযোগিতা চান লং আইল্যান্ডের ঐ এলাকায় যে সব বাংলাদেশী আছেন তাদের পক্ষে এত অর্থ দেয়া সম্ভব হবে না বলে আমার কাছে বাকী টাকা কর্জে হাসানা হিসেবে সহযোগিতা চান। এ সময় আমার সাথে আরো এগিয়ে আসেন ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমের কর্ণধার ও জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও রনকনকমা প্রবাসী মো: জিয়া খান। আমরা এই তিন জন মিলেই কর্জে হাসানা হিসেবে বাকী অর্থ সংগ্রহ করে গত ১৬ জানুয়ারী ২০২৩ উক্ত চার্চটি ক্রয় করি। এ সংবাদে কমিউনিটিতে বিশেষ চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় যে নিউইয়র্কে এই প্রথম একটি চার্চ মসজিদে রূপান্তরিত হলো।

এদিগে গক ২৯ জানুয়ারী রোববার মসজিদ প্রাঙ্গণে মসজিদ ক্রয় উপলক্ষ্যে শোকর ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। কমিউনিটির উলেখযোগ্য সংখ্যক নারী-পুরুষ এতে অংশ নেন। উদ্যোক্তারা সবাইকে সাধ্যনুযায়ী সর্বোচ্চ সহযোগিতা করে মসজিদের কর্যে হাসানা পরিশোধে শরীক হতে আহবান জানিয়েছেন।

মসজিদ পরিচালনা পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে আসেফ বারী টুটুল ও ভাইস প্রেসিডেন্ট জিয়া খান সার্বিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আসেব বারী টুটুল জানান, এই মুহূর্তে আমরা নতুন করে ফান্ড রেইজ করছি না। আগামীতে এটি করা হবে। তারপরও এই দিন আমন্ত্রিত অতিথিরা ৭ হাজার ডলারের মত ফান্ড দিয়েছেন।

পাঁচ ওয়াক্ত নাজাম আদায়, রমজানে তারাবির নামাজ, বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ইসলামিক বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও আরবি শিক্ষাও চালু করা হবে বলে তিনি জানান।

উক্ত শোকর ও দোয়া অনুষ্ঠানে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ফার্মাসিস্ট সালেহ আহমেদ, ডা. আত-উল ওসমানী, ডা. নাহীদ সুলতানা, বারী গ্রুপের চেয়ারম্যান মুনমুন হাসিনা বারী, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি হাসান ইমাম, রিয়েল এস্টেট ব্রোকার মামুন মির্জা, রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নাসির খান পল, বিশিষ্ট রাজনীতিক আবদুল লতিফ সম্রাট, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ লায়ন্স ক্লাবের প্রেসিডেন্ট আহসান হাবীব, বগুড়া সমিতি ইউএসএ’র সভাপতি মহব্বত আকন্দ ও সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, সাফক ইসলামিক সেন্টরের মো: জিয়া খান ও মো: জিল্লুর রহমান, ইমিগ্রান্ট এল্ডার হোমের কর্ণধার ও জেবিবিএ’র সভাপতি গিয়াস আহমেদ, বারাকা কনসট্রাক্সনের প্রেসিডেন্ট ইফতেখার আহমেদ, রিয়েলেটর আজিজুল হক মুন্না, মেজবা উদ্দিন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও স্থানীয়দের মধ্যে হাসান ইমাম, মামুন মির্জা, মিঠু মুরাদ, মো: মৃধা, মিসেস নাজনিন মির্জা, আব্দুর রাজ্জাক, মৌসুমী ভূইয়া, আফরোজা বেগম, মারুফ মির্জা, সানি হোসাইন, তানভির কবির, পিনো কবির, মুরাদ হোসেন, মিজানুর রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সার্বিক নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন পোর্ট ওয়াশিংটন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট-এর সার্জেন্ট পিটার গিরিভিট ও তার টিম।

বাংলা পত্রিকা
The Weekly Bangla Patrika
Editor : **Abu Taher**
Tel: 718-482-9923, 718-482-1169
Fax: 718-482-9935

## সম্পাদকীয়

# দূর্নীতি : সবকিছু শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রণের সদিচ্ছা থাকা জরুরি

বাংলাদেশে দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) কাজের অধিকাংশ সূচক নিম্নগামী হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক। কয়েক দফায় প্রতিষ্ঠানটির জনবল বাড়লেও কাজের গতি কেন বাড়ছে না, এ প্রশ্ন অযৌক্তিক নয় মোটেই। তথ্য-উপাত্ত বলছে, গত তিন বছরে উল্লেখ করার মতো কোনো সাফল্য নেই সংস্থাটির। উলটো দুর্নীতির অভিযোগ থাকা দেড় হাজার ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের বিষয়ে অনুসন্ধান শেষে দায়মুক্তি বা 'ক্লিনচিট' দেওয়া হয়েছে, যাদের মধ্যে সাবেক মন্ত্রী, সরকারদলীয় সংসদ-সদস্য, মেয়র, সচিব, পুলিশ, ব্যাংক কর্মকর্তা, ওয়াসা, রাজউক, গণপূর্ত, বাপেক্স ও তিতাসসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা রয়েছেন। অভিযোগ রয়েছে, প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণেই দায়মুক্তি পেয়েছেন তারা। আশ্চর্যজনক হলো, দায়মুক্তিপ্রাপ্ত অনেকের বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে তথ্য-উপাত্তসহ প্রতিবেদন প্রচার ও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও অনুসন্ধানে দুদক কোনো সত্যতা খুঁজে পেল না কেন, এটাই প্রশ্ন। অবশ্য উল্লিখিত ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে কীভাবে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছে, তা জানতে ইতোমধ্যে নথি তলব করেছেন হাইকোর্ট, যা ইতিবাচক। এতে থলের বিড়াল বেরিয়ে আসবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা।

রাজনৈতিক প্রভাব ও তদবির বাণিজ্যের বাইরে রাখা গেলে দুদককে শক্তিশালী ও কার্যকর করা সম্ভব। বস্তুত দুর্নীতিবাজদের রক্ষার 'বিশেষ' কোনো চেষ্টা বা কৌশল দুদকের ভেতরেই রয়েছে কি না, তা পরিষ্কার হওয়া জরুরি। বিশেষ করে অভিযোগ পাওয়ার পরও ক্ষেত্রবিশেষে তা এড়িয়ে যাওয়ার প্রবণতা দুদকের ভেতর রয়েছে কি না, এ বিষয়ে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে দুদকের একমাত্র কাজ হচ্ছে দুর্নীতি দমন। এক্ষেত্রে অপরাধীদের মধ্যে কে কোন দলের অনুসারী বা কতটা প্রভাবশালী, তা বিবেচনায় নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই। অথচ দুদকের কাজকর্মে তা প্রকটভাবে প্রকাশ পাচ্ছে, যা মেনে নেওয়া যায় না। জনগণের বিশ্বাস ও আস্থার জায়গা অটুট রাখতে হলে দুদককে অবশ্যই তার কার্যকারিতার প্রমাণ রাখতে হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতাগুলো কাটিয়ে ওঠার পদক্ষেপ নিতে হবে সর্বাগ্রে। তা না হলে দুদক একটি সাইনবোর্ডসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে। দেশে যে হারে দুর্নীতির বিস্তার ঘটছে, তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। দেশের প্রকৃত উন্নয়নের স্বার্থে দুর্নীতির মূলোৎপাটন জরুরি। এজন্য শক্ত হাতে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা ও সদিচ্ছা দুদকের থাকা প্রয়োজন।

# জাতীয় পুরস্কার নিয়ে কেন বিতর্ক

॥ আমীন আল রশীদ॥



পুরস্কৃত করতে হলে এসব ক্ষেত্রে তার বিশেষ অবদান থাকতে হয়।

প্রশ্ন ওঠে, সরকার ২০২০ সালের ওই ঘটনা থেকে কি কোনো শিক্ষা নেয়নি? যদি ২০২২ সালেও শিক্ষা না নিয়ে থাকে, তাহলে ধরে নেওয়া যায় ২০২৩ সালেও বিতর্ক হবে।

প্রসঙ্গত, স্বাধীনতা পুরস্কার প্রদানের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের। একুশে পদকের দায়িত্ব সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের। আর বাংলা একাডেমি পুরস্কার দেয় বাংলা একাডেমি। তিনটি পুরস্কারেই যে আমলাতন্ত্র ও রাজনীতির প্রভাব রয়েছে, সেটি অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে সব আমলে বা বছর যে এরকম হয়েছে তা নয়। প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতেও বিভিন্ন সময়ে জাতীয় পুরস্কার নিয়ে বিতর্ক হয়েছে। তবে সাহিত্যের যে শাখায় যাকেই পুরস্কার দেওয়া হোক না কেন, প্রথমত লেখার কনটেন্ট ও মান বিবেচনায় নিয়ে তারপর রাজনৈতিক বিবেচনাটি থাকলে ভালো। কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় যে প্রবণতাটি দেখা যাচ্ছে তা হলো, আগে রাজনৈতিক বিবেচনা, তারপর কনটেন্ট। এটা খুব ভয়ঙ্কর, ক্ষতিকর। এখন যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে, তাতে নতুন কোনো অনুসন্ধান বা বিশ্লেষণ থাকে না। সেসব লেখার মূল উদ্দেশ্য একটি পক্ষের সন্তুষ্টি অর্জন বা খুশি করা। এভাবে সাহিত্য বা গবেষণা হয় কি না- সেটিই বড় প্রশ্ন।

**জিয়াউর রহমান- যিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও 'বীর উত্তম' খেতাব পেয়েছিলেন; বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যার স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ করে সৈনিকদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তিনি কী করে এমন একজনকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত করলেন, যাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন এখনো আছে। কিন্তু ২০২১ সালে জিয়াউর রহমানের 'বীর উত্তম' খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত হলেও ছারছীনা পীরের স্বাধীনতা পুরস্কার এখনো বহাল। পরবর্তী কোনো সরকারও ওই পুরস্কার প্রত্যাহার করার সাহস করেনি।**

১৯৯১ সালে দেশ গণতন্ত্রের পথে যাত্রা শুরুর পর থেকে এ পর্যন্ত যারা বাংলা একাডেমি পুরস্কার পেয়েছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে- ১৯৯২ সালে মুনতাসীর মামুন, ১৯৯৫ সালে শাহরিয়ার কবির, ২০০৪ সালে মুহম্মদ জাফর ইকবাল ও ফরিদুর রেজা সাগর সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার জন্য পুরস্কৃত হয়েছেন, যারা বিএনপিপন্থি বুদ্ধিজীবী হিসেবে পরিচিত নন। তার মানে নিরপেক্ষ বিচারেই তারা পুরস্কার পেয়েছেন। ওই বছরগুলোয় বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। আবার ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত অর্থাৎ যে সময়টায় আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় ছিল, তখনো যারা পুরস্কৃত হয়েছেন, তাদের সবাই যে আওয়ামী লীগের কট্টর সমর্থক এমনও নয়।

কিন্তু সাম্প্রতিক বছরগুলোয় লেখকের লেখা বা সৃষ্টিকর্মের চেয়ে তার রাজনৈতিক বিশ্বাস, আনুগত্য ও যোগাযোগ পুরস্কারের ক্ষেত্রে প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে কারণে পুরস্কারগুলো নিয়ে বিতর্ক হয়। সোশ্যাল মিডিয়ায় মানুষ ট্রল করে, সমালোচনা করে। ফলে যারা প্রকৃতই পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য এবং পুরস্কৃত হন, তাদের জন্যও বিষয়গুলো বিব্রতকর পরিস্থিতির জন্ম দেয়।

এক্ষেত্রে একটা বিষয় অনুসরণ করা যেতে পারে। যেমন প্রতিবছর যারা সাহিত্যের নানা শাখায় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন, তাদেরকে কেন এবং কোন কোন মানদন্ড বিবেচনায়, কোন কোন গ্রন্থের জন্য কেন মনোনীত করা হলো- সে বিষয়ে বাংলা একাডেমি একটি লিখিত বিবৃতি দিতে পারে, যেটি পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণার সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে। তখন ওই বইগুলো সংগ্রহ করে পাঠকরা পড়ে বুঝতে পারবেন যে, তাদেরকে কেন পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হলো। যারা পুরস্কার পাননি তাদের সঙ্গেও ওই পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখকদের লেখার তুলনা করার সুযোগ তৈরি হবে। কারণ যে বাংলা একাডেমিকে বলা হয় জাতির মেধা ও মননের প্রতীক, তাদের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে সাধারণ মানুষের ধারণা থাকা উচিত। কারণ পুরস্কারটি দেওয়া হয় জনগণের টাকায়। সেই টাকা একাডেমি কাকে দিচ্ছে এবং কেন দিচ্ছে, সেটি জানার অধিকার তাদের থাকা উচিত।

বাংলাদেশের সর্বোচ্চ জাতীয় সম্মাননা 'স্বাধীনতা পুরস্কার' প্রথম বিতর্কিত হয় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের আমলে। তৎকালীন ছারছীনা পীর আবু জাফর মোহাম্মদ সালেহ, যিনি ছিলেন পিস কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ডিসেম্বরেই যিনি গ্রেপ্তার হন, তাকে ১৯৮০ সালে এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়।

জিয়াউর রহমান- যিনি একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও 'বীর উত্তম' খেতাব পেয়েছিলেন; বঙ্গবন্ধুর পক্ষে যার স্বাধীনতার ঘোষণা, মুক্তিযোদ্ধা বিশেষ করে সৈনিকদের দারুণভাবে অনুপ্রাণিত করেছিল, তিনি কী করে এমন একজনকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক পুরস্কারে ভূষিত করলেন, যাকে স্বাধীনতা যুদ্ধে বিরোধিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, সেই প্রশ্ন এখনো আছে। কিন্তু ২০২১ সালে জিয়াউর রহমানের 'বীর উত্তম' খেতাব বাতিলের সিদ্ধান্ত হলেও ছারছীনা পীরের স্বাধীনতা পুরস্কার এখনো বহাল। পরবর্তী কোনো সরকারও ওই পুরস্কার প্রত্যাহার করার সাহস করেনি।

স্বাধীনতা পুরস্কার যেহেতু রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা, অতএব এটি কাকে দেওয়া হলো এবং কোন যুক্তিতে- সেটি দেশের মানুষের জানার অধিকার রয়েছে। সুতরাং ১৯৮০ সালে কোন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ছারছীনার পীরকে স্বাধীনতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছিল, সেটি রাষ্ট্রীয়ভাবে জানানো দরকার। যেহেতু পরবর্তী সময়ে কোনো সরকার সেটি প্রত্যাহার করেনি, তার মানে রাষ্ট্র মনে করে ওই পুরস্কারটি যৌক্তিক। সেই যুক্তিটা মানুষকে জানানো দরকার।

দুঃখজনক ব্যাপার হলো প্রতিবছরই স্বাধীনতা পুরস্কার, একুশে পদক এবং বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিয়ে কমবেশি বিতর্ক হয়, সমালোচনা হয়। বিশেষ করে দেশে সোশ্যাল মিডিয়া বিকশিত হওয়ার পর জাতীয় পুরস্কারগুলো নিয়ে মানুষের প্রতিক্রিয়া এখন অনেক বেশি দৃশ্যমান।

কারণ আগে সমালোচনা হলেও সেগুলো নির্দিষ্ট কিছু পরিসরে সীমাবদ্ধ থাকত। এখন সবাই নিজের মতো করে এ বিষয়ে মতামত দিয়ে থাকেন। যে আলোচনায় সঙ্গত কারণে ব্যক্তির রাজনৈতিক বিশ্বাস ও অবস্থানও কমবেশি ভূমিকা রাখে। এবারও বাংলা একাডেমি পুরস্কার নিয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ধরনের প্রতিক্রিয়া এসেছে, সেখানে অনেকেই লিখেছেন, যারা বিভিন্ন শাখায় পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন, তাদের অনেকেই লেখক হিসেবে একেবারেই অপরিচিত বা নির্দিষ্ট একটি রাজনৈতিক আদর্শ ও বিশ্বাসের অনুসারী হওয়ায় তাদেরকে মনোনীত করা হয়েছে।

স্মরণ করা যেতে পারে, গত বছর স্বাধীনতা পুরস্কার নিয়ে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল, সেটি বিরল। ওই বছর যাদেরকে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয় তাদের মধ্যে আমির হামজা নামে একজন ছিলেন; যার এই পুরস্কার পাওয়া যোগ্যতা নেই বলে দারুণ সমালোচনা হয় এবং ওই সমালোচনার মুখে সরকার তার নামটি বাতিল করে। প্রশ্ন হলো, কারা নামটি দিয়েছিলেন এবং চূড়ান্ত মনোনয়ন দিলেন? এর আগে ২০২০ সালেও সাহিত্যে স্বাধীনতা পুরস্কারের জন্য এস এম রইজ উদ্দিন আহম্মদের নাম ঘোষণার পরে তীব্র সমালোচনার মুখে সরকার সেই নামটিও প্রত্যাহার করে।

তখন যেটি আলোচনাটি ছিল তা হলো, বীর মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে একজন জীবিত অথবা মৃত ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ সম্মান দেওয়া রাষ্ট্রের দায়িত্ব এবং সেই সম্মান নানাভাবেই দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু যে শাখায় পুরস্কারটি দেওয়া হচ্ছে, বিশেষ করে সাহিত্য, চিকিৎসা, স্থাপত্য ইত্যাদি- বিশেষায়িত শাখায় কাউকে

## নামাজের সময়-সূচী

| ফেব্রুয়ারি | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ফজর | ৫.৪৩ | ৫.৪২ | ৫.৪১ | ৫.৪০ | ৫.৩৯ | ৫.৩৮ | ৫.৩৭ |
| সূর্যোদয় | ৭.০০ | ৬.৫৯ | ৬.৫৮ | ৬.৫৭ | ৬.৫৬ | ৬.৫৫ | ৬.৫৩ |
| জোহর | ১২.১০ | ১২.১০ | ১২.১০ | ১২.১০ | ১২.১০ | ১২.১০ | ১২.১০ |
| আসর | ৩.৩৮ | ৩.৪০ | ৩.৪১ | ৩.৪২ | ৩.৪৩ | ৩.৪৪ | ৩.৪৫ |
| মাগরিব | ৫.২০ | ৫.২১ | ৫.২২ | ৫.২৩ | ৫.২৫ | ৫.২৬ | ৫.২৭ |
| এশা | ৬.৩৭ | ৬.৩৮ | ৬.৩৯ | ৬.৪০ | ৬.৪২ | ৬.৪৩ | ৬.৪৪ |

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৫ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৬ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদেরকে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

# আমি যেদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট

॥ গোলাম মাওলা রনি ॥

ইদানীং আমার কী হয়েছে বলতে পারব না। আমার ওপর জিন-পরীর বদ আছর হয়েছে নাকি আমাকে কেউ বান মেরেছে, নাকি আমি আমার নফসে আম্মারায় প্রতারিত হচ্ছি স্পষ্ট বুঝতে পারছি না। তবে আমার ওপর যে শয়তানি আছর নেই তা আমি বিচক্ষণ হলফ করে বলতে পারি। শয়তান সম্পর্কে আমার যে গবেষণা তাতে আমি নিশ্চিত, কোনো শয়তান মরে গেলেও আমাকে যন্ত্রণা দিতে আসবে না। আমি আমার অতীত কর্মকান্ড এবং সাম্প্রতিক চিন্তা-চেতনা দিয়ে শয়তানের মনে এমন ভয় ধরিয়ে দিয়েছি যে, বিধাতার সেই সৃষ্টিটি নিরাপদ দূরত্বে থেকে সারাক্ষণ ভাবে আমি অতোসব শয়তানি বুদ্ধি পাই কোত্থেকে এবং আমার বুদ্ধির বাস্তব প্রয়োগ কিভাবে নিখুঁতভাবে লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানে। আমি ক্রমেই নিজেকে বিস্তৃত করার যে অবিরত চেষ্টা চালাচ্ছি এবং যেভাবে সফলতা লাভ করছি তাতে মনে হচ্ছে আমেরিকা নামক দেশটি ভালো চলছে না- আমি যদি সেখানকার প্রেসিডেন্ট হই তবে দুনিয়ার যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটবে।

আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার চিন্তা আমার মাথায় এমনি এমনি আসেনি। আমার মনে হয়েছে- আমার মতো পন্ডিত বর্তমান জমানায় কেউ নেই- অতীতে ছিল না এবং আগামীতে আসবে না। আমার হাতের রয়েছে জাদুকরী ক্ষমতা। আমি যা স্পর্শ করি তা রাতারাতি রত্নে পরিণত হয়। দুনিয়ার যতসব ছাই ভস্ম, ফসিল কিংবা বর্জ্য সব কিছুই আমার স্পর্শে মহামূল্যবান হীরা-মণি-মুক্তা-জহরতে পরিণত হয়। ফলে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'চ' না জেনেও মহান চিকিৎসক, কোনো মন্ত্রতন্ত্র না জেনেও মহাতান্ত্রিক এবং দেবত্বের উল্টোরথের যাত্রী হয়েও লোকজনের কাছে অলৌকিক ক্ষমতাধারী বলে বিবেচিত হয়ে আসছি।

আমার হস্ত-পদের ন্যায় আমার মুখখানি বিশেষ করে আমার জিহ্বা ও ঠোঁটের ক্ষমতা রীতিমতো বিস্ময়কর সাড়া জাগিয়েছে। আমার মুখনিঃসৃত সব কিছুই অমৃত। আমার হাঁকই আইন। আমার ক্রোধ অন্যের মনে মৃত্যুভয় সৃষ্টি করে এবং আমার হাসিতে চার দিকে বসন্তের আমেজ সৃষ্টি হয়ে যায়। আমি যা বলি সবই ইতিহাস হয়ে যায় এবং আমার বাণী সঙ্কলনের জন্য তাবৎ জ্ঞানী-গুণীরা মশি হাতে দিবানিশি ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। আমার জবান সত্য ও মিথ্যার নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ করে। আমি যা বলি তাই সত্যি এবং আমার জবানের বিরুদ্ধের সব কিছুই মিথ্যা। আমার হুকুম আমার হুঙ্কার আমার গীত-সঙ্গীত সবাই শুনতে বাধ্য এবং আমার মুখনিঃসৃত যে কোনো শব্দের বিরোধিতা আমার রাজ্যে অমার্জনীয় অপরাধ।

আমার মস্তিষ্ক নিয়ে আমি নিজেই মাঝে মধ্যে আশ্চর্য হয়ে যাই। আমার কাছে মনে হয় কেন আমার জন্ম শত বছর আগে হলো না এবং কেন আমি আরো শত বছরের দীর্ঘায়ু পাবো না। আমার এই আফসোসের মূল কারণ আমার মস্তিষ্কের উর্বরতা, যা দিয়ে আমি তামাম মুলুক ওলটপালট করে ফেলতে পারি। আমি মরুভূমিতে ফুল ফোটাতে পারি, নদী সাগরে তুফানের বিপরীতে নৌকা চালিয়ে প্রশান্ত আটলান্টিক পাড়ি দিতে পারি এবং হিমালয়ের চূড়ায় পৌঁছে বরফের ঘর বানিয়ে এস্কিমোদের মতো লম্ফঝম্ফ করতে পারি। সুতরাং আমেরিকার মতো একটি সুপার পাওয়ারের অধিকর্তা হলে আমি যে সারা দুনিয়ার ওপর একের পর এক চমক সৃষ্টি করতে পারব সেই আশা থেকেই দেশটির প্রেসিডেন্ট হওয়ার জন্য জোর চেষ্টা চালাচ্ছি।

আপনারা হয়তো এতক্ষণে আমার প্রতি বিরাগ হয়ে মেজাজ নষ্ট করে ফেলেছেন আর বলছেন, ব্যাটা ফাজলামোর আর জায়গা পাও না। আমেরিকা কী তোমার বাপের দেশ-নাকি উগান্ডা বুগান্ডার মতো সভ্যতা বিবর্জিত ভূখণ্ড। সেখানে কি ইহজন্মে রাতের ভোট, বিনা ভোট, ভোট জালজালিয়াতির ইলেকশন হয় যে, তুমি ফুট করে ফুটে উঠবা আর টুস করে প্রেসিডেন্টের গদিতে বইস্যা পড়বা। অথবা আমেরিকা কী এমন একটি ভূ-খন্ড যেখানে তোমার নবম নৌবহর পাঠিয়ে নৌকার মাঝিদের হাতিয়ার দিয়ে কলম্বাসের মতো ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ক্ষমতা দখল করে নিবা।



আমি জানি যে, আপনাদের যদি বলার সুযোগ দিই তবে আপনারা আমার চৌদ্দগোষ্ঠী তুলে তুই তুকারি শুরু করবেন, যাচ্ছেতাই বলবেন এবং সেই কারণেই আমি বাকস্বাধীনতা বলতে কেবল নিজের বাক্যের স্বাধীনতাকে বুঝি। সুতরাং আপনাদের আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হয়ে কী করব তা বলার আগে বলে নিই কিভাবে আমি সেখানকার প্রেসিডেন্ট হবো। এ ব্যাপারে বিস্তারিত কিছু বলার প্রয়োজন বোধ করছি না। কারণ আমার মস্তিষ্কের জটিলতা এবং ইহজগতে ক্ষমতা লাভের ছলচাতুরী অনুভব করার ক্ষমতা আপনাদের নেই। অন্য দিকে, আপনারা যেহেতু আমার সব কথা মানতে বাধ্য এবং আমার হুকুম তামিলের জন্যই আপনারা বেঁচে আছেন সেহেতু এত ব্যাখ্যা বিবৃতিতে না গিয়ে ফটাফট আসল কথায় চলে যাই।

**আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার চিন্তা আমার মাথায় এমনি এমনি আসেনি। আমার মনে হয়েছে- আমার মতো পন্ডিত বর্তমান জমানায় কেউ নেই- অতীতে ছিল না এবং আগামীতে আসবে না। আমার হাতের রয়েছে জাদুকরী ক্ষমতা। আমি যা স্পর্শ করি তা রাতারাতি রত্নে পরিণত হয়। দুনিয়ার যতসব ছাই ভস্ম, ফসিল কিংবা বর্জ্য সব কিছুই আমার স্পর্শে মহামূল্যবান হীরা-মণি-মুক্তা-জহরতে পরিণত হয়। ফলে আমি চিকিৎসা বিজ্ঞানের 'চ' না জেনেও মহান চিকিৎসক, কোনো মন্ত্রতন্ত্র না জেনেও মহাতান্ত্রিক এবং দেবত্বের উল্টোরথের যাত্রী হয়েও লোকজনের কাছে অলৌকিক ক্ষমতাধারী বলে বিবেচিত হয়ে আসছি।**

আমেরিকার প্রেসিডেন্টরূপে যেদিন শপথ নেবো সেদিন আমি এমন সাজুগুজু করব যা দেখে বিশ্ববাসী হতভম্ব হয়ে যাবে। মার্কিন ঐতিহ্য ভঙ্গ করে আমি শপথগ্রহণের অনুষ্ঠান মিশিগান অঙ্গরাজ্যের এমন একটি গঞ্জে নিয়ে যাবো যা দুনিয়াবাসীর কল্পনাতেও থাকবে না। আমেরিকার যতগুলো নভোযান যতগুলো নৌবহর এবং যতগুলো কৃত্রিম উপগ্রহ রয়েছে সব স্থানে পটকা ফুটিয়ে, লেজাররশ্মির বিকিরণ ঘটিয়ে এমন আতশবাজির খেলা শুরু করব যা দেখে দুনিয়াবাসীর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠবে। প্রাচীন মিসরীয় রাজদরবারে ফেরাউন দ্বিতীয় আমেন হোতেপ অথবা ফেরাউন প্রথম সেতির রাজ্যাভিষেকে যেমন জাঁকজমক ছিল তদ্রূপ জাঁকজমকসহকারে আমার শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানটির আয়োজন করব।

শপথ নেয়ার পর আমি মোটর শোভাযাত্রা নিয়ে মিশিগান থেকে সড়কপথে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে আসব। ১০ হাজার গাড়ির বিরাট রাজকীয় বহর নিয়ে আমি যেসব সড়ক অতিক্রম করব সেই সকল সড়কে ২৪ ঘণ্টা সাধারণ জনগণের হাঁটাচলা ব্যক্তিগত যানবাহন ও গণ-পরিবহন নিষিদ্ধ থাকবে। কেউ নির্দেশ অমান্য করলে তাকে বা তার বাহনটিকে ক্ষেপণাস্ত্র মেরে উড়িয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে। আমার চলাচল নিরাপদ, আনন্দময় ও জাঁকজমকপূর্ণ করার জন্য রাস্তার দুই পাশে এমন আলোকসজ্জার ব্যবস্থা হবে যা এর আগে কেউ কখনো দেখেনি কিংবা শোনেনি। আমার গাড়ির বহরের সমান্তরালে আকাশে মার্কিন জঙ্গিবিমান হেলিকপ্টার এবং ড্রোনগুলো ত্রিমাত্রিক ফ্লাইং শো করতে থাকবে। রাস্তার দুই পাশে সেনাবাহিনীর জওয়ানরা প্যারেড করতে থাকবে এবং দুই মাইল পরপর আমার জন্য বিরাট বিরাট তোরণ নির্মাণ করা হবে।

রাজধানীতে পৌঁছে আমার প্রথম কাজ হবে একটি অনুগত মন্ত্রিপরিষদ গঠন করা। আমার বিশ্বস্ত ও অনুগত লোকদের মধ্যে যারা নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণের জন্য ইতোমধ্যেই অন্ধ বধির বোবা হয়ে হাঁটা-চলার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছে তাদের নিয়ে একটি যুতসই মন্ত্রিপরিষদ গঠন করব। যারা আমার সামনে কথা বলে না, আমার বাণী ছাড়া কিছু শ্রবণ করে না এবং আমার হুকুমের বাইরে কোনো কিছু চিন্তা করে না এমন অনুগত লোকদের যে লম্বা তালিকা আমি প্রস্তুত করেছি সেখান থেকে সেইসব জ্ঞানপাপীদের মনোনীত করব যারা ক্ষমতার লোভে এবং আমার পদ লেহনের লালসায় সব জ্ঞান-গরিমা বুদ্ধি-শুদ্ধি বিবেক বোধ মানবতা ইত্যাদি জলাশয়ে নিক্ষেপ করেছে এবং আমার রঙে রঞ্জিত হয়ে ধেই ধেই করে নাচছে।

মন্ত্রিপরিষদ গঠনের পর আমি সেনাবাহিনী নৌবাহিনী বিমানবাহিনী, পুলিশ এফবিআই-সিআইএ প্রভৃতি সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে পরিবর্তন আনব। যাদের পেট, কোমর এবং নিতম্বে প্রচুর চর্বি জমা হয়েছে এবং গাল দুটো ফুলে টুসটুসে হয়েছে অমন অথর্বদের গুরুত্বপূর্ণ পদে বসাব। তারপর বাহিনীগুলোতে নিয়মিত অনুশীলন শরীর চর্চা এবং শৃঙ্খলা রক্ষার বিধান শিথিল করে নিয়মিত পানাহার গান বাজনার আয়োজন করব। সবাইকে অস্ত্র চালনার পাশাপাশি, সারিন্দা, দোতারা, একতারা এবং হারমোনিয়াম বাজানোর তালিম বাধ্যতামূলক করব। তাদের মধ্যে যারা তবলা ও বেহালা নিখুঁতভাবে বাজাতে পারবে তাদের দ্রুত পদোন্নতির ব্যবস্থা করব। অতিরিক্ত কার্বোহাইড্রেট এবং মাখন পনির খাইয়ে একেকজনকে এমন বানাব যে, জাপানি সুমো কুস্তিগিররা পর্যন্ত ভয় পেয়ে যাবে।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর আমেরিকার বিচার বিভাগের ওপর কড়া নজর রাখব; বিশেষ করে ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিস ফেডারেল কোর্ট এবং মার্শাল ল কোর্টগুলোকে আমার আস্তিনবদ্ধ করার জন্য দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাব। তারপর অদ্ভুত একটি নাম দিয়ে নতুন একটি বাহিনী তৈরি করব যারা আমার হুকুমে অভদ্র লোকদের ভদ্রতা শেখাবে, বেয়াদবকে আদব শেখাবে এবং আমার হুকুম আহকাম ইচ্ছা অনিচ্ছা স্বপ্নের পথে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের দাঁত গাল, পিঠ ও পশ্চাৎদেশের ওপর বিশেষ থেরাপি প্রয়োগ করবে।

একটি অনুগত সাংবাদিক লীগ তৈরির মানসে সিএনএন, ফক্স প্রভৃতি ইলেকট্রনিক গণমাধ্যম এবং নিউইয়র্ক টাইমস, ওয়াশিংটন পোস্ট প্রভৃতি সংবাদপত্রের ওপর রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগ করে সেখান থেকে অনুগত মণি মাণিক্য বের করে আনব। তারপর নিজের অভিলাষগুলো সেই সব সোনার ছেলে-মেয়েদের মাধ্যমে বিশ্বময় ছড়িয়ে দেবো। মার্কিন ঐতিহ্য বাদ দিয়ে নিজের ঐতিহ্য বলবৎ করার জন্য আমি হোয়াইট হাউজকে পরিত্যক্ত ঘোষণা করব। একটি বিদেশী রাষ্ট্রের দেয়া বাড়িতে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট থাকতে পারে না- এই অজুহাতে হোয়াইট হাউজের পরিবর্তে আমার জন্য নতুন একটি সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করব। স্পেনের আল হামরা প্রাসাদ, দিল্লি ও আগ্রা দুর্গ এবং সুলতান সুলেমানের প্রাসাদের সমন্বয় করে দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ও ব্যয়বহুল রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করব।

আমেরিকান বুদ্ধিজীবী মহল মানবাধিকার সংস্থা, এনজিও, ব্যবসায়ী সংগঠনের ওপর নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠার জন্য আমার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সফলতার প্রতীকগুলোকে ওদের ওপর বসিয়ে দেবো। হার্ভার্ডের প্রেসিডেন্টকে চা-সিঙ্গারা ছমুচার মূল্য নিয়ন্ত্রণ শিক্ষা দেবো। ইয়েল-কর্নেল জন হপকিনস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট এবং ফ্যাকাল্টি প্রধানদের খিচুড়ি রান্না, হা ডু ডু খেলা, লুডু খেলা এবং কচুরিপানা দিয়ে বার্গার তৈরির প্রশিক্ষণ দেয়া হবে। বড় বড় মানবাধিকারের প্রবক্তাদের এমন থেরাপি দেয়া হবে যে, তারা সবাই আমার ভাষায় কথা বলবে- আমার দৃষ্টিতে দুনিয়া দেখবে এবং আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছায় প্রাত্যহিক জীবন পরিচালনা করবে।

উল্লেখিত কর্মগুলো আমি শপথ নেয়ার নব্বই দিনের মধ্যেই নিষ্পন্ন করব। তারপর বিশ্বভ্রমণে বের হবো এবং আমার অভিনব চিন্তাচেতনা ও কর্ম দিয়ে দুনিয়ায় তোলপাড় সৃষ্টি করে দেবো।

লেখক: সাবেক সংসদ সদস্য



# শিক্ষাক্রমে ধর্মের সহাবস্থানবিষয়ক আলোচনা

॥ আফিয়া আয়মান ॥

কুরআনে বলা হয়েছে, 'আল্লাহর কাছে ইসলামই হচ্ছে একমাত্র মনোনীত দ্বীন ।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত -১৯) অপর একটি আয়াতে বলা হয়েছে- 'যদি কেউ ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো দ্বীন গ্রহণ করতে চায়, তাহলে তা কখনোই কবুল করা হবে না ।' (সূরা আলে ইমরান, আয়াত-৮৫) আল্লাহ আরো বললেন- 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো । আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চিত জেনে রাখো, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু ।' (সূরা আল বাকারা, আয়াত-২০৮)

ইসলাম এমন এক দ্বীন তথা জীবনবিধান যেখানে মানুষের প্রতি উদাসীনতা বা অমানবিকতা প্রদর্শনের কোনো সুযোগ নেই । তবে সেটি অবশ্যই হতে হবে, ইসলামী পথ ও পদ্ধতি অনুযায়ী । কোনো মানবসৃষ্ট মতাদর্শের ভিত্তিতে নয় । ইসলামে কোনো ধরনের সঙ্কীর্ণতা ও বাড়াবাড়িকেও প্রশ্রয় দেয় না । ইসলাম এসেছে মানুষের কল্যাণ নিয়ে । অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখাতে । বলা হয়েছে- 'তিনি (আল্লাহ) দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের ওপর কোনো প্রকার সঙ্কীর্ণতা বা কঠোরতা জোর করে চাপিয়ে দেননি ।' (সূরা হজ, আয়াত-৭৮)

ইসলাম অপরের মতাদর্শকে সম্মান জানায়, কাউকে জোর করে ইসলাম গ্রহণে কোনো ধরনের চাপ প্রয়োগ করে না । ইসলাম যে এক আল্লাহর পক্ষ থেকে মনোনীত জীবনবিধান, এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করলে কুরআন তার প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেয় । যদি সে তার যুক্তির উপরে সত্যবাদী হয়, তাহলে যেন সে প্রমাণ করে দেখায়, এটি এক আল্লাহ মনোনীত জীবন বিধান নয় । ইসলাম কখনোই ইসলামকে আবেগের বশে অনুসরণ করতে বলে না । এ কারণে কুরআন বারবার মানুষকে চিন্তা-ভাবনা করার প্রতি জোর তাগিদ জানিয়ে আসছে । কুরআনকে বোঝার জন্য যারাই কুরআনের সংস্পর্শে এসেছে কুরআন তাদের বদলে দিয়েছে । তাদের জীবনের সঠিক রাস্তা চিনিয়ে দিয়েছে ।

ইসলামের মূল আকিদাই হলো- তাওহিদ । আর তাওহিদের প্রথম কথাই হলো- আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস । এই বিশ্বাসের স্বরূপ এ রকম যে, আল্লাহ জাত, সেফাত, অস্তিত্ব ও ক্ষমতায় অদ্বিতীয় । এ কারণে বিশ্বাস, কথায় ও কাজে আল্লাহর প্রতি কোনো ধরনের অংশীদার সাব্যস্ত করাকে ইসলাম সবচেয়ে বড় পাপ বলে অভিহিত করেছে । বলা হয়েছে- 'আল্লাহ তার সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে কোনোভাবেই ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া যাকে ইচ্ছে অন্য যেকোনো ধরনের অপরাধ ক্ষমা করেন, যে আল্লাহর সাথে শরিক করে সে মহাপাপ করে ।' (সূরা নিসা, আয়াত-৪৮)

আমাদের রাসূল বলেন, 'যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল সে আল্লাহর সাথে কাউকে শিরক করেনি সে জান্নাতে প্রবেশ করবে । আর যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মারা গেল যে আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে ।' (মুসলিম, হাদিস-৯৩)

কথাগুলো আমরা শিক্ষাক্রম প্রসঙ্গে বলছি । বর্তমানে নতুন কারিকুলামে অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিখন শেখানো কার্যক্রমকে অগ্রাধিকার দিয়েই ঢেলে সাজানো হয়েছে । অবশ্য এই কারিকুলাম নিয়ে ইতোমধ্যে বিভিন্ন মহল থেকে বেশ সমালোচনাও উঠছে । আবার অনেক ইতিবাচক দিকও রয়েছে । নতুন শিক্ষাক্রমে ষষ্ঠ শ্রেণীতে সহাবস্থান নিয়ে একটি অধ্যায় সংযুক্ত করা হয়েছে । দেখা যায়, ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যবইয়ে সহাবস্থান নিয়ে যে আলোচনা করা হয়েছে তাতে কোনো ধরনের আপত্তিকর মন্তব্য না থাকলেও শিক্ষক সহায়িকায় অন্য ধর্মের সহাবস্থান নিয়ে যা বলা হয়েছে তা ইসলামের সাথে বেশ কিছু আকিদাগত অমিল রয়েছে । যদিও এ বিষয়গুলো অন্য ধর্মের সহাবস্থান প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে । তবুও কোমলমতি শিক্ষার্থীরা এখান থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা অনেক বেশি ।

**অনেকেই প্রশ্ন রাখছেন, অন্য ধর্মের সহাবস্থানকে কেন পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ করা হলো না । কেন সেটিকে সুকৌশলে শিক্ষক সহায়িকায় স্থান দেয়া হলো । যদি পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ করাকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করলেন, তাহলে কেন তারা সেটিকে অন্যভাবে কোমলতি শিক্ষার্থীদের পড়াতে বাধ্য করলেন । সহাবস্থান নিয়ে ইসলামে উদারতার কী এতই কমতি ছিল যে, অন্য ধর্মের সহাবস্থানের প্রসঙ্গ নিয়ে ইসলাম বিষয়ে সহাবস্থান বোঝাতে হবে, যেখানে বইটি আকিদাগত নানা ত্রুটিতে ভরপুর ।**

অন্য ধর্মের সহাবস্থানের বিষয়টি পড়তে গিয়ে তারা ইসলাম সম্পর্কে অনুরূপ ধারণা পোষণ করতে পারে । মোটা দাগে অনেকে এখানে এক ধরনের সূক্ষ্ম চিন্তারও গন্ধ খুঁজে পান । শিক্ষক যখন এই বিষয়ে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান করবেন বা সেশন পরিচালনা করবেন শিক্ষার্থীরা অবশ্যই এ বিষয়ে তথ্য খুঁজে নিতে বাধ্য থাকবে ।

অনেকেই প্রশ্ন রাখছেন, অন্য ধর্মের সহাবস্থানকে কেন পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ করা হলো না । কেন সেটিকে সুকৌশলে শিক্ষক সহায়িকায় স্থান দেয়া হলো । যদি পাঠ্যবইয়ে উল্লেখ করাকে ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বলে মনে করলেন, তাহলে কেন তারা সেটিকে অন্যভাবে কোমলতি শিক্ষার্থীদের পড়াতে বাধ্য করলেন । সহাবস্থান নিয়ে ইসলামে উদারতার কী এতই কমতি ছিল যে, অন্য ধর্মের সহাবস্থানের প্রসঙ্গ নিয়ে ইসলাম বিষয়ে সহাবস্থান বোঝাতে হবে, যেখানে বইটি আকিদাগত নানা ত্রুটিতে ভরপুর ।

কোমলমতি শিক্ষার্থীরা যখন এ বিষয়গুলো পড়বে, তারাও মনে করবে ইসলামেও ইসলামী অনুশাসন পালন ও ধর্মীয় বাধা-নিষেধের বালাই নেই । ফলে এটি তাদের বিশুদ্ধ আকিদায় ফাটল ধরাতে সক্ষম হবে । কারণ ইসলাম শিক্ষায় সহাবস্থান সম্পর্কে পাঠ্যবইয়ে যা বলা হয়েছে শিক্ষক সহায়িকায় অন্যান্য ধর্মের সহাবস্থানে তার থেকে বেশ কিছু আকিদাগত ব্যতিক্রমী বিষয় রয়েছে । সেসব বিষয়ের পার্থক্য নির্ণয় করে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের বিশুদ্ধ আকিদায় অটুট থাকা কোনোভাবেই সম্ভব নয় ।

ইসলামে অন্যান্য ধর্মাবলম্বী মানুষের সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য প্রকৃত মুসলিম মনীষীদের জীবনী থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলো এখানে তুলে ধরা যেত । প্রতিবেশীর অধিকার, তাদের প্রতি সদয় আচরণ, তাদের অধিকার রক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সহাবস্থানের বিষয়টিও নিশ্চিত হতো । কিন্তু বিষয়টি একেবারে ভিন্ন আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে ।

ষষ্ঠ শ্রেণীর শিক্ষক সহায়িকায় হিন্দুধর্মে সহাবস্থান নিয়ে বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন ধর্মগুরুর উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে- '...সব ধর্মের উদ্দেশ্য ঈশ্বরকে উপলব্ধি করা, বিভিন্ন ধর্ম বিভিন্ন পথে হাঁটলেও সব ধর্মই স্রষ্টার নৈকট্য লাভ করতে চায় ।' এখানেই তার একটি বিখ্যাত বাণীতে বলা হয়েছে- 'সব ধর্মই সত্য, যত মত তত পথ' অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের মত ও পথ ভিন্ন হলেও তাদের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য এক বা অভিন্ন ।

ইসলাম শিক্ষা বিষয়ের শিক্ষক সহায়িকায় এ রকম একটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলে এটি কোমলমতি শিশুদের ভুল বার্তা দিতে পারে । পবিত্র আল-কুরআনে বলা হয়েছে- '... যে ব্যক্তি তার প্রভুর সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন নেক আমল করে আর তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে কোনো প্রকার শরিক সাব্যস্ত না করে ।' (সূরা কাহফ, আয়াত-১১০) একজন মুসলমানকে আল্লাহর প্রতি প্রকৃত আত্মসমর্পণকারী মুসলিম হিসেবে বেড়ে উঠার জন্য শিরকমুক্ত ঈমান খুবই প্রয়োজন । তাই তো আল্লাহ বলেন- 'যদি কোনো পুরুষ বা নারী নেক আমল করে আর সে ঈমানদার হয়, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে পবিত্র জীবন দান করব । আর আখিরাতে তাদের ভালো কাজের জন্য সর্বোত্তম পুরস্কার দেবো ।' (সূরা নাহল, আয়াত- ৯৭) যদি কোনো মুসলমানের ঈমান ও আমলে শিরকের ছোঁয়া ধরিয়ে দেয়া যায়, তাহলে তার সমুদয় আমল বরবাদ হয়ে যাবে । ইসলামে আল্লাহর প্রতি ইবাদতে, যে মত ও মতকে স্বীকার করে তা অন্য কোনো ধর্মের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নয় ।

খ্রিষ্টধর্মে সহাবস্থান নিয়ে আলোচনার এক স্থানে বলা হয়েছে- 'যারা ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে দাবি করে তাদের প্রত্যেকের দায়িত্ব সৃষ্টি ও স্রষ্টার প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করা ।' এখানে ইসলামের সাথে আকিদাগত বড় একটি ফারাক রয়েছে । যদি কেউ এই বিশ্বাসে অটল থেকে ধর্মীয় আইন-কানুনন মেনে চলে, তাহলে তার কোনো ইবাদতই আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না । সূরা ইখলাসে আল্লাহ নিজের পরিচয় তুলে ধরে বলেছেন-'বলো আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় । তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন । তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি, আর তাকেও কেউ জন্ম দেয়নি । আর তার সমতুল্য কেউ নেই ।' সুতরাং ঈশ্বরের সন্তান এ পরিভাষাটি ইসলামের সাথে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না । মানুষ আল্লাহর গোলাম হতে পারে, তাকে ভালোবাসতেও পারে, কিন্তু কখনোই তাঁর সমতুল্য হতে পারে না ।

অন্য আরেক জায়গায় বলা হয়েছে- 'সামাজিক বা ধর্মীয় যেকোনো বাধার উর্ধ্বে উঠে মানুষ অন্য মানুষের প্রতি প্রেম বা সহমর্মিতা প্রকাশ করতে পারে ।' এখানেও কোমলমতি শিশুদের চিন্তা ও মননে ইসলামপরিপন্থী বিষয়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া হচ্ছে । তারা নিজের অজান্তেই অবচেতন মনে এই বিশ্বাসের সাথে নিজেদের একাত্মতা ঘোষণা করবে । তারা মনে করবে, ইসলামের ক্ষেত্রে হয়তো এ ধরনের উদাসীনতা প্রদর্শন করা দূষণীয় নয় । অথচ সূরা বাকারার ২০৮ নম্বর আয়াতে বলা হয়েছে- 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে প্রবেশ করো আর শয়তানের অনুসারী হয়ো না ।'

ষষ্ঠ শ্রেণীর এই শিক্ষক সহায়িকার আরেকটি জায়গায় বলা হয়েছে- 'ধর্ম মানুষের জন্য, মানুষ ধর্মের জন্য নয় ।' এটি ইসলাম শিক্ষার সাথে পরিপূর্ণ সাংঘর্ষিক একটি বিষয় । ইসলামে প্রণীত সমূহ বিধি-বিধান মানুষের জন্য উপযুক্ত বিধায় তা পালনে অপরিহার্য করে দিয়েছেন । এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও উপেক্ষার ভঙ্গিতে একটু কমানো বা বাড়ানোর সুযোগ তিনি রাখেননি । যার জন্য যেটুকু প্রযোজ্য সেভাবেই তিনি তা বর্ণনা করেছেন । আল্লাহ বলেন- 'যারা অকৃতজ্ঞ ও অবিশ্বাসী তারা ঈমানের চেয়ে কুফরকেই বেশি ভালোবাসে ।' (সূরা তাওবা, আয়াত-২৩) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে- 'অবিশ্বাসীরা দুনিয়াকে ভালোবাসে ।' (সূরা আলে-ইমরান, আয়াত-১৫২) আরেক আয়াতে এসেছে- 'অকৃতজ্ঞরা দুনিয়ার জীবনকে ভালোবাসে ।' (সূরা নাহল, আয়াত-১০৭) সুতরাং একজন ঈমানওয়ালা মানুষ বা মুসলিম পরিবারের সন্তানকে এ বিষয়টির সাথে পরিচয় না করিয়ে কীভাবে ইসলামী আদর্শ মোতাবেক সমাজে পারস্পরিক সহাবস্থান নিশ্চিত করা যায়, সে দিকটি ফুটিয়ে তোলাই শ্রেয় ।

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW
ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE
ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ। ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স
বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস
সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ
ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার
MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK
347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street, (1F), Jackson Heights, NY 11372

ম্যানহাটনে বাংলাদেশী এটর্নী

● ইমিগ্রেশন ● রিয়েল এস্টেট
● এক্সিডেন্ট ● ল্যান্ডলর্ড-টেনেন্ট
● ব্যাংক্রাপসি ● ডিভোর্স সহ বিভিন্ন
সমস্যার আইনগত সহায়তার জন্য যোগাযোগ করুন।
মোহাম্মদ এ. আজিজ Esq
এটর্নী এট ল'
For Appointment: (917)-434-3338
Tel: 212-695-0055, Fax: 212-695-0056, Email: azizbbu@yahoo.com
421 7th Avenue, Suite# 905, New York, NY 10001

কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি ল' গ্রাজুয়েট, লন্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে ব্রিটিশ ফরেন ও কমনওয়েলথ
অফিসের অধীনে শেভনিং স্কলার ও হিউম্যান রাইটস-এ মাস্টার্স, ঢাকা ইউনিভার্সিটি থেকে আইনে অনার্স ও মাস্টার্স (১ম শ্রেনী), বিসিএল (জুডিশিয়াল) এর সদস্য, বাংলাদেশে প্রাক্তন সিনিয়র সহকারী জজ আইন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সহকারী সচিব ও বাংলাদেশ সরকারের প্রাক্তন মাননীয় আইন মন্ত্রীর কাউন্সিল অফিসার হিসেবে ৮ বছর এবং নিউইয়র্কের বিভিন্ন ল'ফার্মের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন এ্যাটর্নী।

অশোক কুমার কর্মকার
এ্যাটর্নী এট ল'
আমেরিকায় যে কোন নতুন ব্যবসায় নূন্যতম বিনিয়োগের মাধ্যমে Treaty (E-2) ভিসার অধীনে এদেশে বসবাস করার সুযোগ পেতে পারেন এবং পরবর্তীতে গ্রীন কার্ড পাওয়ার যোগ্য হতে পারেন।
তাছাড়া ১ মিলিয়ন বা নূন্যতম ৫ লাখ ডলার বিনিয়োগ করে EB-5 ভিসার অধীনে আপনি আপনার পরিবার ও সন্তান-সন্ততিসহ গ্রীন কার্ড পেতে পারেন।
বৈধভাবে এদেশে আপনার বিনিয়োগের অর্থ আনয়নে আমাদের সাথে পরামর্শ করতে পারেন।
দেশে কোন কোম্পানীর মালিক/পরিচালক হয়ে আপনি ও আপনার পরিবার ৭ বছরের সুবিধা নিতে পারেন এবং ৩ বছর পর গ্রীন কার্ডের আবেদন করতে পারেন।
আপনি কি বিনিয়োগের মাধ্যমে নিজের যোগ্যতায় খুব দ্রুত গ্রীন কার্ড পেতে চান?
* আপনার সার্বিক আইনী (ইমিগ্রেশন, এসাইলামসহ সর্বপ্রকার রিয়েল এস্টেট ক্লোজিং, পার্সোনাল ইনজুরি, মেডিকেল ম্যালপ্র্যাকটিস, ডিভোর্স, পারিবারিক রিস্যালাইজেশনসহ সকল ধরনের) সমস্যার সমাধানে যোগাযোগ করুন (সোম-শনিবার)।
* আমেরিকায় বসে আমাদের ঢাকা অফিসের মাধ্যমে খরচ ও সময় বাঁচিয়ে আপনি বাংলাদেশে আপনার যে কোন মামলা পরিচালনা, সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়সহ যে কোন আইনী সমস্যার সমাধান সহজেই করতে পারবেন।
* আপনার সম্পত্তি ব্যবস্থাপনায় (Property Management) আমাদের ঢাকা অফিস আপনাকে সহায়তা করতে পারে।
Law Offices of Ashok K. Karmaker, P.C.
Queens Main Office: Queens Office: 143-08 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11435
Tel: (212) 714-3599, (718) 408-3282, Fax: (718) 408-3283, Email: ashok@ashoklaw.com, Web: www.ashoklaw.com
Tel: (718) 662-0100, Fax: (347) 305-8383, Email: info.klpllc@gmail.com, Web: www.k-lpllc.com
Dhaka Office: US-Bangladesh Global Law Associates Ltd.
Dream Apartment, Apt.C2, Hse 3G, Road 104, Gulshan Circle 2, Dhaka 1212, Bangladesh, Tel: 011-880-2-8833711

## কবি কাজী জহিরুল ইসলামকে ৫৬ তম জন্মদিনের শুভেচ্ছা

# নিবিড়ভাবে তাঁকে পাঠ করেছি

### ড. মাহবুব হাসান



আমি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতা পড়েছি। খুব বেশিদিন হয়নি আমি তার কবিতা পড়ি। কিন্তু তারপরও আমি নিবিড়ভাবেই তাকে পাঠ করেছি বলে মনে হয়। তিনি অত্যন্ত স্পনটেনুয়াস। সময়কে তিনি গেঁথে তোলেন তার ভাষার সুঁই আর সুতো দিয়ে। ফলে সেই ফোঁড়গুলো সাম্যময় মাত্রিকতায় এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে দ্রুত চলে যায়। আবার মাকুর মতোই গেঁথে তোলেন সেই কবিতা-কাঁথাটি, যা আমাদের বোধ ও বুদ্ধির খোল-নলচেতে বেশ আনন্দ ও আরাম দেয়। আরাম দেয় এ-কারণে যে তা আমাদের সাংস্কৃতিক যাত্রায় সামিল এবং কালচারাল কন্টিন্যুআমের মধ্যে নিবিড় যোগসূত্র নির্মাণ করে। আমাদের লোকজ অভ্যাসে আছে, হাঁড়ির একটি ভাত টিপে দেখলেই বোঝা যায় সব ভাত ফুটেছে কি না। কবিতা রাঁধতে তিনি পেঁকে গেছেন এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়।

ফেসবুকে আমি তার কবিতা যাত্রায় সামিল ছিলাম। তখন আমি লস এঞ্জেলেসের পোমোনা সিটির বাসিন্দা। প্রায়ই আমরা কথা বলতাম ফোনে। তারপর ফেসবুকে তার কবিতা পড়ে বুঝেছি। এখন যখন নিউইয়র্কে আছি, রোজ না হোক সপ্তাহে একবার দেখা হয়। কথা হয় কবিতা নিয়ে। এর বাইরে আমাদের সামাজিক সম্পর্ক নেই বললেই চলে। তারপরও আমরা সমাজে বাস করি, কবিতায়ও সেই সমাজকে আমরা ফোকাস করি, নিজের চিন্তা আর স্বপ্নকে মেলে ধরি। বলবার চেষ্টা করি কোথায় কি হচ্ছে, কি হওয়া উচিৎ নয়।

কবিদের কথা সহজে বোঝা যায় না, আভাসে-ইঙ্গিতে বুঝে নিতে হয়। কখনো কখনো কবি আশ্রয় নেন উপমার, কখনো প্রতীকের হাত ধরে তিনি চলে যান কোনো এক অতীত কালের সাম্রাজ্যে। আবার অ্যালেগরি বা রূপকে যখন তিনি ফেরেন, সেই রূপকের রহস্যভেদ করা অনেকটাই দুরূহ। তবে কোনো কিছুই অগম্য নয়, যদি আমি সেই যাত্রায় মানসিকভাবে যুক্ত থাকি। যদি চিত্র আর চিত্রকল্পের মধ্যেকার পার্থক্য না বুঝি, যদি রূপক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তি ও শব্দালংকার কি সে-সম্পর্কে সম্যক আমার জানা না থাকে, যদি প্রচলিত ও অপ্রচলিত মিথিক স্টোরিগুলোর নাম-চরিত্র এবং অন্যান্য পরিপ্রেক্ষিত জানা না থাকে, তাহলে কবিতা পাঠের আনন্দ ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর জানা থাকলে সেই পাঠ অনির্বচনীয় হবেই। এ-কারণে আমি কবিতার পাঠককে যোগ্য হয়ে উঠতে অনুরোধ করি। কবি নিজেও আসলে পাঠক। আমি সেই সব পাঠকের আশা করি যারা কবির চেয়েও বেশি চিন্তক এক নতুন চিন্তার খোরাক তৈরি করেত পারেন।

মূলত কাজী জহিরুল ইসলামের 'ক্রিয়াপদহীন কবিতা'ই তার কবিতার প্রথম পাঠ আমার। এর আগে তার কবিতা আমি পড়িনি। বলা যেতে পারে আমার সেই সুযোগ হয়নি। তো, প্রথম পাঠেই আমি চিনেছি যে জহিরের ভেতরে স্বপ্ন আর কল্পনার জাল বুননের কায়দা-কানুন বেশ আছে। আর আছে চিন্তা করার অপার ক্ষমতা। কবিতায় যদি চিন্তার রেশ না থকে, তাহলে তা চর্বিত চর্বন হয়ে ওঠে। অর্থাৎ যদি আগে লেখা হয়েছে, সেই কবিতাই অন্য একজন তার নিজের ভাষায় লিখছেন, তাহলে তা অনুকারিতায় পরিণত হয়। রবীন্দ্রনাথের সময়-কালে দেখা গিয়েছিলো কিছু অনুকারী কবিকে। আমাদের কালে সে রকম চেষ্টা না হলেও প্রকৃত কবি হওয়ার যে শ্রম সেটা খুব একটা পাওয়া যায় না। আজকের সমাজ-বাস্তবতা এতোটাই চোরাস্রোত আর কন্টকিত পরিবেশ পরিস্থিতিতে আকীর্ণ যে, কবিকে নির্লিপ্তি পরিত্যাগ করতে হয়। তাই কবির মানস জটিল-জঙ্গমের অনুবর্তী হয়ে পড়ে। তখন কবি আশ্রয় নেন নানা মাত্রিক প্রতীক বা রূপকের। আমি কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতায় সেই মানসিক ও মানবিক ক্রিয়ার জঙ্গম লক্ষ্য করেছি। তার ক্রিয়াপদহীন কবিতা পাঠ করতে করতে সেই অনুভবই আমার হয়েছিলো। এই যে কু-ড়িটি কবিতা এখানে পড়বো/পড়ছি সেগুলো কেমন, সেই স্বাদ নেয়া যাক একটু।

"জেনেভা, হে অনিন্দ্য সুন্দরী,
বেরিয়ে এসো আমার পকেট থেকে
দেখো এক পৃথিবী ফেইস তোমার দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে তৃষ্ণার্ত বুক।"
[পকেটে জেনেভা নিয়ে হাঁটছি]

এই পঙতি দুটিকে খুব সহজ বা সরল মনে হয়? যে সব কথা তিনি লিখেছেন, তার সব শব্দের অর্থই তো জানি, বুঝি আমরা। পাঠকেরও জানা আছে। তারপরও কেমন যেনো অচেনা লাগে। কারণ জেনেভা নামক শহরটিকে পকেটে নিয়ে হাঁটছেন কবি এটা বলার মানে কি? শহরটিকে কি পকেটে পোরা যায়? না যায় না, তাহলে এর মানে কি এটা নয় যে জহির যা লিখেছেন তা উদ্ভট আর অবাস্তব? অবশ্যই উদ্ভট এবং অবাস্তবও। তাহলে কি ধরে নেবো কবিরা অবাস্তব আর উদ্ভটেরই চড়নদার? এখানে এসেই আমি প্রিয় পাঠককে বলবো চিন্তা করে দেখেন জেনেভা কেন বিখ্যাত। সুইস এই শহরটিকে বলা হয় শান্তি আর মানবতার এক নিখিল শহর। কাজী জহিরুল ইসলাম সেই শান্তির দ্যুতিকে বলছেন বেরিয়ে এসো আমার পকেট থেকে, দেখো বাকি পৃথিবীর মুখ। তার তৃষ্ণা। কিসের জন্য তৃষ্ণার্ত আজকের পৃথিবী? সে কি জলপিপাসা-কাতরতায়? না। হ্যাঁ, এ-কাতরতা জল পিপাসার নয়। এ-তৃষ্ণা মানবতার। মানুষের ভেতরের বোধ অমানবিকতার ক্ষারে দুষ্ট, তাই কবি আবাহন করছেন জেনেভাকে। তার ভেতরে রয়েছে সেই প্রতীকী শান্তির সুষমা যা আমাদের এই অমানবিক পৃথিবীর জন্য খুবই প্রয়োজন আজ।



"মিতু এবং নোবেলের সাথে বারবিকিউর
আগুন জ্বালাবে মাওরি বারান্দায়, হলো না।
ড্যানিয়েল বারসাতের ভাঙা চেয়ারে চড়ে
অক্সফোর্ড স্ট্রিট থেকে ট্রাফেলগার স্কয়ার অবধি
মানবিক ভ্রমণটা আর হলোই না রেহনূমা নূরের,
তোমার ওয়াটার জেট দিয়ে ভেজাতে চেয়েছিলে
আফগান মরু মঈনুস সুলতান, কিছুই হলো না।"

এই কবিতায় মানুষের ব্যর্থতার ছবি তুলে ধরেছেন কাজী জহির। ব্যক্তি নামগুলো প্রতীকী এটা বোঝা যায়। মানুষের ব্যর্থতা হচ্ছে আশার বিপরীত শব্দ। কিন্তু সেটা নতুন করে সংগ্রামেরই আহ্বান বলে মনে হয়। কারণ ব্যর্থতা ছাড়া সাফল্য আসে না। আমি লক্ষ্য করেছি কাজী জহিরুল ইসলাম খুব ছন্দপ্রিয় কবি। তিনি চান নিপাট ছন্দে সাজাতে তার বোধ ও বুদ্ধির কারুকাজ। বাংলা কবিতার তিনটি মূল ছন্দ- অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর স্বরবৃত্ত। এই তিনটি মূল ছন্দের মধ্যে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে কবিতা রচনা একটু দুরূহ। শব্দের খেলা এই ছন্দে বেশ আনন্দের। তবে এই মাত্রাবৃত্তের আরো একটা নাম জানি, সেটাকে ৭ মাত্রা পর্বের মাত্রাবৃত্ত নামে কেউ কেউ ডাকেন। যে নামেই ডাকা হোক না কেনো, এর প্রবহমানতা কবির শক্তিমত্তাকে চিত্রিত ও চিহ্নিত করে। কবিতা শিল্পের কারিগররা জানেন যে ছন্দ হচ্ছে সেই শক্তি যার ডাক নাম আমরা দিতে পারি শিরদাঁড়া বা ইংরেজিতে স্পাইনাল কর্ড। মানুষের শারীরিক স্টাকচারটিকে খাড়া করে রাখে শিরদাঁড়া। আমি কবিতার শিরদাঁড়া হিসেবে চিহ্নিত করতে চাই এই ছন্দকে। ছন্দ কবিতার শিরদাঁড়া হিসেবে কাজ করে। তাকে চরম প্রাপ্তির দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে উদ্বুদ্ধ করে। কবির চেতনাকে শাসন করে, শব্দ-সহযোগকে যথার্থ করার প্ররোচনা দেয়। বাহুল্যকে পরিত্যাগ করতে সাহায্য করে। এ-সব কারণেই ছন্দ আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ। আমি এ-সবই লক্ষ্য করেছি জহিরের কবিতায়। তিনি ছন্দের ব্যাপারে সজাগ এবং চান এমন কিছু সৃজন করতে যা তাকে নতুন ব্যঞ্জনায় পৌছে দিতে সাহায্য করবে। এবার দেখা যাক তার মাত্রাবৃত্তের কাজ।

"পাথর-খন্ড রক্তবৃষ্টিপাত
দরোজা খুলেছে এ-কোন সভ্য রাত
রাত নাকি দিন, আলো না আগুন জ্বলে
বোধের প্রান্ত নির্বোধ ঘুমে বোবা
ঝুলে আছে দূরে বহুরঙা নেকলেস
শিশুরা লাফায় প্রলুব্ধ আহ্লাদে
নিচে নেমে যায় বৃষ্টি-প্রহর দ্রুত"
[হাওয়ার নেকলেস]

সেই নমুনাই তুলে আনা হলো যেখানে কাজী জহিরের চিন্তাবৃত্ত নতুন করে দেখতে শিখেছে। এই কবিতাংশ কি কিছুটা জটিল-জঙ্গম মনে হয়? তা হতেই পারে। আবার তা পাঠককে নতুন চিন্তার দরোজাও মেলে দিতে পারে। একবার ভাবুন যে মানুষ কতোটা সাদাসিধে বা কতোটা জটিল। মানুষের মন কি পড়া যায়? যে পর্যন্ত আপনি মানুষের সাইকোলজিটা ধরতে না পারবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কবিতার সাইকিটা আপনার হৃদয়ঙ্গম হবে না। ধরা যাক,'হাওয়ার নেকলেস' কবিতার দুটি পঙক্তি- 'কালো দম্পতি খুঁজে পায় যদি ঘর/ না পেয়ে শিকার শাদা নেকড়ে কি ফেরে?' এই কথাগুলোর মানে কি? আমরা যদি সিমবলিক কায়দায় শাদা-কালোর সামাজিক ও রাজনৈতিক চরিত্রকে ধরি, তাহলে গোটা পৃথিবীব্যাপি যে বর্ণবাদিতা চলছে তারই এক নগ্ন পরোক্ষ রুপ কি আমরা পাই না? এ-দুটি পঙক্তিতে কাজী জহিরুল ইসলাম কালো আর শাদার মধ্যেকার যে বিভেদের রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও বর্ণবাদিতার রূপকে মেলেছেন, সেখানে মানবতা হার মেনে যায়। দুঃখজনক হলেও সত্য আজকে মানবতা নয় বর্ণবাদিতাই যেন মাথাচারা দিয়ে উঠছে পৃথিবীব্যাপী।

"মাটি সরে যায় ঘন-বর্ষণ স্রোতে
পুরনো বৃক্ষ ভেঙ্গে পড়ে একে একে
লেক-নদী ছেড়ে উঠে আসে জল মাঠে
জলহীন নদী, হাঙর দু'পায়ে হাঁটে
অভিবাসীগণ ছুটে যায় আরও দূরে
হাওয়ায় ভাসে বহুরঙা নেকলেস।"

আমাদের প্রবাস জীবনের প্রকৃত অবস্থার একটি রূঢ় ছবি এখানে উঠে এসেছে। 'জলহীন নদী, হাঙর দু'পায়ে হাঁটে/ অভিবাসীগণ ছুটে যায় আরও দূরে'। হাঙরের কি দু'পা আছে? না নেই। তাহলে এই হাঙর যে মানুষ এবং সেই মানুষ শাদা রঙের এবং বর্ণবাদি সেই সত্যই কি উঠে আসেনি? আজকে আমেরিকান অভিবাসীরা ভীত সন্ত্রস্ত্র, সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে এই কবিতাকে বর্ণবাদিতার বিরুদ্ধে এক দলিল বলা যেতে পারে।

ষড়ঋতুর বোন, দিন-রাত্রির গল্প, অন্ধকার-২, দেহকাব্য-১১, ঘামসূত্র, অচেনা শহর, আঁড়ি, মধ্যবর্তী, বাড়ি আছো- এরকম আরও অসংখ্য কবিতা কাজী জহিরুল ইসলামকে মেলে ধরে তার মনোবাস্তবিক, সাংস্কৃতিক কন্টিনুআমসহ। তিনি তার বৃহত্তর লোকসংস্কৃতির আঙিনা থেকে সংগ্রহ করেন, সেই সব চিত্রকল্প যা আমাদের ট্রাডিশনের অন্তর্গত। বাংলা ভাষার একজন কবিকে চিনতে হলে তার কালচারাল কন্টিনুআমকে লক্ষ্য করবেন, কারণ সেখানেই লুকিয়ে আছে বাংলা ভাষা-সাহিত্যের উপাদান উপকরণ। কাজী জহিরুল ইসলামের কবিতায় সেই সৌন্দর্যই পাওয়া যায় যেখানে বৃহত্তর গণজীবনের মৌলিক উপকরণ ও উপাদানের ব্যবহার রয়েছে।

আমরা আল মাহমুদকে কেন উঁচু স্তরের কবি বলে বিবেচনা করি? কারণ তার কবিতায় বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির অভিজ্ঞান পাই। আমাদের লোক ঐতিহ্যের সুদীর্ঘ যাত্রার প্রতিফলন আল মাহমুদে যেমন পাই তেমনি পাই কাজী জহিরুলের কবিতায়ও। সেই বিবেচনা অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে।

***লেখক: বীর মুক্তিযোদ্ধা, কবি, সাংবাদিক।***




(আগামী ১০ ফেব্রুয়ারী কবি-লেখক কাজী জহিরুল ইসলামের জন্মদিন। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষ্যে তার কবিতা ও তাঁকে নিয়ে দেশের আরেক খ্যাতিমান কবি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা ড. মাহবুব হাসানের একটি লেখা বাংলা পত্রিকার পাঠকদের জন্য প্রকাশ করা হলো। -সম্পাদক

## কাজী জহিরুল ইসলামের পরিচিতি

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম একজন পাবলিক ইন্টেলেকচুয়াল। তিনি সমকালীন বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কবি। অকপটে সত্য বলা এবং প্রতিষ্ঠান-বিরোধী বক্তব্যের জন্য তিনি পরিচিত। কবি কাজী জহিরুল ইসলাম ৮০টি গ্রন্থের প্রণেতা এবং বাংলা সাহিত্যে ক্রিয়াপদহীন কবিতার প্রবর্তক। বহুমাত্রিক লেখক হাসনাত আবদুল হাই তাকে 'ভাষাশিল্পী' উপাধিতে ভূষিত করেন।

১৯৬৮ সালের ১০ ফেব্রুয়ারী তিনি বাংলাদেশের ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় স্নাতকোত্তর।

কবি আল মাহমুদ বলেছেন কাজী জহিরুল ইসলাম বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিভা, কবি শহীদ কাদরী বলেছেন মেজর পোয়েট। আল মাহমুদ তার প্রবন্ধের বই 'কবির সৃজন বেদনা' তে কাজী জহিরুল ইসলামকে নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ লিখেছেন।

কবিতায় বিশেষ অবদানের জন্য বাংলাদেশ থেকে কবি জসীম উদদীন পুরস্কার, নিউইয়র্ক থেকে ড্রিম ফাউন্ডেশন পুরস্কার, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে জেসমিন খান এওয়ার্ড, ভারত থেকে রসমতি সম্মাননা এবং ডালাস থেকে স্বাধীনতা পুরস্কারসহ অসংখ্য পুরস্কার ও সম্মাননায় ভূষিত হয়েছেন।

তার কবিতা উড়িয়া, সার্বিয়ান, আলবেনিয়ান, ইংরেজি, রুশসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে। পেশাগতভাবে তিনি জাতিসংঘের একজন আন্তর্জাতিক কর্মকর্তা। অর্ধশতাধিক দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তার ঝুলিতে।

কাজী জহিরুল ইসলামের সাহিত্যে একদিকে যেমন বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদ ও জীবন উঠে এসেছে অন্যদিকে যুক্ত হয়েছে প্রচুর আন্তর্জাতিক অনুষঙ্গ, যা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। কবিতা, কথাসাহিত্য ও প্রবন্ধ সাহিত্যের পাশাপাশি তার রচিত ভ্রমণসাহিত্য তরুণ প্রজন্মকে প্রতিনিয়ত স্বপ্ন দেখায় উন্নত জীবনের।

কবির স্ত্রী মুক্তি জহির জাতিসংঘের হিউম্যান রিসোর্স স্পেশ্যালিস্ট এবং শিল্প-সাহিত্যের সংগঠন উনবাঙাল-এর সভাপতি। পুত্র কাজী আবরার জহির অগ্নি একটি আমেরিকান কোম্পানির সিইও, কন্যা কাজী সারাফ জল স্কুল পর্যায়ে অধ্যায়নরত। কবির পিতা মঙ্গল কাজী এবং মাতা সোফিয়া কাজী ঢাকায় বসবাস করেন।

# MITU DISABILITY CENTER



ROMJAN (Consultant)
646-730-8416



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

## IF YOU ARE SICK, YOU CAN GET $500-$2500 PER MONTH

State Disability (TANF) Federal Disability (SSI, SSDI)

**Citizenship Without Exam** N-648 Waiver

Personal Injury ● Divorce ● Bankruptcy ● Immigration

Car, Home, Life Insurance (No Broker Fee) Real State
Buy Sale Lone Modification Physical Therapy by Doctor

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে
মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন

* ষ্টেট ডিসএ্যাবিলিটি * ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি
* পরীক্ষা ছাড়া আমেরিকার সিটিজেন।
এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
ইমেগ্রেশনের বিষয় সাহায্য করা হয়।

**40-19 73rd St. Woodside, NY 11372**
**Tel: 718-701-2666**

# রুমী ডেন্টাল ল্যাব



আবু হক
(সার্টিফাইড ডেন্টাল টেকনোলজিষ্ট)
২৫ বছরের অধিক অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

কোন প্রকার মেটাল বা মেটালিক তার ছাড়া আরামদায়ক ও উন্নতমানের দাঁত(Unbreakable, Flexi,Soft & Latest Denture) তৈরী করা হয়।



**Princeton Court Building**
**35-06, 73rd St. #3H, Jackson Heights, NY 11372**
**(Bet. 35th & 37th Avenue)**

***Tel: 718-672-0209, 718-414-4760***

# DR. SADI ALAM, DPM
## Foot Specialist

পায়ের বাংলাদেশী রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

**Jamaica Office:** 168-32 Highland Ave, Jamaica, NY 11432

Alam Podiatry, P.C.

FOR APPOINTMENT
Phone: 347-509-4470 | Fax: 646-845-1861 | www.alampodiatry.com

WE ACCEPT ALL MAJOR INSURANCE PLANS
PLEASE ASK YOUR DOCTOR FOR REFERRAL

# দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী

| | |
|---|---|
| বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়। | বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর |
| ২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পণ্য ক্রয়ে *প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়* | ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই |

এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

PARKCHESTER FAMILY FARMACIA & SURGICAL, INC.

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY & SURGICAL, INC.





নিউইয়র্ক লটারী খেলার ব্যবস্থা রয়েছে

**আমরা মেডিকেইড,** মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স, অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহণ করে থাকি।





❑ প্রতিদিন সর্বোচ্চ কমমূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়, ❑ সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ্ কেয়ার, প্রসাধন সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ্ এন্ড বিউটি কেয়ার ❑ ফটোকপি ৫ সেন্ট, ❑ ফ্যাক্স সার্ভিস, ❑ ৯৯ সেন্ট-এ উপহার কার্ড, ❑ ফিল্ম প্রসেসিং

# PARKCHESTER FAMILY PHARMACY

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড (জে এন্ড কে বুফের পাশে) ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক-১০৪৬২ **(347) 851-2688**

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই

আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসক্রিপশন সংগ্রহ করে থাকি।



এটর্নী শাকিল এইচ কাজমী

# ইমিগ্রেশন ও আপনি

আমেরিকায় অবস্থানরত বাংলাভাষাভাষী প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে ইমিগ্রেশনের সাথে জড়িত। বিশাল জনগোষ্ঠীর বিশেষ সুবিধার্থে ইমিগ্রেশন বিষয়ে "ইমিগ্রেশন ও আপনি" শিরোনামে প্রতি সপ্তাহে একজন ইমিগ্রেশন বিশেষজ্ঞ আইনজীবীর লেখা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করছি। এই কলামটির লেখক শাকিল হোসেন কাজমী। শাকিল কাজমী নিউইয়র্ক ল'স্কুলে আইনের উপর পড়াশোনা করেছেন। তিনি ওয়াশিংটন কলেজ অব ল' থেকে ইমিগ্রেশন ল' এবং বিজনেস ল'-এর উপর এল.এল.এম. করেছেন। তিনি নিউইয়র্ক স্টেট বার এসোসিয়েশন, আমেরিকান বার এসোসিয়েশন এবং ইমিগ্রেশন ল' ইয়ার্স এসোসিয়েশনের সদস্য।

ইমিগ্রেশন ও আপনি বিভাগ থেকে আপনাদের সবার জন্যে রইলো শুভেচ্ছা ও ধন্যবাদ। আশা করি আপনারা সবাই সুস্থ ও নিরাপদে আছেন। আপনাদের মঙ্গলময় জীবনই আমাদের কাম্য, আর তাই ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমরা আপনাদের সাহায্যের জন্যে প্রস্তুত। এ বিভাগ আপনাদেরই জন্য। এ কারণে এই বিভাগের মাধ্যমে আপনারা এতটুকু উপকৃত হলে আমরা আনন্দিত হবো। প্রতি সপ্তাহের মতো এ সপ্তাহের আপনাদের পাঠানো চিঠিগুলো আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে। আপনাদের পাঠানো চিঠি থেকে পর্যায়ক্রমে আমরা তার উত্তর দিয়ে থাকি।

**নিউইয়র্ক থেকে অমিত হাসানের প্রশ্নঃ**

আমি একজন ইউএস সিটিজেন। আমি স্ত্রী সন্তান নিয়ে সুখে দিন কাটাচ্ছিলাম। আমার মা-বাবা আমার সাথেই এখানে থাকেন। কিন্তু আমার দুঃখজনক ঘটনা হচ্ছে ৩ বছর হলো আমার স্ত্রী মারা গেছেন। এই অবস্থায় আমার ২ সন্তান ও বৃদ্ধ মা-বাবাকে নিয়ে খুব বিপদে আছি। আমার আত্মীয়স্বজন বাংলাদেশে আমার জন্য মেয়ে দেখেছেন। তারা আমার বিয়ে দিতে চায়। কিন্তু আমি মা-বাবা ও সন্তানদের রেখে বাংলাদেশে যেতে পারব না। আমার এক এটর্নী বন্ধু আমাকে পরামর্শ দিয়েছে বাংলাদেশে আমার ঐ ভবিষ্যৎ স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক গড়ে তুলতে। তাকে ইউসেএতে কে-ওয়ান ভিসায় নিয়ে আসার জন্য। এদেশে তাকে তাড়াতাড়ি আনার এটাই নাকি ভালো পন্থা। ঐ এটর্নী আমার হয়ে কে-ওয়ান ভিসার আবেদন করে তা ঢাকায় ইউএস কনস্যুলেটে পাঠিয়েছেন। কিন্তু সেখানে আমি অনেকবার তাগাদা দিয়েও কোন উত্তর পাই নাই। এদিকে আমি ঢাকায় গিয়েছিলাম আমার মাকে নিয়ে এবং সেখানে আমার বিয়ে সম্পন্ন করে ফেলেছি। তারপর এদেশে ফিরে এসে আমি আমার নিকানামাহ পাঠিয়েছি আমার ভিসার আবেদন দ্রুততর হবে এই আশায়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সাক্ষাতকারের কোন চিঠি পাই নাই। আমার সেই এটর্নীর সাথেও আর কোন যোগাযোগ হয় নাই। আরো একটি বিষয় হচ্ছে আমার স্ত্রী, অন্তসত্তা তার এবং আর কয়েক মাসের মধ্যে তার বাচ্চা হবে।

এ কারণে আমি জানতে চাচ্ছি যে তাকে তাড়াতাড়ি এদেশে আনার উপায় কী? আর আমার সন্তান যদি সাক্ষাতকারের আগেই জন্ম নেয় তবে তার জন্য আমাকে আলাদাভাবে আবেদন করতে হবে কিনা? সে কি তার মায়ের সাথে এদেশে আসতে পারবে?

**অমিত হাসানের প্রশ্নের উত্তরঃ**

**কে ওয়ান ভিসা কী?**

এই কে-ওয়ান ভিসা সম্পর্কে এর পূর্বেও অনেকবার আমরা আলোচনা করেছি। একজন ইউএস সিটিজেন হিসেবে যদি আপনার বিদেশি ফিঁয়াসের এদেশে এনে বিয়ে করার ইচ্ছা থাকে তবে সেক্ষেত্রে ফিয়াঁসের জন্য কে-ওয়ান ভিসার আবেদন করতে হবে। বৈধ কে-ওয়ান ভিসায় ঐ বিদেশি ফিয়াঁসে ইউএসএ এসে আপনার সঙ্গে থাকবে পারেন। এই ভিসা ৯০ দিনের জন্য ইস্যু করা হয়। আর ভিসার মেয়াদ শেষ হবার আগেই ইউএসতে তাকে বিয়ে করতে হবে। আইনগতভাবে কে-ওয়ান ভিসার হচ্ছে নন-ইমিগ্র্যান্ট শ্রেণীভুক্ত। যার অর্থ এই ভিসা সাময়িক এবং স্বল মেয়াদী। কে-ওয়ান ফিয়াসের ভিসাধারী ৯০ দিনের বেশি এদেশে অবস্থান করতে পারবেন না।

ইমিগ্রেশন আইনে বলা হয়েছে কে-ওয়ান ভিসাধারী যদি ৯০ দিনের মধ্যে তার ইউএস সিটিজেন ফিয়াঁসকে বিয়ে করতে না পারেন তবে তাকে আইসঙ্গতভাবেই এদেশ ত্যাগ করে চলে যেতে হবে। এক্ষেত্রে আরো স্পষ্ট করে উল্লেখ করা যায় যে ইউএস ইমিগ্রেশন আইন মোতাবেক কোন সু-



বিধাভোগী এবং আবেদনকারী কে-ওয়ান (আই-১২৯ এফ পিটিশন) এ ফাইল করার আগেই আইন সম্মতভাবে যদি বিবাহিত হন, সেক্ষেত্রে সু-বিধাবভোগী আর কে-ওয়ান ভিসার যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন না। তাছাড়া এই কে-ওয়ান আবেদন থাকবে। গ্রিনকার্ডের আবেদনে রূপান্তরিত হবে না। ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া চালু রাখতে তখন স্বামী/স্ত্রীর হয়ে সু-বিধাভোগীর সঙ্গে ইউএসসিআইএস এ আবেদন করতে হবে।

আপনার কেসের ক্ষেত্রে আপনি ইতোমধ্যেই তাদেরকে আপনাদের বিবাহের সনদ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আপনার কে-ওয়ান আবেদন সম্ভবতঃ ইউএসসিআইএস'র কাছে ফেরত যাবে। এর মধ্যে আপনি বিবাহিত হবার কারণে আপনি কে-ওয়ান ভিসার যোগ্য নন। সেকারণে যত দ্রুত সম্ভব আই-১৩০ আবেদনের মাধ্যমে আপনার গ্রিনকার্ড লাভের প্রক্রিয়া শুরু করা উচিত।

আবার কোন ইউএস সিটিজেনের সন্তান ইউএসএর বাইরে জন্ম নিলেও সে ইউএস সিটিজেন হিসেবে গণ্য হবে। তার জন্যে আপনাকে গ্রিনকার্ডের বা ভিসার জন্য আবেদন করতে হবে না। আপনার সন্তান যখন জন্ম নেবে তারপর যখন এদেশে অর্থাৎ ইউএস-এ আসার জন্য তার পাসপোর্টের জন্যে আবেদন করতে হবে।

**এখন প্রশ্ন জাগতে পারে কে-ওয়ান ভিসা বা বিবাহ ভিত্তিক ভিসা কোনটি উত্তম।**

একজন ইউএস সিটিজেন যখন কোন বিদেশি সিটিজেনকে বিয়ে করেন- তবে সেক্ষেত্রে দুইভাবে এদেশে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসতে পারেন এবং গ্রিনকার্ড পেতে পারেন। একটি হচ্ছে কে-ওয়ান ভিসা অন্যটি বিবাহ ভিত্তিক ভিসা। এ নিয়ে অনেক দম্পতির সংশয় থাকতে পারে। প্রত্যেকটি বিকল্পের পৃথক সু-বিধা রয়েছে। আপনাকে অনেকগুলো বিষয় বিবেচনা করতে হবে। আপনি ইউএসএ নাকি বাংলাদেশে বিয়ে করবেন। বিয়ের জন্য কতবার এদেশের বাইরে যেতে পারবেন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে কে ওয়ান নন ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। উল্লেখ্য হচ্ছে সে এদেশে এসে তার ইউএস সিটিজেন ফিয়াঁসেকে বিয়ে করবে। তার গ্রিনকার্ডের প্রক্রিয়া শুরু করবে। আর ম্যারেজ ভিসা একটি ইমিগ্র্যান্ট ভিসা। এই ভরসার মাধ্যমে বিদেশে বিয়ে হওয়া স্বামী-স্ত্রী এদেশে ইমিগ্র্যান্ট হয়ে আসবেন এবং এখানে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন।

ফিয়াঁসে বা বিবাহভিত্তিক ভিসার জন্য আবেদন করবেন এটা নিজের সিদ্ধান্ত। কে-ওয়ান ভিসার সুবিধা এই প্রক্রিয়া সহজ এবং কম সময় লাগে। আর অসুবিধা হচ্ছে কে-ওয়ান ভিসার পেন্ডিং থাকা অবস্থায় বিয়ে করা যাবে না।

এ ব্যাপারে প্রয়োজনে বিস্তারিত জানার জন্য একজন অভিজ্ঞ ইমিগ্রেশন এটর্নীর সাথে আলোচনা করতে পারেন।

সর্বশেষ আবারো আপনাদের সুস্থ ও সুন্দর জীবনের প্রত্যাশায় আজকের মত এখানেই শেষ করছি। ইমিগ্রেশন বিষয়ে যে কোন প্রয়োজনে আমাদের সাথে যোগাযোগের ঠিকানা: ২২৫ ব্রডওয়ে (৩৮ তলা), নিউইয়র্ক ১০০০৭।

ফোন: ২১২-৫১৩-৭৪৭৪

ফ্যাক্স: ৯১৪-৪৬২-৩৯৯০

ই-মেইল: kazmiandreeves@gmail.com এ লিখে ই-মেইল করলে অবশ্যই 'বাংলা পত্রিকার জন্য' কথাটি উল্লেখ করবেন।

**অনুবাদ: হুসনে এ. বেগম।**


# Law Offices of Kazmi & Reeves



225 Broadway, (38th Floor) New York, NY 10007. Tel: (212)513-7474 , Fax: (914) 462-3990

517 East Main Street, Middle Town, New York 10940. Tel: (845)341-0726, Email- kazmiandreeves@gmail.com

**Tel: 212-513-7474, Fax: 914-462-3990**

*** Immigration Cases & Appeals * Bankruptcy Cases**

*** Accident & Personal Injury Cases * Divorce, Separation, Child Custody & Support Cases * Business & Commercial Litigation * Real Estate Transactions * Corporation & Partnership Matters.**

**এপয়েন্টমেন্ট করে পরামর্শের জন্য আমাদের অফিসে আসতে পারেন।**

## যৌথভাবে আমাদের রয়েছে ৩৫ বছরের বেশী অভিজ্ঞতা

আপনাদের সুবিধার্থে আমাদের নতুন অফিস এখন ম্যানহাটান ডাউন টাউনের প্রাণকেন্দ্রে এন, আর, ই এবং ২, ৩, ৪ এবং ৫ ট্রেনের সন্নিকটে। ই ট্রেনে ওয়ার্ল্ডট্রেড সেন্টার, ২ ও ৩ ট্রেনে প্লেসপার্ক এবং ৪ ও ৫ ট্রেনে ব্রুকলীন ব্রীজ, আর ও এন ট্রেনে সিটি হলে নামতে হবে।

*আইনজীবী ফী আলোচনা সাপেক্ষে কিস্তিতে পরিশোধের ব্যবস্থা রয়েছে।*

আপনি আইন সম্পর্কে তেমন কিছু জানেন না- ইমিগ্র্যান্ট ও সুযোগ সুবিধার দেশে আইনানুগ ব্যবস্থার মাধ্যমে জীবন ঝামেলামুক্ত করুন।

অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শিকড় প্রথিত করে সার্বিকভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিন।

# শুধু শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা সৃজনশীল হবে না

**অন্যপক্ষে মানুষের সৃজনশীলতা মাপতে হয় ঠিক উল্টোভাবে। কনভার্জেন্স টেস্ট-এর বদলেওডাইভার্জেন্স টেস্ট দিয়ে। এখানে পরীক্ষার্থীকে কোনো প্রশ্ন করে বা কোনো সমস্যা সমাধান করতে বলে তার কাছ থেকে কেবল একটি উত্তর বা একটি সমাধান আশা করা হয় না। একজন পরীক্ষার্থী যত বেশি উত্তর বা সমাধান দিতে পারবে, সে তত সৃজনশীল।**

বলা হয়, এই যুগে জীবনে সফল হওয়ার ক্ষেত্রে একাডেমিক সার্টিফিকেট আর খুব একটা কাজে আসে না। কারও বুদ্ধি থাকলে তার সার্টিফিকেট থাক বা না থাক, সে জীবনে সফল হবেই। উদাহরণ হিসেবে খুব স্বাভাবিকভাবেই রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, শেকসপিয়র বা বিল গেটসের নাম চলে আসে। কিন্তু এসব আলোচনায় যেখানে একটা ফাঁক থেকে যায়; সেটা হচ্ছেওবুদ্ধি শব্দটার সংজ্ঞায়। আমরা যখনওবুদ্ধি শব্দটা ব্যবহার করি, তখন সাধারণত ভাষিক, গাণিতিক ও যৌক্তিক বুদ্ধিকে বোঝাই। হাওয়ার্ড গার্ডনার যে আরও ছয় রকম বুদ্ধির কথা বলেছেন। যেমন আন্তঃব্যক্তিক, অন্তঃব্যক্তিক, প্রাকৃতিক, সাংগিতিক, স্থানিক এবং শারীরিক বুদ্ধিও যে এক ধরনের বুদ্ধি- সেটা মাথায় রাখি না।

যা হোক, এই বুদ্ধি মাপার জন্য আমরা যে টেস্ট ব্যবহার করি, সেই আইকিউ টেস্টের একজন বড় বিশেষজ্ঞ হলেন স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির মনোবিজ্ঞানের অধ্যাপক লুই টারম্যান। প্রথম মহাযুদ্ধের পরপর টারম্যানের সঙ্গে হেনরি কাওয়েল নামে এক বালকের দেখা হয়। স্কুলে যাওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত এই বালকটি একটি স্কুলে জ্যানিটরের কাজ করত, আর সুযোগ পেলেই কাজে ফাঁকি দিয়ে স্কুলের পিয়ানোতে বসে অসাধারণ সব সুর তুলত। টারম্যান আন্দাজ করলেন, এর আইকিউ নিশ্চয় অসাধারণ হবে। সাত্যই তাই। কাওয়েলের স্কোর হলো ১৪০-এর ওপর। এই ঘটনার পর টারম্যান ক্যালিফোর্নিয়ার ২ লাখ ৫০ হাজার শিক্ষার্থীর আইকিউ টেস্ট করে সেখান থেকে ১৪০ থেকে ২০০ নম্বর পাওয়া ১ হাজার ৪৭০ জনকে বাছাই করলেন। আইকিউর কী প্রভাব এদের জীবনে পড়ে, সেটা পরবর্তী ৩০ বছর ধরে লক্ষ্য করলেন। দেখলেন, তাদের বেশিরভাগই শেষ পর্যন্ত জীবনে খুব ভালোভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারল না। এর বেশ কিছু কারণ ছিল। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দারিদ্র্য, সুযোগ ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব।

এখন অনেক বিশেষজ্ঞ বলছেন, সৃজনশীলতা না থাকলে কোনো উল্লেখযোগ্য অর্জন সম্ভব নয়। আমাদের প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে সৃজনশীলতার চর্চা কিংবা মূল্যায়ন হয় না। মুখস্থ বিদ্যা ছাড়া যে বিষয়টার কিছু চর্চা ও মূল্যায়ন হয়, সেটা বুদ্ধি। বিভিন্ন বিষয় বিশ্লেষণ করে কত দ্রুত এবং ভালোভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারছেন, সেটা আপনার বুদ্ধি। আর একটা বিষয়কে কতভাবে দেখতে পান এবং তার ওপর কত ধরনের সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, সেটা সৃজনশীলতা। এ কারণেই ওস্ট্যানফোর্ড-বিনেট আইকিউ টেস্ট বাওরেভেন্স প্রোগ্রেসিভ ম্যাট্রিসেস টেস্ট দিয়ে যখন একজন মানুষের বিমূর্ত যৌক্তিক বুদ্ধি মাপা হয়, তখন সাধারণত কনভার্জেন্স টেস্ট ব্যবহার করা হয়। যিনি এই পরীক্ষা দেন তাঁর কাজ হচ্ছে টেস্ট প্রস্তুতকারীর চিন্তার সঙ্গে নিজের চিন্তাকে মিলিয়ে নেওয়া।

অন্যপক্ষে মানুষের সৃজনশীলতা মাপতে হয় ঠিক উল্টোভাবে। ওকনভার্জেন্স টেস্ট-এর বদলে ওডাইভার্জেন্স টেস্ট দিয়ে। এখানে পরীক্ষার্থীকে কোনো প্রশ্ন করে বা কোনো সমস্যা সমাধান করতে বলে তার কাছ থেকে কেবল একটি উত্তর বা একটি সমাধান আশা করা হয় না। একজন পরীক্ষার্থী যত বেশি উত্তর বা সমাধান দিতে পারবে, সে তত সৃজনশীল।

লিয়াম হাডসন তাঁর বই 'কন্ট্রারি ইমাজিনেশনস : এ সাইকোলজিক্যাল স্টাডি অব দ্য ইংলিশ স্কুল বয়'তে কনভার্জেন্স টেস্টের বর্ণনা দিয়েছেন। আই-কিউতে অসাধারণ একজন ছাত্র ফ্লোরেন্সকে যখন 'ইট' আরওকম্বল্ব শব্দ দুটিকে কতভাবে ব্যবহার করা যায় তা লিখতে বলা হলো, সে লিখল- 'ইট' দিয়ে বিল্ডিংও বানানো যায় আবার সেটা ছুড়েও মারা যায়। 'কম্বল' দিয়ে শরীর গরম রাখা যায়, আগুন নেভানো যায়, গাছের সঙ্গে ঝুলিয়ে হ্যামক বানিয়ে সেখানে ঘুমানো যায় এবং রোগীকে বহন করার জন্য সেটাকে স্ট্রেচার হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। ফ্লোরেন্সের চেয়ে আইকিউতে অনেক খারাপ নম্বর পাওয়া একজন ছাত্র পুলকে যখন লিখতে দেওয়া হলো, তখন সে লিখল, 'ইট' দিয়ে দোকান ভেঙে সেটা লুট করা যায়, বাড়ি বানানো যায়। রাশান রুলেট খেলতে খেলতে কেউ যদি শরীরচর্চা করতে চায়, সে ইট ব্যবহার করতে পারে; পালকের লেপ খাটের ওপর বিছিয়ে সেটাকে স্থির রাখতে চাইলে তার দু'দিকে দুটো ইট ঝুলিয়ে দেওয়া যাতে পারে এবং ইট দিয়ে কোকা-কোলার বোতল ভাঙা যায়। আরওকম্বল্ব বিছানায় ব্যবহার করা যায়, অরণ্যে অবৈধ প্রেম ঢাকার কাজে লাগানো যায়, আগুন ধরিয়ে ধোঁয়ার সংকেত পাঠানো যায়, তাঁবু বানানো যায়; নৌকা, গরুর গাড়ি বা স্লেজ গাড়িতে পাল হিসেবে ব্যবহার করা যায়; টাওয়েল হিসেবে ব্যবহার করা যায়; চোখে কম দেখে এমন মানুষের শুটিং প্র্যাকটিসের জন্য টার্গেট হিসেবে ব্যবহার করা যায় এবং এটা মেলে ধরে জ্বলন্ত অট্টালিকা থেকে লাফিয়ে পড়া মানুষের প্রাণ বাঁচানো যায়।

বোঝাই যাচ্ছে, ফ্লোরেন্সের চেয়ে পুলের আইকিউর স্কোর কম হলেও তার সৃজনশীলতা অনেক উঁচু মানের। পুলের এই সৃজনশীলতা সে তার ব্যক্তিগত চেষ্টায় অর্জন করেছে। কারণ স্কুলে এই সৃজনশীলতার চর্চা ও মূল্যায়নকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। উল্টো নিরুৎসাহিত করা হয়। এমন প্রায়ই দেখা যায়, কোনো শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় কিছু লিখল। তো ভালো নম্বর না দিয়ে তাকে বরং ধমক দেওয়া হলো। অঙ্ক ঠিক হওয়ার পরও শুধু শিক্ষকের দেখানো পদ্ধতির সঙ্গে তার পদ্ধতি মিলল না বলে সে শূন্য পেল।

শিক্ষার্থীদের সৃজনশীল করে গড়ে তোলার প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে তাদের স্বাধীনভাবে কল্পনা করার সুযোগ এবং উৎসাহ দেওয়া। অনেকেরই হয়তো পুলের মতো কল্পনাশক্তি আছে। কিন্তু আমরা তাদের চারদিকে এত মানসিক দেয়াল তৈরি করে রাখি এবং তাদের ফ্লোরেন্সের মতো শুধু বুদ্ধিমান হওয়ার জন্য এত প্রলুব্ধ করি যে, চর্চার অভাবে সেই শক্তিটা এক সময় নিঃশেষ হয়ে যায়।

আশার কথা, আমাদের নতুন শিক্ষাক্রমে প্রথমবারের মতো এই বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে; তবে তা যথেষ্ট নয়। কল্পনার রাশ টেনে ধরার সংস্কৃতি আমাদের অস্থিমজ্জায় এমনভাবে মিশে গেছে, এ ক্ষেত্রে অভিভাবক এবং সমাজের অপরাপর মানুষ এগিয়ে না এলে শুধু শিক্ষক ও শিক্ষাক্রম দিয়ে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এওসৃজনশীলত্ব অর্জন করা যাবে না।

**লেখক: মাউশি ও নায়েমের সাবেক মহাপরিচালক**







# ওয়াগনার গ্রুপ 'অপরাধী সংগঠন'

॥ মোঃ বজলুর রশীদ ॥

রাশিয়ার ওয়াগনার গ্রুপের কাজকর্মে ওয়াশিংটন বিরক্ত ও উদগ্রীব হয়ে ওই গ্রুপ এবং রাশিয়াকে কোণঠাসা করার জন্য এটিকে অপরাধী সংগঠন ঘোষণা দিয়েছে। এর পথ ধরে ওয়াশিংটন ওয়াগনারকে অবরোধ ও বিবিধ নিষেধাজ্ঞা দিতে পারবে, কোনো সংগঠনকে সন্ত্রাসী ঘোষণা করা গেলে পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে সরকার আইনি সক্ষমতা লাভ করে থাকে। ওয়াগনার গ্রুপ রুশ সেনাদের সহযোগী ও ভাড়াটে বাহিনী, এখন ইউক্রেনে যুদ্ধরত রয়েছে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য এই দলকে 'অপরাধী সংগঠন' হিসেবে চিহ্নিত করছে। এই গোষ্ঠীর প্রায় ৫০ হাজার যোদ্ধা ইউক্রেনে সক্রিয় রয়েছে। এই দলে সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি থেকে ভাড়াটে খুনিরাও রয়েছে। তা ছাড়া অভিজাত অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ও সেনা সদস্যরাও কাজ করছে দেদার।

এই দল ইউক্রেন ছাড়াও রাশিয়ার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট অনেক দেশে কাজ করছে। অপরাধী সংগঠন ঘোষিত হওয়ায় বিভিন্ন পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র আরো অনেক অবরোধ-নিষেধাজ্ঞা দিতে সক্ষম হবে। ইউরোপ ও পশ্চিমা শক্তি ইতঃপূর্বে রাশিয়ার শক্তি খর্ব করতে তেল ও জ্বালানির ওপর নিষেধাজ্ঞা দিয়েছিল। পুতিন সফলভাবে বিষয়টি মোকাবেলা করতে সক্ষম হন এবং এই তেল কূটনীতি পশ্চিমাদের কোনো সুবিধার পরিবর্তে দুর্দশা ডেকে আনে এবং ডলারের পরিবর্তে রাশিয়ার রুবল আরো শক্তিশালী হয়। বিভিন্ন দেশ তাদের মধ্যকার আর্থিক লেনদেন ডলারের পরিবর্তে স্থানীয় মুদ্রার মাধ্যমে শুরু করে, নগদ মুদ্রায় লেনদেন হয়। ইরান, রাশিয়া, চীন ডলারের পরিবর্তে নিজস্ব মুদ্রায় আন্তর্জাতিক লেনদেনে সম্মত হয়। ফলে বিশ্বব্যাপী একক ডলারের মান কমতে থাকে। পুতিনের জন্য তেল ও ডলারের পরে ওয়াগনার গ্রুপকে কোণঠাসা করার ঘোষণা বড় ধরনের সমস্যা। প্রচলিত সামরিক বাহিনীর পর এই গ্রুপের ওপর পুতিন অনেক দায়িত্ব অর্পণ করে থাকেন।

চলমান ইউক্রেন যুদ্ধে, পূর্ব ইউক্রেনের বাখমুট ও সোলেডার শহর দখলের লড়াইয়ে ওয়াগনার গ্রুপ বড় ভূমিকা পালন করে। ওয়াগনার গ্রুপের জন্য উত্তর কোরিয়া থেকে বিপুল অস্ত্র আনা হয়েছে। এর আগে গুজব ছড়ায়, উত্তর কোরিয়ার দুই হাজার যোদ্ধা ইউক্রেন যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিচ্ছে। ২০১৪ সালে ক্রাইমিয়া দখলের যুদ্ধে ওয়াগনার গ্রুপ মূল ভূমিকা পালন করেছিল।

২০১০ সালের পর থেকে রাশিয়া আবার বৈশ্বিক পরিমন্ডলে নিজেদের অবস্থান দৃঢ়করণ শুরু করে। এর পেছনে রাশিয়ান মার্সেনারি বা ভাড়াটে সেনাদের দলের 'দ্য ওয়াগনার গ্রুপ' বিশাল ভূমিকা আছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাশিয়া প্রক্সিওয়্যার বা ছায়াযুদ্ধের মাধ্যমে শত্রুভাবাপন্ন শক্তির সাথে লড়াই করেছে, যেখানে ওয়াগনারের মতো সশস্ত্র গ্রুপের উপস্থিতি ছিল দেখার মতো।

পুরো বিশ্ব দ্য ওয়াগনার গ্রুপকে রাশিয়ার পুতিন সরকারের রাষ্ট্রীয় প্রণোদনাপ্রাপ্ত সশস্ত্র সংগঠন হিসেবে চিহ্নিত করলেও রাশিয়া বরাবরই সেটি অস্বীকার করে এসেছে। এর কারণ দ্য ওয়াগনার গ্রুপ ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত একটি সংগঠন এবং রাশিয়ার সংবিধানে এরকম কোনো সংগঠনকে জাতীয় নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থের জন্য ব্যবহার করার কোনো অনুচ্ছেদ নেই। সংবিধানে না থাকলেও সম্প্রতি অনেকবার রাশিয়ান পার্লামেন্টে প্রাইভেট মিলিটারি সিকিউরিটি কন্ট্রাক্টিং কোম্পানি, পিএমএসসিসি বা ওয়াগনার গ্রুপের মতো সশস্ত্র বেসামরিক সংগঠনগুলোকে একটি আইনি ভিত্তির ওপর দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।

ইউক্রেনের ক্রাইমিয়া দখলের পর থেকেই পুতিন সরকারের কাছে ওয়াগনার গ্রুপের গ্রহণযোগ্যতা বেড়ে যায়। অবশ্য ইউক্রেনের সাথে সামরিক সংঘর্ষের আগেই রাশিয়ান প্রেসিডেন্ট পুতিন ওয়াগনার গ্রুপের ওপর তার আস্থার কথা জানান। ২০১৩ সালে রাশিয়ান পার্লামেন্ট ডুমায় একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা জাতীয় স্বার্থে প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি ব্যবহারের জন্য পুতিনকে অনুরোধ করলে তিনি ইতিবাচক উত্তর দেন, রাশিয়ার ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও ইঙ্গিত দেন।



ইউক্রেনের ঘটনার পর থেকে রাশিয়ান স্বার্থের জন্য মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকার দেশগুলোতে ওয়াগনার গ্রুপের উপস্থিতি বাড়তে থাকে। আমেরিকা কিংবা অন্যান্য দেশের প্রাইভেট মিলিটারি গ্রুপগুলোর মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এরা যুদ্ধের সময় কখনো একেবারে সামনের দিকে থাকে না বা আক্রমণে অংশ নেয় না। এদের মূল কাজ বিখ্যাত ব্যক্তিদের কিংবা গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু রাশিয়ান মার্সেনারি দ্য ওয়াগনার গ্রুপ একেবারে সামনে থেকে বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি সামরিক সজ্ঞাতে অংশগ্রহণ করে। প্রয়োজনে গোয়েন্দা কার্যক্রম চালানোর মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সংগ্রহ করে। সে জন্য ওয়াগনার গ্রুপের ক্ষয়ক্ষতির হারও অনেক বেশি।

রাশিয়ার সরকার মূলত ওয়াগনার গ্রুপের মাধ্যমে সেসব দেশেই তৎপরতা চালিয়েছে, যেসব দেশে স্বৈরশাসন কায়েম রয়েছে এবং সেসব দেশে প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য আছে। এ জন্য মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকাতেই রাশিয়া বেশি করে বিভিন্ন সজ্ঞাতে যুক্ত হয়েছে। সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে বাশার আল-আসাদের সরকারকে শুরু থেকে সমর্থন দিয়েছে। কারণ, সিরিয়ার তেলের ব্যবসায় বিনিয়োগ নিশ্চিত করতে হলে তাকে ক্ষমতায় রাখতে হবে। লিবিয়ায় হাফতারের অধীনে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মিকে অস্ত্র, সামরিক উপদেষ্টা ও মার্সেনারি গ্রুপ পাঠিয়ে সহায়তা করছে রাশিয়া, এর পেছনেও অর্থনৈতিক স্বার্থ রয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রেও বেসরকারি বা প্রাইভেট মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে; বরং বলতে হয় ওয়াগনার গ্রুপ যুক্তরাষ্ট্রের ব্ল্যাকওয়াটার গ্রুপ থেকে আইডিয়া নিয়েছে। এরিখ ডি প্রিন্স এমন একজন ব্যক্তি। তিনি মনে করেন, আফগান যুদ্ধ আমেরিকার নিয়মিত সেনাবাহিনীর কাজ নয়, ব্ল্যাকওয়াটারের কাজ, দুই দশকের সুদীর্ঘ সময়ের যুদ্ধ বহু আগেই ফায়সালা হওয়া উচিত ছিল। তিনি প্রাইভেট মিলিটারি কোম্পানি ব্ল্যাকওয়াটারের প্রতিষ্ঠাতা, ১৯৯৭ সালে সংস্থাটি প্রতিষ্ঠা করেন। এমন আরেকটি প্রতিষ্ঠান ডিনকর্প ইন্টারন্যাশনাল, যার মালিক স্টিফেন ফিনবার্গ। এসব প্রতিষ্ঠান সেনাবাহিনীর বড় বড় কাজের ঠিকাদারি করে।

আমেরিকার স্বার্থে কাজ করা ব্ল্যাকওয়াটারের আরেক নাম 'জিসার্ভিস'। ২০১১ সালে 'একাডেমি' নামেও পরিচিতি পেয়েছিল। বড় ধরনের অপারেশন, সিক্রেট সার্ভিস অপারেটরদের বেসরকারি সেবা ও সহযোগিতা, সেনাবাহিনীর পক্ষে গুপ্ত অভিযান- এসব কাজ করে ব্ল্যাকওয়াটার সেনাবাহিনীর আস্থা অর্জন করলেও নিষ্ঠুরতার জন্য এটি বিশ্বে কুখ্যাত। এরা যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের নিরাপত্তা সেবাও দিয়ে আসছে ২০০৩ সাল থেকে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ব্ল্যাকওয়াটার ২০১৩ সালে সিকিউরিটি সংক্রান্ত ৯২ মিলিয়ন ডলারের ঠিকাদারি পেয়েছিল। পরে আরো অনেক সেনা-ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান তাদের সাথে একীভূত হয়। প্রিন্স ক্যারোলিনা ভার্জিনিয়া সীমান্তে সাত হাজার একর জলাভূমি কিনেছেন দফতর স্থাপনের জন্য। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। এখানে সব ধরনের মোটরযান ও ট্যাংক পরিচালনা, অস্ত্র পরিচালনা, মিসাইল ছোড়া ইত্যাদি ছাড়াও গোয়েন্দাগিরি এবং তথ্য-উপাত্ত পাঠানোর প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। উল্লেখ্য, ওসামা বিন লাদেনকে খোঁজার ঠিকাদারিও ব্ল্যাকওয়াটার পেয়েছিল। ইরাক যুদ্ধে অনেক স্থান ও স্থাপনা পাহারার ঠিকাদারিও এই সংস্থা সফলতার সাথে পরিচালনা করে। এরপর তাদের আফগানিস্তানে একই কাজে নিয়োগ করা হয়। তারা এমন সব চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যেখানে কাজের জন্য কোনো কৈফিয়ত দেয়ার কথা উল্লেখ থাকে না। মূলত এরিখ প্রিন্স একজনই ঠিকাদারির মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এই পদ্ধতি অনেকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের জাপান শাসন করার মতো।

জানা যায়, অবসরপ্রাপ্ত আমেরিকান সেনা ও বেকার আমেরিকানদের কয়েক দিনের নোটিশে রিক্রুট করা হয়। সিরিয়া, ইরাক, লিবিয়া, ইয়েমেন থেকে হাজার হাজার সেনা সংগ্রহ করা হয়। ওই সব দেশে যুদ্ধের ফলে মানুষ ধুঁকে ধুঁকে মরছে। খাবার, পানীয়, ওষুধ ও নিরাপত্তার অভাব-পিষ্ট এসব ভুখা-নাঙ্গাকে ভালো বেতন ও প্রশিক্ষণ দিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করে যুদ্ধের ময়দানে ছেড়ে দেয়া হয়। প্রত্যেক দলকে মিশন দেয়া হয়- 'মারো অথবা মরো'। মারলে পাবে বেশি বেতন, সম্মান ও র‍্যাংক। সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হলো- আফগান যুদ্ধে আফগানদেরই একে অপরের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হয়েছিল। যারা মিশন ঠিকমতো পরিচালনা করত, তাদের জন্য ছিল অর্থ, বিত্ত ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা। যে যত দাসত্বের পরিচয় দেবে তার তত উন্নতি। তার সেনারা বাগদাদ স্কোয়ারে জনসমাগমে গুলি করে সাধারণ মানুষ হত্যা করে মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছিল, সে মামলার আজো সুরাহা হয়নি।

প্রিন্স মনে করেন, ঠিকাদার দিয়ে শাসন ও যুদ্ধ করার উত্তম উদাহরণ হচ্ছে ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানির ভারত শাসনের মতো। রানীর নাম দিয়ে পুরো ভারত উপমহাদেশে কায়েমি স্বার্থ প্রতিষ্ঠা। ঠিকাদারির মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করার এই পদ্ধতি অনেকটা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থারের জাপান শাসন করার মতো। প্রাইভেট ফোর্স দিয়ে যুদ্ধ পরিচালনা করলে সে যুদ্ধ যদি 'অনন্তকাল'ও চলে, সমস্যা নেই। প্রিন্স বিবিসির হার্ডটক অনুষ্ঠানে বলেছেন, আফগান যুদ্ধের মাত্র ৩০ শতাংশ খরচ দিয়ে তিনি যুদ্ধের সফল সমাপ্তি টানতে পারতেন।

ব্ল্যাকওয়াটারের অফিস রয়েছে আরব আমিরাতেও, সেখান থেকে বৈশ্বিক বিষয় নজরদারি করা হয়। প্রিন্স আফগানিস্তানে ফ্রন্টিয়ার সার্ভিস গ্রুপের নির্বাহী কর্মকর্তার দায়িত্বও পালন করছেন। তাই তার বক্তব্য ও পরিকল্পনা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

আফগানিস্তানে ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিপালিত ও অনুসৃত হয়ে থাকে। মানুষের মনে ও মগজে ইসলামী ভাবধারা লালিত ও পালিত। সোজা কথা, আফগানদের মগজ ধোলাই করা আমেরিকানদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ২০ বছর নিয়মিত সেনার পরিবর্তে ঠিকাদারের সেনারা রক্তের বন্যা বইয়ে দেয়া ছাড়া আর কিছু করতে পারেনি।ট্রাম্প মাদার অব অল বম্ব মেরে তালেবান হত্যা করলেও বিজয় হয়নি। ব্ল্যাকওয়াটার হিরোশিমার মতো পরমাণু বোমা মারার পরামর্শ দিয়েছিল কিন্তু এতে আফগানিস্তানের মূল্যবান খনিজসম্পদ ধ্বংস হবে বিধায় মার্কিনিরা পছন্দ করেনি, শেষ পর্যন্ত আফগান ছাড়ো পন্থাই সফল হয়।

ইউক্রেন আক্রমণের প্রেক্ষাপটে কুখ্যাত ব্ল্যাকওয়াটার ভাড়াটে গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাতা এরিখ প্রিন্স ফক্স নিউজের উপস্থাপক কার্লসনকে বলেছিলেন, তিনি রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণ বন্ধ করতে পারতেন, যদি রাষ্ট্রপতি জো বাইডেন তাকে এটি করতে সম্মতি দিতেন।

মার্কিন নৌবাহিনীর সাবেক সিল কর্মকর্তা প্রিন্স দাবি করেছেন, বাইডেন তার পাইলটদের ১৪০টি বিমান ইউক্রেনে নিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। প্রিন্সের মতে 'এই সেই ব্যক্তি যার কর্মকান্ড এক দশকেরও বেশি সময় আগে মধ্যপ্রাচ্যে আমেরিকার নোংরা যুদ্ধের রহস্য উন্মোচন করেছিল।'

২০০৭ সালে বাগদাদে দুই শিশুসহ ১৪ জন ইরাকি বেসামরিক নাগরিককে হত্যার দায়ে দোষী সাব্যস্ত ব্ল্যাকওয়াটারের চার ভাড়াটে সেনাকে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে ক্ষমা করে দেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। যাই হোক, ব্ল্যাকওয়াটারকে কখনো আইনের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। জেরেমি স্ক্যাহিল তার বই 'ব্ল্যাকওয়াটার : দ্য রাইজ অব দ্য ওয়ার্ল্ডস মোস্ট পাওয়ারফুল মার্সেনারি'তে লিখেছেন- 'বেসরকারি নিরাপত্তা বাহিনী ইরাক দখলের প্রথম পাঁচ বছরে তাদের মারাত্মক ক্রিয়াকলাপের জন্য কোনো আইনি পরিণতির মুখোমুখি হয়নি। ২০০৮ সালের বসন্ত পর্যন্ত, ইরাকির বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য একজনেরও বিচার করা হয়নি।'

পুতিনের ঘনিষ্ঠ বিশ্বস্ত ইয়েভগেনি প্রিগোজিন, যিনি ওয়াগনার গ্রুপ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেটিকে ব্ল্যাকওয়াটারের রাশিয়ান সংস্করণ বলা যায়। ইউক্রেনে মস্কোর সামরিক অভিযানের পর পশ্চিমারা যে সব প্রতিষ্ঠানের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে তার মধ্যে এই বেসরকারি মিলিশিয়া গ্রুপ অন্যতম। ইউক্রেন, লিবিয়া ও সিরিয়ায় ভাড়াটে সেনাদের অর্থায়নে সহায়তা করার অভিযোগ রয়েছে প্রিগোজিনের বিরুদ্ধে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন বলেছে, 'ইউক্রেন, সিরিয়া, লিবিয়া, সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, সুদান ও মোজাম্বিকে গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য ওয়াগনার গ্রুপ দায়ী।' প্রিগোজিন পুতিনের চিন্তাধারাকেই বাস্তব রূপ দেন।

পুতিন বলেন, বেসরকারি সামরিক ঠিকাদারদের বিশ্বের যেকোনো জায়গায় কাজ করার এবং তাদের স্বার্থরক্ষার অধিকার আছে যতক্ষণ না তারা রাশিয়ার আইন ভঙ্গ করে। আল-জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, ওয়াগনার গ্রুপ মস্কোর প্রতিনিধিত্ব করে না এবং সরকার তাদের বেতনও দেয় না। নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা ওয়াগনার গ্রুপকে পুতিনের ব্যক্তিগত সেনাবাহিনী বলেও অভিহিত করেছেন।

ওয়াগনারের ভাড়াটে সেনারা রাশিয়ান সামরিক বাহিনীর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং রাশিয়ান সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা জিআরইউ ও কেজিবির সাথে ঘনিষ্ঠ সমন্বয়ে কাজ করে। জাতিসঙ্ঘ ও পশ্চিমা সরকারগুলো ওয়াগনার গ্রুপকে মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং লিবিয়া ও মালির সজ্ঞাতে জড়িত থাকার অভিযোগ করে আসছে। এর আগে, রাশিয়া দোনেৎস্ক এবং লুহানস্কের বিচ্ছিন্নতাবাদী বাহিনীকে সমর্থন করার জন্য দনবাসে তাদের যুদ্ধে ওয়াগনার গ্রুপকে মোতায়েন করেছিল। দেখা যায়, ওয়াগনার ও ব্ল্যাকওয়াটার একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

*লেখক: অবসরপ্রাপ্ত যুগ্মসচিব ও গ্রন্থকার*

# বাইডেনের নির্দেশে ধ্বংস চীনা বেলুন

(প্রথম পাতার পর)

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক স্থাপনাসহ স্পর্শকাতর স্থানের অনেক ওপর দিয়ে উড়ছিল বলে দাবি মার্কিন কর্মকর্তাদের। ফলে এটি ধ্বংসের অনুমতি দেয়া নিয়ে আমেরিকান সামরিক বাহিনীর শীর্ষ কর্মকর্তাদের চাপে ছিলেন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। খবর রয়টার্স ও সিএনএন'র।

নানা দিক মাথায় রেখে অনুমতি দিতে বাধ্য হন জো বাইডেন। এ বিষয়ে ম্যারিল্যান্ডের হ্যাগারসটাউনে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাইডেন বলেন, শনিবার যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলে একটি সন্দেহভাজন চীনা গুপ্তচর বেলুনকে গুলি করে ধ্বংস করার মিশন সফল হয়েছে। তিনি আরো জানান, পেন্টাগনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম নিরাপদ স্থানে যাওয়ার সাথে সাথে আকাশ থেকে নামিয়ে ফেলতে। গত বুধবার এই চীনা বেলুন সম্পর্কে আমাকে যখন জানানো হয়েছিল তখনই আমি পেন্টাগনকে নির্দেশ দিয়েছিলাম যত দ্রুত সম্ভব গুলি করে নামাতে।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন আরো বলেন, আমাদের লক্ষ্য ছিল এটি ধ্বংস করার সময় যেন কারো ক্ষতি না হয়। বিশেষ করে সাগরের ওপরে থাকার সময় আমরা সময়টি বেছে নিই। সফলভাবে কাজটি সম্পন্ন হওয়ায় পাইলটদের ধন্যবাদ জানাই। এর পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা দলের সুপারিশ ছিল কি না এমন প্রশ্নে বাইডেন বলেন, আমি তাদের নির্দেশ দিয়েছিলাম এটিকে গুলি করে নামাতে। তারা আমাকে বলেছিল, কাজটি করতে সবচেয়ে নিরাপদ জায়গার জন্য অপেক্ষা করি।



পেন্টাগন জানিয়েছে, বেলুনটিকে গুলি করে আমেরিকান নৌসীমায় নামানো হয়। এর একটি ভিডিও প্রকাশ হয়েছে। বেলুনটি বিস্ফোরণের পর সাগরে পড়ে যায়। এতে একটি এফ-২২ জঙ্গি বিমান ব্যবহার করা হয়। অভিযান পরিচালনার সময় উত্তর ও দক্ষিণ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যে উপকূলের কাছে তিনটি বিমানবন্দর বন্ধ রাখা হয়েছিল। জনসাধারণের চলাচলে সাময়িক সময়ের জন্য সতর্কতা জারি করা হয়।

এবার প্রশ্ন উঠেছে,ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ও চীনা গুপ্তচর বেলুন দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্রে। এমন দাবি করেছেন সাবেক মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্ক এসপার। এ খবর জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম সিএনএন। তিনি বলেছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের সময় যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে নজরদারি বেলুন উড়তে দেখা যায়। পিপলস রিপাবলিক অব চীন সরকারের নজরদারি বেলুন ট্রাম্প প্রশাসনের সময় অন্তত তিনবার সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে ট্রানজিট করেছিল।

ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সাবেক প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্ক এসপার শুক্রবার সিএনএন দিজ মর্নিংয়ে বলেন, পেন্টাগনের বিবৃতিতে বিস্মতি হয়েছি যে,ট্রাম্পের সময়ও একই ঘটনা ঘটেছিল।ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্বে থাকার সময় মার্কিন প্রতিরক্ষা দফতরের মন্ত্রী হিসেবে ২০১৯ সালের ৯ জুলাই থেকে ২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন এসপার।

বেলুন ধ্বংসে ক্ষুব্ধ চীন 'উপযুক্ত জবাব' দেয়ার ঘোষণা : যুক্তরাষ্ট্রের আকাশে নিজেদের বেলুন প্রবেশের ঘটনায় 'দুঃখ প্রকাশ' করার পরও মার্কিন প্রতিরক্ষা বাহিনী সেই বেলুনটি ধ্বংস করায় ব্যাপক ক্ষোভ ও অসন্তোষ জানিয়েছে চীন। এই ঘটনার 'উপযুক্ত জবাব' দেয়া হবে বলেও সতর্কবার্তা দিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।'

এ ঘটনার অল্প সময়ের মধ্যেই প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বিবৃতি দেয় চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। সেখানে বলা হয়, 'আমরা আগেও বলেছি, এটা পুরোপুরি বেসামরিক একটি আকাশযান (এয়ারশিপ) এবং বাতাসের গতির কারণে নিজের পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে সেটি যুক্তরাষ্ট্রের আকাশসীমায় প্রবেশ করেছে।'

'কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে তার বিমানবাহিনী দিয়ে সেটি ধ্বংস করেছে; তা রীতিমতো অতিরিক্ত প্রতিক্রিয়া এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির লঙ্ঘন। আমরা তীব্র অসন্তোষ জানাচ্ছি।' 'সেই সাথে বলছি, চীন তার বৈধ অধিকার ও স্বার্থের ব্যাপারে বিন্দুমাত্র ছাড় দেবে না এবং অবশ্যই এ ঘটনার উপযুক্ত জবাব দেবে।'

### হিরো আলমের প্রায় জিতে যাওয়ার নেপথ্যে

# ফল চ্যালেঞ্জ করে যাবেন আদালতে

**ঢাকা ডেস্ক:** ৮৩৪! সংখ্যাটি হিরোকে পোড়াবে আমৃত্যু। জয়ের খুব কাছে গিয়েও ছিটকে যান তিনি। এর আগে ঠিকই গোটা দেশের চোখ কয়েক ঘণ্টার জন্য বগুড়ায় নিয়ে গিয়েছিলেন হিরো আলম! নগণ্য ভোটের সাদামাটা উপনির্বাচনেও উত্তেজনার পারদ চড়িয়েছেন একাই। ভোটের মঞ্চ রাঙালেও শেষ অবধি অধরাই রয়ে যায় তাঁর বিজয় মুকুট। মাত্র চার বছর আগে সংসদের ভোটে লড়ে জামানত খুইয়ে লজ্জায় ডুবেছিলেন। তবে এবার হিরো আলমকে আসলও হিরো বানাতে চেয়েছিলেন বগুড়ায় তাঁর ভক্ত ও অনুসারীরা।

হিরোর শ্বাসরুদ্ধ লড়াইয়ে অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছেন বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনের প্রায় সাড়ে ১৬ হাজার নতুন ভোটার। হিরোর চমকে দেওয়া ফলের ব্যবচ্ছেদ করতে গিয়ে উঠে আসে এমন তথ্য।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে বগুড়া-৪ আসনে ভোটার ছিলেন ৩ লাখ ১২ হাজার ৮১ জন। চার বছরের ব্যবধানে ভোটার বেড়ে হয় ৩ লাখ ২৮ হাজার ৪৬৯ জন। অর্থাৎ ভোট বেড়েছে ১৬ হাজার ৩৮৮টি। এই ভোটাররা সবাই তরুণ।

আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলমকে যাঁরা অনুসরণ করেন, তাঁদের অধিকাংশই যুবক। তাঁরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ইউটিউবে হিরোর নিয়মিত দর্শক। তাঁর ব্যক্তিগত ফেসবুক আইডি পরখ করে মিলেছে এই তথ্য। ভোটে দাঁড়ানোর পর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে যাঁরা তাঁকে সাহস জুগিয়েছেন, নানা পরামর্শ দিয়েছেন- এঁদের বেশির ভাগই তরুণ-যুবা। সাধারণ মানুষের এই চাওয়া থেকেই বগুড়ার ভোটে হিরো খেলা দেখিয়েছেন বলে মনে করেন সবাই।

বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) হিরো আলমকে নিয়ে সরগরম ছিল বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম। গুগলে সবচেয়ে বেশি সার্চ হয়েছে হিরো আলমের নাম। তাঁকে দেখতে সকাল থেকেই সমর্থকরা বগুড়ার বাড়িতে ভিড় জমান।

নন্দীগ্রামের বাসিন্দা আমিনুল, কলেজছাত্র সবুজ, মিনহাজসহ আরও অনেকেই বলেছেন হিরো আলমকে ভালো লাগার কথা। তাঁদের মতে, রাজনীতিবিদ ছাড়া সাধারণ একজন মানুষ সংসদে গেলে তাঁদের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে। এ কারণে তাঁদের মতো অনেক তরুণই ভালোবেসে হিরোকে ভোট দিয়েছেন। তাঁকে বিজয়ের বেশে দেখতে চেয়েছেন।



নন্দীগ্রাম উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ার হোসেন রানাও মনে করেন, হিরো আলমের এত ভোট পাওয়ার পেছনে নতুন ভোটারদের অবদান রয়েছে। এরা সবাই স্মার্টফোন ব্যবহার করে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে হিরো আলমকে অনুসরণ করে। এ কারণে তারা চোখ বুজে হিরোকে ভোট দিয়েছে।

নন্দীগ্রাম এলাকাটিতে বিএনপি ও জামায়াতের তৎপরতা বেশি। তারপরও এখানে কোনো রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই হিরো আলম ভোট বেশি পেয়েছেন বলে দাবি করে উপজেলা বিএনপির সভাপতি আলাউদ্দিন সরকার বলেন, আমরা নিজেরাও অবাক হয়েছি। যদিও এই উপনির্বাচন নিয়ে আমাদের আগ্রহ ছিল না। তবে হিরো আলমের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে আমরা স্বাগত জানিয়েছি।

গত ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার অনুষ্ঠিত বগুড়া-৪ আসনে একতারা প্রতীক নিয়ে হিরো আলম পান ১৯ হাজার ৫৭১ ভোট। তাঁর চেয়ে মাত্র ৮৩৪ ভোট বেশি পেয়ে নির্বাচিত হন সরকার সমর্থিত ১৪ দলীয় জোটের প্রার্থী জাসদ নেতা রেজাউল করিম তানসেন।

**হিরোর অভিযোগ খতিয়ে দেখার নির্দেশ:** এদিকে ভোটে হেরে গত বুধবার রাতে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিরো আলম যেসব অভিযোগ করেছেন, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল। গতকাল ফোনে জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহমুদ হাসানকে তিনি এই নির্দেশ দেন।

নির্বাচনে হেরে বৃহস্পতিবার সারাদিন বাড়ি থেকে বের হননি হিরো আলম। বিকেল সাড়ে ৩টার দিকে তিনি ফলাফলের কপি নিতে জেলা নির্বাচন অফিসে যান। সেখানে হিরো আলমকে মিষ্টিমুখ করান জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার মাহমুদ হাসান।

জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মাহমুদ হাসান বলেন, হিরো আলম ফল নিয়ে অভিযোগ করে বুধবার রাতে সংবাদ সম্মেলন করেছেন। সেটা দেখে সিইসি আমাকে ফলাফল পুনর্যাচাইয়ের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পাশাপাশি ফলাফলের সব কপি ঢাকায় পাঠাতে বলেছেন।

পরে আমরা আবার ফল যাচাই করে দেখেছি, সব ঠিক আছে। হিরো আলমকে ইভিএম মেশিনের ফলাফলের কপি এবং কেন্দ্রে প্রিসাইডিং অফিসারের সই করা ফলাফলের কপি দেওয়া হয়েছে।

এ ব্যাপারে হিরো আলম বলেন, বগুড়ার দুই আসনে উপনির্বাচনে আমি ভোট করেছি। বগুড়া-৪ (কাহালু-নন্দীগ্রাম) আসনের সব কেন্দ্রে আমি নির্বাচিত হয়েছি। ষড়যন্ত্র করে আমাকে হারিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর বিরুদ্ধে আমি হাইকোর্টে রিট করব। আইনের প্রতি আমি শ্রদ্ধাশীল। এক সপ্তাহের মধ্যে আদালতে যাব। যেভাবে আমার প্রার্থিতা ফিরে পেয়েছি, তেমনি আশা করছি- ভোটের ফলাফলও আমার পক্ষে যাবে। একশ্রেণির মানুষ আমাকে স্যাব্র ডাকতে চান না। তারাই ষড়যন্ত্র করে আমার ফল বদলে দিয়েছে।

হিরো আলম আরও বলেন, এই সরকারের অধীনে আর সুষ্ঠু ভোট সম্ভব নয়। এ পরিস্থিতি থাকলে আমি আর নির্বাচন করব না। হিরো আলম বলেন, ভোটের জন্য গণসংযোগের সময় কেউ আমাকে বিমুখ করেননি। তাঁরা আমাকে আপ্যায়ন করেছেন, খাইয়েছেন। এ থেকে আমি নিশ্চিত ছিলাম, বগুড়া-৪ আসনে আমার বিজয় হবে। আমি নির্বাচিত হলে চোর-বাটপারদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতাম, এটা তারা বুঝেই আমাকে জাতীয় সংসদে যেতে দেয়নি।

অল্প পারিশ্রমিকে অভিজ্ঞ পুরুষ-মহিলা Instructor দ্বারা ড্রাইভিং শিখুন
পপুলার ড্রাইভিং স্কুল
Fully Insured & Licensed by NYS (DMV)

আব্দুর রহিম হাওলাদার
প্রেসিডেন্ট
917-301-2063
OPEN 7 DAYS
6 Hours DDC Class Good For TLC

বাসা থেকে ফ্রি পিকআপ এন্ড ড্রপ
বৈধ কাজপত্রহীন (আনডকুমেন্টেড) নিউইয়র্কবাসীদের ড্রাইভিং লাইসেন্স পেতে কি ধরনের কাগজপত্র বা ডকুমেন্টস লাগবে তা জানতে যোগাযোগ করুন: ৯১৭-৩০১-২০৬৩
২৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ধৈর্য্যশীল ইন্সট্রাক্টরের তত্বাবধানে ড্রাইভিং শিখুন।
ইন্ডিভিজ্যুয়াল এবং ডিসকাউন্ট ৫, ১০ ও ১৫ লেসনের প্যাকেজ ডীল।
প্রয়োজনে ৩ দিনের মধ্যে রোড টেষ্ট এর ব্যবস্থা (শনিবারসহ)
প্রথমবার রোড টেষ্ট দিয়ে যাতে পাশ করতে পারেন সেজন্য যত্নসহকারে স্পেশাল ট্রেনিং প্রদান
5 Hours Class Certificate
Road Lesson Local & H.Way
Road Test Appointment
Car for Road Test
যাহারা বারবার রোড টেষ্ট দিয়ে ফেল করে ধৈর্য্য হারিয়েছেন তাদের ফেলের কারণগুলো অনুসন্ধান করে ট্রেনিং প্রদান
আমাদের কাছেই পাবেন ফ্রি বাংলায় অনুবাদিত লার্নাস পারমিট বই
Please Call
718-426-9453, 917-301-2063
Popular Driving School Inc.
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Jackson Heights, NY 11372
(Corner of 73 St & Roosevelt Ave) ডিজিটাল গুয়ান এর উপরে

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের দয়ায় সাফল্যের ২৭ বছর উদযাপন করছে
Empire Accounting & Tax Co.

আপনাদের সুবিধার্থে আমরা এখন উডসাইডে
(জ্যাকসন হাইটসের সন্নিকটে)
আমরা ট্যাক্স সংশোধনী বিশেষজ্ঞ। ইতিমধ্যেই আমরা আমাদের ক্লায়েন্টদের হাজার হাজার ডলার সাশ্রয় করেছি ট্যাক্স সংশোধনীর মাধ্যমে।
আইআরএস, নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট বা নিউইয়র্ক স্টেট সেলস ট্যাক্স কর্তৃক ইস্যুকৃত জরিমানা নোটিশের অত্যন্ত সন্তোষজনক সমাধান
পূর্বে ফাইলকৃত ত্রুটিপূর্ণ ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ সংশোধন
পরিবারের ইমিগ্রান্ট ভিসার জন্য সঠিক ইনকাম ট্যাক্স রিটার্ণ ও এফিডেবিট অব সাপোর্ট সংক্রান্ত সহায়তা
আমরা বছরব্যাপী অফিস খোলা রাখি।
ইমিগ্রেশনের যে কোনো ফরম পূরণে সহায়তা দিয়ে থাকি
সিটিজেনশীপ ফ্যামিলি পিটিশন NVC Case প্রসেসিং
স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট এফিডেভিট অব সাপোর্ট
এমপ্লয়মেন্ট অথরাইজেশন / গ্রীনকার্ড নবায়ন।
Advanced Parole / Reentry Permit ইত্যাদি
37-03 61st Street, Woodside, NY 11377
Phone: 718-784-4158. Fax: 718-784-2678
Mon-Friday 10am-7pm, Saturday 10-5pm
President: Mohammed Rezaul Karim
M.Com. (Accounting), M.S.Ed.
23 years Experienced Tax Professional with IRS and 50 States Permanent Certified Teacher by NYS Education Dept.
নিউইয়র্ক সিটি পাবলিক স্কুলে ১০ বছর শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা
Razi Islamic School-এ দুই বছরের শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা

শিল্পী কাদেরী কিবরিয়া

যোগাযোগ :
267-249-7687,
610-352-7123
Address:
146 Marlbrough Road
Upper Darby, PA 19082

বাংলা পত্রিকা পড়তে ভিজিট করুন
banglapartikausa.com

PRODUCED BY

RUPKOTHA PRODUCTIONS

Bioskope Films
USA DISTRIBUTIONS

# মেইড ইন চট্টগ্রাম

DIRECTED BY **IMRAUL RAFAT**

## মহাসমারোহে শুভ মুক্তি

### নিউ ইয়র্ক সহ আমেরিকার ২২টি শহরে

### ১০ই ফেব্রুয়ারী, ২০২৩, শুক্রবার

### নিউ ইয়র্ক এর জ্যামাইকা মাল্টিপ্লেক্স সিনেমায় ৭ দিন ব্যাপি ২৮টি শো

### EVERYDAY @ 1PM, 4PM, 7PM & 10PM



In JAMAICA Multiplex

১০-১৬ই ফেব্রুয়ারী

প্রথমবার সম্পূর্ণ চট্টগ্রাম এর ভাষায় নির্মিত

STARRING PARTHA BARUA APARNA GHOSE NASIR UDDIN KHAN SAZU KHADEM IFRAD ABED HASAN AZAD CHITTRALEKHA GUHA HINDOL ROY MUKIT ZAKARIA SAIFUL ALAM CHOWDHURY PRIYA MOULI AUDREE AUTANDRILA RAFIUL QUADER RUBEL POLY CHOWDHURY
SCREENPLAY & CREATIVE DIRECTOR RIYADH BIN MAHBUB PRODUCER ENAMUL KABIR SUJAN PLATFORM PRODUCER, BINGE AHMED ARMAAN SIDDIQUI
EXECUTIVE PRODUCER RB PRITAM BACKGROUND SCORE & DUBBING PARTHA BARUA ASSOCIATE DIRECTOR EMEL HAQUE ART DIRECTION RIYAD HASAN
EDITOR MD UNCON COLOR HM SOHEL SOUND SOUND BOX MIX MASTER RIPON NATH FOLEY MEER MASUM CINEMATOGRAPHER GOLAM MAOLA NOBIR
PUBLICITY DESIGN SAYEEM COSTUME DESIGN CHOWDHURY NOWRIN FERDOUS PHOTOGRAPHER TAHMEEDUR RAHMAN PIASH

design: iHope, 9295387903

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন



STAR Photography

শহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনেশন কোয়ালিটি
কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী
বিয়ে, জন্মদিন, বিজনেস পার্টি
কাস্টমারাল প্রোগ্রামসহ সব অনুষ্ঠান

Please contact for all
Your Professional
Photography Like events
News Conference
Wedding Reception & Modelling

NEHER SIDDIQUEE
MBPS, MBPPD
917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

গ্রেটার বাফেলোর বাংলাদেশী কমিউনিটি সহ অন্যান্য খবর জানতে
বাফেলোর প্রথম এবং একমাত্র বাংলা সংবাদপত্র
বাফেলো বাংলা
পড়ুন
www.buffalobangla.com

পার্কচেস্টারে
অভিজ্ঞ বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

এখানে বাংলাদেশী মহিলা গাইনোকলজিষ্ট, কার্ডিওলোজী, গ্যাস্ট্রো এন্ট্রোলজী, ফিজিক্যাল থেরাপী, পেইন ম্যানেজমেন্ট সহ সব ধরনের চিকিৎসা সুবিধা রয়েছে

ডা. আতাউল চৌধুরী (তুষার) এম.ডি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ (বোর্ড সার্টিফাইড)

ডা. মঞ্জিলা রহমান
গাইনোকলজিষ্ট



TEL: 917-634-9600
917-634-9601
FAX: 888-776-0872

We Provide EKG, Echocardiogram, TLC Exam, Different blood test and much more

1268 White Plains Road, Bronx, NY 10602
E-mail: nyccommunitymedicalcare@gmail.com
Web: www.nyccommunitymedicalcare.com
372 East 204th Street, Bronx, NY 10467

হোমিও চিকিৎসা



এস.কে.শর্মা
D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন।
আমাদের এইখানে সম্পূর্ন গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *আঁচিল * অর্শ *টিউমার *Kidney Stone *অন্ডকোষের পীড়া *কর্ণের পীড়া *কাশি *কিডনীর পীড়া *চর্ম্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *দন্তের পীড়া *ধবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রষ্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *ব্লাড-প্রেসার *ভগন্দর * মাথা ব্যাথা * লিভারের পীড়া *সায়েটিকা *সিষ্টাইটিস *স্বরভংগ *নাকে পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাষ্টিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখে দুর্গন্ধ * স্বপ্ন দোষ * হস্তমৈথুন শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লালা পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীঘ্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকযোগে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্বতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal
72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372
Cell: 917-285-4804
BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

ALL YOUR NEED REAL ESTATE BUYING & SELLING.



Tusher Bhuiyan
Licensed Real Estate Agent

▼ বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ব্যাপারে সব রকমের সহযোগিতা করে থাকি!
▼ অল্প ডাউন পেমেন্টে আপনিও বাড়ীর মালিক হতে পারেন!

Century 21
Tri-Boro Terrace Realty
31-08, Astoria Boulevard,
Astoria, New York, NY 11102
Business: (718) 721-2700, Ext. 19
Fax: (718) 721-7033
Cellular: (646) 732-9150
E-Mail: tusherb@aol.com

Each Office is Independently Owned and Operate

ফার্মেসী PHARMACY & SURGICAL STORE

Free Diabetic machine
সীমিত সময়ের জন্য 15% Off
Vitamins, Nutrition & Homeopathic

একই সাথে এখানে পাচ্ছেন ◆ ঔষধপত্র, মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল যন্ত্রপাতি। ◆ বিউটি এবং কসমেটিক্স। ◆ ইলেকট্রনিক্স, গৃহস্থালী মণিহারী, খেলনা সামগ্রী ও স্কুল সাপ্লাই।
আমরা ২৫ বছরের বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সাথে কমিউনিটিকে সেবা দিয়ে আসছি। সুতরাং আজই আসুন আপনার সুবিধামত অবস্থানে।
আমরা Medicade, Medicare Part D, Worker compensation সহ ইন্স্যুরেন্স প্লান গ্রহণ করি।

ASTORIA PHARMACY
30-14 30th Ave. Astoria, NY 11102
Ph: 718-278-3772
e-mail: rph@astoriapharmacy.com
www.astoriapharmacy.com

JACKSON HEIGHTS PHARMACY
71-34 Roosevelt Ave. Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-779-1444
e-mail: rph@jacksonheightspharmacy.com
www.jacksonheightspharmacy.com

LONG ISLAND CITY CHEMISTS
30-12 36th Ave. Long Island City, NY 11106
Ph: 718-392-8049
e-mail: licchem@yahoo.com
www.drugcabinet.com

OPEN
10 am - 10 pm
Monday to Friday
Saturday
10 am - 5 pm

### ধর্মভিত্তিক সংগঠন

# হেফাজতে ইসলাম কি ‘মুচলেকা’ দিয়েছে

**আলতাফ পারভেজ**

হেফাজতে ইসলামকে যে নতুন করে হঠাৎ ‘অরাজনৈতিক’ হওয়ার ঘোষণা দিতে হচ্ছে, সেটা কেন ঘটছে, তা জানা দেশের নাগরিকদের দিক থেকেও জরুরি হতে পারে।

হেফাজতে ইসলামের মুচলেকার খবর বেরিয়েছে কিছু পত্রিকায়। দাবি করা হয়েছে, এ সংগঠন আর রাজনীতি করবে না। বিনিময়ে নেতাদের বিরুদ্ধে মামলাগুলো যেন তুলে নেওয়া হয়; যাঁরা আটক আছেন, তাঁরা যেন ছাড়া পান।

‘মুচলেকা’ শব্দটি হিসেবে ইংরেজি ‘বন্ড’-এর মতো। শব্দটা অপরাধবিজ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত। এর অর্থ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে এ রকম অঙ্গীকার আদায়, যেন সে বা তারা ভবিষ্যতে আর বিশেষ ধরনের অন্যায় না করে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যদি প্রমাণিত হয় ওই ধরনের অপরাধ করেছে, তাহলে সে নির্ধারিত দন্ড ভোগ করবে।

ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১০৯-এ বন্ড বিষয়ে আলোচনা আছে। মুচলেকার পরোক্ষ মানে এ-ও দাঁড়ায়, ‘অপরাধ’ মেনে নেওয়া হচ্ছে। প্রশ্ন হলো, হেফাজতে ইসলামের নেতারা কি সত্যি মুচলেকা দিয়েছেন? কেন এ রকম বিতর্ক উঠল? এর রাজনৈতিক ফলাফল কী? বিষয়টি নিয়ে লেখক হেফাজতের নেতাদেরও আনুষ্ঠানিক মতামত নিয়েছেন।

২৫ জানুয়ারী দেশ রূপান্তর পত্রিকায় হেফাজত সম্পর্কে দীর্ঘ প্রতিবেদন বের হয়। প্রতিবেদনের প্রথম লাইনগুলো ছিল এ রকম: আর কখনো রাজনীতিতে জড়াবে না হেফাজতে ইসলাম। মুচলেকা দিয়ে এ কথা বলেছে তারা। সংগঠনটির নেতারা আরও বলেছেন, কোনো রাজনৈতিক দলের অংশও হবেন না তাঁরা। রাজনৈতিক দলের সঙ্গে প্রকাশ্য বা গোপন কোনো সম্পর্কে জড়াবে না হেফাজত।

দেশ রূপান্তর-এর আগে প্রথম আলোতে একই বিষয়ে খবর বেরিয়েছিল ১৭ ডিসেম্বর। সেখানে মুচলেকা শব্দ ছিল না। সেই প্রতিবেদন অনুযায়ী, হেফাজতের নেতারা সরকারের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। ওই বৈঠকে হেফাজতের চারজন নেতা কথা বলেন। সিনিয়র নায়েবে আমির মুহাম্মদ ইয়াহইয়া ২০১৩ থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত হেফাজতের নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে করা মামলা প্রত্যাহার এবং কারাবন্দী আলেমদের মুক্তি চান। ইতিমধ্যে হেফাজতের অনেকে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন, সে জন্য তিনি সরকারকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, মুক্তি পাওয়াদের আদালতে হাজিরা দিতে হচ্ছে, ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন তাঁরা।

একই বৈঠকে মহাসচিব সাজিদুর রহমান জাতীয় শিক্ষানীতি থেকে ইসলামবিদ্বেষী লেখা বাদ দেওয়া, ধর্মশিক্ষা পরীক্ষা বাধ্যতামূলক করা এবং পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে আলেমদের প্রতিনিধি রাখার দাবি জানান। এই বৈঠকের দিন (১৭ ডিসেম্বর) কালবেলার খবর ছিল: ২৬ শর্ত মেনে হেফাজতে ইসলাম ঢাকায় সম্মেলন করেছে। শর্ত মেনে সমাবেশ বা সম্মেলন দেশে এখন নতুন নয়। তবে রাজনীতি না করার মুচলেকা নতুন। প্রশ্ন হলো, হেফাজতের মুচলেকার খবরের উৎস কী। হেফাজতে ইসলামের নেতা মীর ইদ্রিস ২৭ ডিসেম্বর বিবিসি বাংলাকে বলেছেন, তাঁরা কোনো মুচলেকা দেননি। মীর ইদ্রিস প্রয়াত হেফাজত নেতা জুনায়েদ বাবুনগরীর ভগ্নিপতি। জুনায়েদ বাবুনগরীর মামা হলেন এখনকার আমির শাহ মুহিবুল্লাহ। সাংগঠনিক অবস্থান এবং বর্তমান ও পুরোনো নেতাদের সঙ্গে সম্পর্কের সূত্রে মীর ইদ্রিসের দাবিকে গুরুত্ব দেওয়া যায়। হেফাজতে ইসলামী যে সরকারকে আড়াই পাতার একটা স্মারকলিপি দিয়েছে, সেটাও সত্য। দশ অনুচ্ছেদ এবং ৬৬ লাইনের সেই স্মারকলিপিতে এই সংগঠন নিজেকে ‘অরাজনৈতিক’ দাবি করে। প্রায় এক দশক বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে বড় এক আলোচ্য বিষয় হয়ে থাকার পরও হেফাজত যখন নিজেকে অরাজনৈতিক দাবি করে, তখন বিষয়টি কিছুটা বিতর্ক তোলে বৈকি। এ-ও বিস্ময়কর, হেফাজতকে হঠাৎ আনুষ্ঠানিকভাবে এটা বলতে হচ্ছে কেন? তবে হেফাজত আগেও বলেছে, তারা ঠিক রাজনৈতিক দল নয়।

হেফাজতের নেতারা এবার সাত দফা দাবির কথা জানানোর সময় যে স্মারকলিপি দেন, তার প্রথম অনুচ্ছেদে বলেছেন: হেফাজতে ইসলামের কোনো রাজনৈতিক অ্যাজেন্ডা নেইআজ পর্যন্ত হেফাজত কোনো রাজনৈতিক কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। হেফাজতের সঙ্গে দেশ বা দেশের বাইরের কোনো রাজনৈতিক দলের কোনোরকম সম্পর্ক নেই। এমন বক্তব্যই চলতি বিতর্ক তৈরি করেছে।

দেখা যাচ্ছে, সংগঠনের নেতারা ‘ভবিষ্যতে’ রাজনৈতিক কর্মকান্ডে শরিক না হওয়ার বিষয়ে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। একই স্মারকলিপিতে হেফাজত আহমদিয়া বা কাদিয়ানি সম্প্রদায়কে অমুসলমান ঘোষণার দাবি জানিয়েছে। তাবলিগ জামাতের সাদ কান্ধলভির বাংলাদেশে আসা বন্ধেরও দাবি জানানো হয়েছে। লক্ষণীয়, হেফাজত একদিকে নিজেদের ওপর রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ লাঘবের দাবি জানানোর পাশাপাশি অন্য অনেকের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রকে সক্রিয় হতে বলছে।

**মুচলেকা বিতর্কে লাভক্ষতির হিসাব**

হেফাজতের সর্বশেষ সাংগঠনিক ঘোষণা সরকার তথা শাসক দলের জন্য লাভজনক হয়েছে। যেকোনো দেশে যেকোনো শাসক দল তার প্রতিপক্ষ শক্তির সংখ্যা কমিয়ে আনতে চায়। এ রকম চাওয়া স্বাভাবিক। হেফাজতের মতো বিশাল একটি সংগঠন যদি শাসক দলকে কথা দেয় যে তারা রাজনীতি করবে না, তাহলে সেটা আওয়ামী লীগের জন্য স্বস্তির হওয়ার কথা। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই প্রতিশ্রুতি বা অঙ্গীকার বা তার প্রচারণা বাস্তবসম্মত কি না? তবে এর ফলে হেফাজতের নেতৃত্বে নিশ্চিতভাবে রাজনৈতিক দলবহির্ভূত আলেমদের অবস্থান শক্তিশালী করে তুলবে।

মুচলেকা না হলেও হেফাজতের নতুন অবস্থান দেশের বিরোধী রাজনৈতিক শিবিরেও বেশ আলোড়ন তুলেছে। তাদের জন্য এ সময় এ রকম সংবাদ সুখকর হয়নি। তবে দীর্ঘ মেয়াদে ব্যাপারটি ভিন্ন রকমও হতে পারে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার সময় হেফাজতের ১০ জন নেতা উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সংগঠনের সিনিয়র নায়েবে আমির এবং মহাসচিবও। ওনারা দলের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে আছেন। তবে এই ১০ জন যে সংগঠনের শক্তি-ভিত দেশের সব মাদ্রাসার প্রতিনিধিত্ব করেন, এমন নয়। হেফাজতের সাংগঠনিক পরিসর শত শত মাদ্রাসায় বিস্তৃত। কওমি প্রাক্তনদের কাছেও তার আবেদন আছে। সুতরাং এখনকার ১০ নেতার নির্দেশ বা সিদ্ধান্ত মতো হেফাজতের সব কর্মী যেমন বিরোধীদলীয় রাজনীতির সমর্থক হবেন না, তেমনি সরকার-সমর্থকও হবেন না কিংবা রাজনীতিবর্জিত ব্যক্তি হয়ে যাবেন না।

হেফাজত কোনো এক ব্যক্তি বা গুটিকয়েক ব্যক্তির প্রভাবে নেই এ সময়। শাহ আহমদ শফীর মৃত্যুর পর এই সংগঠনে একক নেতৃত্বের জায়গা বদলে গেছে। মাওলানা শফীর মৃত্যু নিয়ে হেফাজতেরই একাংশ অপর ৩৬ নেতার বিরুদ্ধে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে হত্যা মামলা দিয়েছিল। নেতৃত্ব কাঠামোর সেসব ফাটল পুরোটা ভরাট হয়েছে এমন বলা বিতর্কসাপেক্ষ। এ রকম বাস্তবতায় হেফাজতের সর্বশেষ অবস্থানে তাৎক্ষণিকভাবে জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামী আন্দোলনসহ ইসলামী ধারার অন্যান্য রাজনৈতিক দলেরও লাভবান হওয়ার সুযোগ আছে। যেসব হেফাজত সংগঠক চলতি নিয়ন্ত্রণমূলক অবস্থা পছন্দ করবেন না, তাঁরা উপরিউক্ত দুই দলসহ পছন্দমতো অন্যান্য দলের প্রতি বেশি আগ্রহী হতে পারেন।

তবে হেফাজতকে যে নতুন করে হঠাৎ ‘অরাজনৈতিক’ হওয়ার ঘোষণা দিতে হচ্ছে, সেটা কেন ঘটছে, তা জানা দেশের নাগরিকদের দিক থেকেও জরুরি হতে পারে। বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী ব্যক্তিস্বাধীনতা থেকে কাউকে বঞ্চিত করা যায় না। এই সংবিধান সমাবেশ ও সংঘ গঠনের অধিকার দেয় ব্যক্তিকে। চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতারও নিশ্চয়তা দেয়।

সংবিধানের ৩২-৩৭-৩৮-৩৯ অনুচ্ছেদে শর্ত সাপেক্ষে হলেও এসব অধিকার দিয়েছে। সুতরাং হেফাজতের মুচলেকার সংবাদের সত্য-মিথ্যা যাচাই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি এতে আনন্দিতদের এ-ও জানানো দরকার, যেকোনো খারাপ রাজনৈতিক নজির ঐতিহাসিকভাবে সংক্রামক রোগের বীজের মতো।

**‘অরাজনৈতিক’ হলেও হেফাজতে রাজনৈতিক ব্যক্তিরা আছেন যেভাবে**

হেফাজতে ইসলামের জন্ম ২০১০ সালে, এটা অনেকের জানা। সে সময় ‘১৩ দফা’ দিয়েছিল তারা। ২০২৩ সালে দিচ্ছে ‘সাত দফা’। এবারের সাত দফার স্মারকলিপিতে পুরোনো ১৩ দফার উল্লেখ নেই। এখনকার সাত দফার প্রথম দুই দফা নেতা-কর্মীদের মুক্তিবিষয়ক। কাকতালভাবে দাবি উত্থাপনের দ্বিতীয় দিনই দলের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক আজিজুল হক ইসলামাবাদী কারামুক্ত হয়েছেন। এই দেখে হেফাজতের নেতা-কর্মীরা খুশি। এটার সঙ্গে ‘রাজনীতি না করা’র প্রতিশ্রুতির কোনো সম্পর্ক আছে কি না, বলা মুশকিল।

গত বছর মার্চে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাংলাদেশ সফরের সময় হেফাজতের প্রতিবাদ জানানোর কয়েক দিন পর ১১ এপ্রিল চট্টগ্রাম থেকে আটক হয়েছিলেন আজিজুল হক। তারপর তাঁর বিরুদ্ধে ১৩টি মামলার খবর দেখা যায়। এখন অবশ্য সব কটিতে তাঁর জামিন হলো। আজিজুল হকের মুক্তির পর অন্যদের জামিন ও মুক্তির বিষয়ে আশাবাদ তৈরি হয়েছে এই সংগঠনে। প্রথম আলোর ২৭ জানুয়ারির খবরে বলা হয়েছে, হেফাজতের বিভিন্ন স্তরের নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে ২৮৫টি মামলা রয়েছে। এসব মামলা থেকে সংগঠন যে ‘সকল উপায়ে’ মুক্তি চাইবে, সেটা স্বাভাবিক।

৪৬ বছর বয়সী আজিজুল হক ইসলামাবাদী নেজামে ইসলাম দলের যুগ্ম মহাসচিব। এককালে বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্র সমাজের সভাপতি ছিলেন। প্রশ্ন উঠতে পারে, আজিজুল হক কি এখন রাজনীতি ছেড়ে দেবেন? তিনি যেভাবে একই সঙ্গে নেজামে ইসলামী দল এবং হেফাজতের নেতা ছিলেন, সেভাবে আরও বহু হেফাজত নেতা অনেক ইসলামী দলের সঙ্গে যুক্ত। এই তালিকা বেশ দীর্ঘ। হেফাজতের বক্তব্য হলো, এ রকম ‘রাজনীতিবিদ’রা নিজ দলে ‘রাজনীতি’ করবেন, কিন্তু হেফাজত হবে ‘অরাজনৈতিক’।

হেফাজতের সাংগঠনিক এই চরিত্রটা কিছুটা অভিনব। এখানে আছে ইসলামী ঐক্যজোটের একাধিক অংশ, জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, খেলাফতে মজলিসের একাধিক অংশসহ আরও ইসলামি রাজনৈতিক দল। স্বাভাবিক সব রাজনৈতিক কাজই করেন তাঁরা। গত বছর আটক হওয়া হেফাজত নেতা মাওলানা নাসির উদ্দিন মুনির একসময় হাটহাজারী উপজেলার ভাইস চেয়ারম্যান পদে নির্বাচন করেছেন এবং জিতেছেনও। ২০১৮ সালের নভেম্বরে তখনকার ২০-দলীয় জোটে হেফাজতভুক্ত জমিয়তের দুটি অংশ সম্ভাব্য নির্বাচনে বিএনপির কাছে ৫টি করে যে আসন চেয়েছিল, তার খবর অনেক গণমাধ্যমে আসে তখন। প্রয়াত নূর হোসাইন কাসেমী হেফাজতে ইসলামের মহাসচিব হওয়ার সময় জমিয়তে উলামায়ের মহাসচিব ছিলেন। বিএনপির নেতৃত্বাধীন ২০-দলীয় জোটে ছিল এই দল। হেফাজতের আরেক নেতা, আল্লামা শফীর নিকটাত্মীয় মাইনুদ্দিন রুহি ২০২১ সালের ১ মে বিবিসি বাংলাকে বলেছিলেন, তাঁরা দেশে ইসলামি সমাজব্যবস্থা চাইছেন।

সমাজব্যবস্থা পরিবর্তন কিংবা হেফাজতের পুরোনো ১৩ দফায় যেভাবে শিক্ষানীতি, নারী নীতি বাতিলের দাবি রয়েছে, যেভাবে পরোক্ষে ধর্ম অবমাননার জন্য আইন চাওয়া হয়েছে–এগুলো ‘অরাজনৈতিক’ দাবি বলা কতটা সম্ভব, সেটা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীরা বলতে পারবেন। হেফাজতের ‘অরাজনৈতিক সংগঠন’ হওয়ার দাবিটার ভেতর ভবিষ্যৎ বিতর্কের যে একটা জায়গা আছে, সেটা স্পষ্ট। বিতর্কের সেই সম্ভাবনা অন্য কারণেও বাড়ল। হেফাজত যে দুজনের নামে সর্বশেষ স্মারকলিপি দেয়, তার একজন আমির শাহ মুহিবুল্লাহ বাবুনগরী। তিনি স্মারকলিপি দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন না, যা তাৎপর্যবহ। তবে একই বিষয়ে বর্তমান লেখককে দেওয়া মহিবুল্লাহ বাবুনগরীর আনুষ্ঠানিক বক্তব্যে হেফাজত নেতাদের নির্বাচনী-রাজনীতিতে অংশ নেওয়ার বিষয়ে ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

তিনি বলেছেন, ‘হেফাজত নির্বাচনে অংশ নেয়নি বা নেবে না। তবে এর সদস্যরা কোনো দল থেকে বা স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচন করতে পারেন। অতীতে সেভাবে অনেকে ভোট করেছে। এ বিষয়ে সংগঠন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। তবে নির্বাচনে যাওয়া বা না-যাওয়ায় হেফাজতের নাম ব্যবহারের সুযোগ নেই।’ তিনি এ-ও যুক্ত করেন, ‘তৌহিদি জনতা’ নিশ্চয়ই সেসব প্রার্থীকেই সমর্থন দেবে, যারা হেফাজতের ১৩ দফার গুরুত্ব তুলে ধরবে, বাস্তবায়ন করবে। এই মতামত দেওয়ার প্রক্রিয়ায় দলের সিনিয়র নায়েবে আমির মুহাম্মদ ইয়াহইয়া এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মীর ইদরিসও যুক্ত ছিলেন।

তাঁদের এ রকম ব্যাখ্যা ও বক্তব্যের সঙ্গে ডিসেম্বরের স্মারকলিপিতে উল্লিখিত ‘ভবিষ্যতে রাজনীতি না করার’ অঙ্গীকারের মিল-অমিল একটা ধাঁধা আকারেই থেকে যাচ্ছে আপাতত।

*লেখক: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাস বিষয়ের গবেষক*



### জন্মশতবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা

# আহমদুল কবির ছিলেন মুক্তমনা মানুষ

## রাশেদ খান মেনন

বাংলাদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে যে কজন ব্যক্তিত্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন, আহমদুল কবির তাদের একজন। আমার ছাত্ররাজনীতির জীবনে তার সঙ্গে পরিচয় চৌষট্টির সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়। সেসময় তিনি তার তোপখানার ব্যবসায়িক অফিসকে ওই সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ আন্দোলনের কেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করতে দিয়েছিলেন। ইতোমধ্যে তার পরিচয় জেনেছিলাম মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানীর একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি হিসাবে। পরবর্তী সময়ে তিনি মওলানা ভাসানী গঠিত পূর্ব পাকিস্তান কৃষক সমিতির কোষাধ্যক্ষ হয়েছিলেন।

ঘোড়াশালের বনেদি পরিবারের সন্তানের কৃষক আন্দোলন তথা প্রগতিশীল আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ আমাদের সেসময় বিশেষ আকর্ষণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররাজনীতিতে তার সদম্ভ পদচারণার কথা জেনেছি। এই ছাত্ররাজনীতির সময় থেকেই তিনি যে অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন, সেই ধারাতেই তিনি অটল ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত।

রাজনীতির অভিধানে উদার গণতন্ত্রী বলে যাদের অভিহিত করা হয়, সেই সংজ্ঞায় তাকে সহজেই ফেলা যায়। রাজনীতি ও ব্যক্তিজীবন উভয় ক্ষেত্রে ছিলেন তিনি মুক্তমনা। রাজনীতি ও আদর্শের প্রতি অনুরক্ত হলেও তার বন্ধনে তিনি আবদ্ধ হননি। আর ওই রাজনীতি এগিয়ে নেওয়ার কাজে সর্বত সাহায্য করেছেন।

কবির ভাইয়ের বৈশিষ্ট্য ছিল তার মতো; সেটা অন্যের যতই অপছন্দনীয় হোক, মুখের ওপর সোজাসাপটা বলা। তার যুক্তিও ছিল সরাসরি। কোনো ভন্ডামির ধার ধারতেন না। ফলে তার কথা যদি কেউ গ্রহণও না করত, তারপরও তাকে সহজে বোঝানোর ফলে তার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করতে পারত না।

বাংলাদেশের রাজনীতি সম্পর্কে তার ধারণা ছিল স্পষ্ট। এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মতামতও ছিল, যার পরিচয় আমরা পাই দেশের দ্বিতীয় সংসদের সদস্য হিসাবে বাজেটের ওপর তার আলোচনায়। ওই আলোচনায় তিনি পার্লামেন্টারি বাকচাতুরতার আশ্রয় নিতেন না। বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের মাধ্যমে বাজেট ও দেশের রাজনীতি সম্পর্কে তার মতামত তুলে ধরতেন।

'সংবাদ'-এর সম্পাদকের দায়িত্ব নেওয়ার পর পত্রিকার ব্যবস্থাপনা ও সম্পাদনার ক্ষেত্রেও মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বস্তুত তার হাতে 'সংবাদ' এক নতুন মাত্রা পেয়েছিল। অবশ্য ব্যবসায়িক ও রাজনৈতিক ব্যস্ততার কারণে তিনি সেখানে বেশি সময় দিতে পারেননি বলে মনে হয়। তবে 'সংবাদে' আধুনিকতার ছোঁয়ার জন্য তাকে কৃতিত্ব দেওয়া যায়।

জীবনের শেষভাগে এসে রাজনীতির সঙ্গেই বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েন তিনি। আগে দেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আন্দোলনে কিছুটা পেছনে থেকে তার নীতি ও কৌশল নির্ধারণে ভূমিকা পালন করতেন। পরবর্তী সময়ে 'গণতন্ত্রী পার্টি'র সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

এ পর্যায়ে এসে দেশের জাতীয় সম্পদ গ্যাস ও তেল ক্ষেত্রগুলো বিদেশের হাতে তুলে দেওয়া, জাতীয় স্বার্থবিরোধী ও অসম চুক্তি স্বাক্ষর, গ্যাস রপ্তানি প্রভৃতি ক্ষেত্রে উপর্যুপরি সরকারগুলো যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করে, তার বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্ল্যাটফরম গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

গ্যাস-তেল সম্পদ রক্ষার জন্য যে জাতীয় কমিটি পরবর্তী সময়ে ওই আন্দোলন পরিচালনা করে, তার গঠনে বিশেষ ভূমিকা ছিল তার। শাসকগোষ্ঠীর ত্রিদলীয় ধারার বিপরীতে বিকল্প গড়ে তোলার ধারণায় ১১ দলের যে প্ল্যাটফরম গঠিত হয় সেক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল অগ্রণী।

বস্তুত তার বাসায় বসেই ১১ দলের যাত্রা শুরু এবং এটা ঠিক হয়েছিল যে, তিনি চিকিৎসা করে ফেরার পর ১১ দলকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে তার সঙ্গে বসে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। কিন্তু সেটা আর হতে পারেনি। ১১ দল ২০০১ সালে যে নির্বাচনি মেনিফেস্টো তৈরি করে, সেটা রচনার ক্ষেত্রেও তিনি বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন এবং প্রচুর সময় দেন।

এ লেখার শুরুতেই তার সম্পর্কে যে কথা বলা হয়েছে, অর্থাৎ একজন মুক্তমনা অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ব্যক্তিত্বের সন্ধান পাই আহমদুল কবিরের মধ্যে। তার মৃত্যু যদি কোনো ক্ষেত্রে অশেষ ক্ষতিসাধন করে থাকে তা এই ক্ষেত্রে।



কেবল বিশ্বাস হিসাবে নয়, ব্যাবহারিক ক্ষেত্রেও তিনি তার অসাম্প্রদায়িকতার প্রকাশ দেখিয়েছেন তার নিজের এলাকায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সুরক্ষা নিশ্চিত করার মধ্য দিয়ে। তার এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাকে সত্যিকার অর্থেই অভিভাবক মনে করত। আর রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক ক্ষেত্রে এ অসাম্প্রদায়িক ধারণার ব্যাপারে তিনি ছিলেন আপসহীন।

কবির ভাই চলে গেছেন। তার বয়স হিসাবে এর মধ্যে অস্বাভাবিকতা নেই। তারপরও তার বুদ্ধিবৃত্তিক পরিপক্বতা এদেশের রাজনীতি ও সমাজে যে অবদান রাখতে পারত, তার থেকে দেশের মানুষ নিঃসন্দেহে বঞ্চিত হয়েছে।

কবির ভাইয়ের 'সংবাদ'-এর সঙ্গে এদেশের প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। 'সংবাদ' অঙ্গীকার করেছে, তারা সেই ধারাকে অক্ষুণ্ন রাখবে। দেশের মানুষও আশা রাখে জহুর হোসেন চৌধুরী-আহমদুল কবিররা 'সংবাদ'-এর জন্য যে পথ রচনা করে গেছেন, তারা সেই পথ অনুসরণ করেই এদেশের মানুষকে তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে সাহায্য করবে।

কবির ভাই চলে গেলেও তার ভাবনার প্রতিফলন দেখা যাবে 'সংবাদ'-এর পাতায়। আর রাজনীতির ক্ষেত্রে তার সহযোদ্ধা হিসাবে আমরা যারা রয়ে গেলাম, তারা যদি বাংলাদেশ ও তার রাজনীতিকে একটি অসাম্প্রদায়িক ধারায় ফিরিয়ে আনতে পারি, একটি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠা করতে পারি, তাহলে আমাদের পক্ষ থেকে সেটাই হবে তার প্রতি শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন।

('আহমদুল কবির স্মারকগ্রন্থ' থেকে সংকলিত)

*রাশেদ খান মেনন : সভাপতি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি*




## সংসদের ১০ আসনে উপনির্বাচন

# কমেছে ভোটার ও দলের অংশগ্রহণ

### আ. লীগসহ ১০টি দল ঘুরেফিরে এসব নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে * ভোটার উপস্থিতি এক-তৃতীয়াংশের কম

**ঢাকা ডেস্ক:** জাতীয় সংসদের উপনির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দল ও ভোটারদের অংশগ্রহণ কমেছে। ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচন নিয়েও আগ্রহ কমছে স্থানীয় ভোটারদেরও। বেশিরভাগ নির্বাচনেই জয়ী ও পরাজিত প্রার্থীদের ভোটের ব্যবধান এত বেশি হচ্ছে যে, নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হচ্ছে না। বড় ব্যবধানে জয় পাচ্ছে আওয়ামী লীগ ও তাদের শরিক দলগুলো। জাতীয় সংসদের সর্বশেষ ১০টি আসনের নির্বাচনের তথ্য পর্যালোচনা করে পাওয়া গেছে এমন চিত্র।

পর্যালোচনায় আরও দেখা গেছে, কমিশন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের সংখ্যা ৩৯টি হলেও এসব নির্বাচনে আওয়ামী লীগসহ ১০টি রাজনৈতিক দল ঘুরেফিরে প্রার্থী মনোনয়ন দিয়েছে। সেখানে গড় ভোট পড়ার হার ৩০ শতাংশ। সবচেয়ে কম ১৬ দশমিক ১০ শতাংশ ভোট পড়েছে ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে। এ ১০টি আসনের কোনো নির্বাচনে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েনি। বুধবার একইদিনে যে ছয়টি আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে, সেগুলোতে ভোট পড়ার হার গড়ে ২৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। এ ছয়টি নির্বাচনে ৪০ প্রার্থীর ২৬ জনই জামানত হারিয়েছেন।

সর্বশেষ গত ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার যে ছয়টি আসনে ভোট হয়েছে সেখানে ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার বিষয়ে ইসির অবস্থান তুলে ধরেছেন বেগম রাশেদা সুলতানা। তিনি বলেন, উপনির্বাচনে সব সময় কম ভোট পড়ে। এর কারণ হচ্ছে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাত্র ৮-৯ মাস আগে এসব আসনে ভোট হচ্ছে। এছাড়া নির্বাচনে বিএনপি অংশ নেয়নি। তাই ভোটারদের আগ্রহ কম। তবুও নির্বাচন নিয়ে নিজের সন্তুষ্টির কথা জানিয়ে তিনি বলেন, একটা উপনির্বাচন ৩৫-৪৬ শতাংশ ভোট পড়াটা কম নয়। আমরা এ ভোটে সন্তুষ্ট।

ইসি সূত্র জানায়, ২০২২ সালের জানুয়ারি থেকে বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) পর্যন্ত ১০টি আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আসনগুলো হচ্ছে- টাঙ্গাইল-৭, সিরাজগঞ্জ-৬, গাইবান্ধা-৫, ফরিদপুর-২, চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ ও ৩, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২, ঠাকুরগাঁও-৩, বগুড়া ৪ ও ৬। এসব নির্বাচনে প্রার্থী দিয়েছে আওয়ামী লীগ, জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন, জাতীয় পার্টি, বাংলাদেশ কংগ্রেস, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি), বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ও বিকল্পধারা বাংলাদেশ। তবে এককভাবে কোনো আসনের উপনির্বাচনেই এ ১০টি দলের মধ্যে পাঁচটির বেশি দলের প্রার্থী ছিল না। সূত্র আরও জানায়, এ ১০টি আসনের মধ্যে টাঙ্গাইল-৭ ও সিরাজগঞ্জ-৬ উপনির্বাচন বিগত কেএম নূরুল হুদা কমিশনের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়। এছাড়া বাকি উপনির্বাচনগুলো বর্তমান কাজী হাবিবুল আউয়ালের সময়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উপনির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দল ও ভোটার সম্পৃক্ততা কমে যাওয়া গণতন্ত্রের জন্য সহায়ক নয় বলে মনে করেন সুশাসনের জন্য নাগরিক (সুজন) সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার। তিনি বলেন, নির্বাচন মানেই হচ্ছে



জনপ্রতিনিধি বেছে নেওয়ার পথ তৈরি করা। কিন্তু উপনির্বাচনগুলোতে রাজনৈতিক দলের অংশগ্রহণ না থাকা এবং প্রতিযোগিতামূলক না হওয়ায় যোগ্য বিকল্প প্রার্থী পাচ্ছেন না সাধারণ ভোটাররা। এ কারণে জনগণও ভোটবিমুখ হয়ে পড়ছেন। আর নির্বাচন কমিশন এ নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক বলছেন। এতেই প্রতীয়মান হচ্ছে আমরা আরেকবার একতরফা নির্বাচনের দিকে ধাবিত হচ্ছি।

বিএনপির সংসদ-সদস্যদের পদত্যাগে শূন্য হওয়া ছয়টি আসনে বুধবার ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি আলোচনায় ছিল ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনের উপনির্বাচন। এ আসনে তিন লাখ ৭৩ হাজার ৩১৯ জন ভোটারের মধ্যে ভোট দিয়েছেন মাত্র ৬০ হাজার ১২২ জন। ভোট পড়ার হার ১৬ দশমিক ১০ শতাংশ। এ আসনে দলীয়ভাবে জাকের পার্টি ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী দিয়েছে। বাকি তিন প্রার্থীর সবাই স্বতন্ত্র। নির্বাচনে বিএনপির দলছুট নেতা আবদুস সাত্তার ভূঞা ৪৪ হাজার ৯১৬ ভোট পেয়ে জয়ী হয়েছেন; যা মোট ভোটারের মাত্র ১২ শতাংশ। তার নিকটতম জাতীয় পার্টির প্রার্থী মো. আব্দুল হামিদ পেয়েছেন মাত্র ৯৬৩৫ ভোট।

বগুড়া-৬ আসনে উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশ খেলাফত আন্দোলন ও জাতীয় পার্টির প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের রাগেবুল আহসান রিপু ৪৯ হাজার ৩৩৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এ আসনে ৪ লাখ ১০ হাজার ৭৪৩ জন ভোট দিয়েছেন ৯১ হাজার ৭৪২ জন। ভোট পড়ার হার ২২ দশমিক ৩৪ শতাংশ।

বগুড়া-৪ আসনে চারটি রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দলগুলো হচ্ছে-জাকের পার্টি, জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ), বাংলাদেশ কংগ্রেস ও জাতীয় পার্টি। এ আসনে জাসদ'র একেএম রেজাউল করিম তানসেন ২০ হাজার ৪০৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এ আসনে ৩ লাখ ২৮ হাজার ২৬৯ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়েছে ৭৮ হাজার ৫২৪ ভোট। ভোট পড়ার হার ২৩.৯২ শতাংশ। ঠাকুরগাঁও-৩ আসনেও পাঁচটি রাজনৈতিক দল অংশ নেয়। দলগুলো হচ্ছে- বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি, জাকের পার্টি, ন্যাশনাল পিপলস পার্টি, বাংলাদেশ ন্যাশনালিস্ট ফ্রন্ট (বিএনএফ) ও জাতীয় পার্টি। এ আসনে জাতীয় পার্টির হাফিজ উদ্দিন আহম্মেদ ৮৪ হাজার ৪৭ ভোট পেয়ে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ উপনির্বাচনে তিন লাখ ২৪ হাজার ৭৪১ ভোটের মধ্যে এক লাখ ৫০ হাজার ৩৩৪টি ভোট পড়েছে। ভোট পড়ার হার ৪৬ দশমিক ২৯ শতাংশ।

চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ, জাতীয় পার্টি, জাকের পার্টি ও বিএনএফ-এই চারটি দলের প্রার্থী ছিলেন। এ নির্বাচনে সরকারি দলের মু. জিয়াউর রহমান ৯৪ হাজার ৯২৮ ভোট পেয়ে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। এ আসনে ৪ লাখ ৫ হাজার ৪৫০টি ভোটের মধ্যে পড়েছে এক লাখ ৪১ হাজার ৪০ ভোট। ভোট পড়ার হার ৩৪ দশমিক ৭৯ শতাংশ। একই জেলার আরেক আসন চাঁপাইনবাবগঞ্জ-৩ এ দুটি রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনএফ'র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এ নির্বাচনে সরকারি দলের মো. আব্দুল ওদূদ ৫৯ হাজার ৬৩৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এ আসনে ৪ লাখ ১১ হাজার ৪৯৫টি ভোটের মধ্যে পড়েছে এক লাখ ১৯ হাজার ৬৫৮টি। ভোট পড়ার হার ২৯ দশমিক ০৮ শতাংশ।

এর আগে ৪ জানুয়ারি গাইবান্ধা-৫ আসনে উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। ওই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি, আওয়ামী লীগ, বিকল্পধারা বাংলাদেশ-এ তিনটি দলের প্রার্থী অংশ নেন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগের মাহমুদুল হাসান রিপন ৭৮ হাজার ২৭৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ৩ লাখ ৩৯ হাজার ৪ জন ভোটারের এ আসনে ভোট পড়ে এক লাখ ২৯ হাজার ৬১২ ভোট। ভোট পড়ার হার ৩৮.২৩ শতাংশ। তার আগে গত বছরের ৫ নভেম্বর ফরিদপুর আসনের উপনির্বাচনে ভোটগ্রহণ হয়। ওই আসনে আওয়ামী লীগ ও খেলাফত আন্দোলন-এ দুদলের প্রার্থী ছিলেন। এতে আওয়ামী লীগের শাহদাব আকবর ৬৮ হাজার ৭২১ ভোট পেয়ে সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হন। ওই আসনে তিন লাখ ১৮ হাজার ৫৮৫ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়ে ৮৩ হাজার ৬১০টি। ভোট পড়ার হার ২৬.২৪ শতাংশ। ২০২২ সালের জানুয়ারি ভোট হয় টাঙ্গাইল-৭ আসনের উপনির্বাচনে। এ উপনির্বাচনেও আওয়ামী লীগের প্রার্থী খান আহমেদ শুভ এক লাখ ৪ হাজার ৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হন। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ছাড়াও জাতীয় পার্টি, ওয়ার্কার্স পার্টি ও বাংলাদেশ কংগ্রেসের প্রার্থী ছিলেন। ওই নির্বাচনে তিন লাখ ৪০ হাজার ৩৭৯ ভোটারের মধ্যে ভোট পড়ে এক লাখ ২৪ হাজার ৭৫১জন। ভোট পড়ার হার ছিল ৩৬ দশমিক ৬৫ শতাংশ।

# উপনির্বাচন কী বার্তা দিলো?

**ঢাকা ডেস্ক:** জাতীয় নির্বাচনের এক বছরেরও কম সময় আগে হয়ে গেল ৬টি আসনে উপনির্বাচন। নানা কারণে আলোচনায় ছিল এই নির্বাচন। বিএনপি'র এমপিদের ছেড়ে দেয়া এই আসনগুলোতে কেমন নির্বাচন হয় তা দেখতে উদগ্রীব ছিলেন অনেকে। কিন্তু ভোটের আগের নানা তৎপরতায় সেই আগ্রহ আগেই হারিয়ে ফেলেছিলেন কেউ কেউ। বুধবার ভোটের চিত্র আরও হতাশ করেছে অনেককে। তবে গুরুত্বহীন হলেও এই নির্বাচন কিছু বার্তা দিয়েছে বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা। তারা বলছেন, বিদ্যমান ব্যবস্থায় ভোটে যে মানুষের আগ্রহ নেই তা এই নির্বাচনে প্রমাণ হয়েছে। এ ছাড়া বগুড়া-৪ আসনে পরাজিত প্রার্থী আশরাফুল আলম ওরফে হিরো আলম ভোটের ফল পাল্টানোর যে অভিযোগ করেছেন এটিও গুরুতর অভিযোগ বলে মনে করছেন অনেকে। এ ছাড়া ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে বিএনপি'র দলছুট উকিল আবদুস সাত্তারকে জিতিয়ে আনতে আওয়ামী লীগের অবস্থান নিয়েও নানা আলোচনা হচ্ছে। অন্য প্রার্থীদের সরিয়ে দিয়ে এই আসনেরই ৫ বারের এমপি সাবেক বিএনপি নেতাকে সমর্থন দিয়ে এমপি করার দলীয় কৌশল সামনে জাতীয় নির্বাচনের সময় নতুন কোনো তরিকা হয়ে উঠে কি-না এ নিয়েও আছে কৌতূহল।

উপনির্বাচনে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় ভোটার উপস্থিতি।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া উপনির্বাচনে মাত্র ১৬ ভাগ ভোটার নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই আসনে উকিল আব্দুস সাত্তার বার বার এমপি হয়েছেন। তার সঙ্গে ছিল আওয়ামী লীগ ও সমমনা দলের সমর্থন। এমন অবস্থায় তার পক্ষে যে ভোট পড়েছে তা একেবারেই নগণ্য বলে মনে করা হচ্ছে। এত অল্প ভোট পড়ায় প্রশ্ন দেখা দিয়েছে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা ভোটকেন্দ্রে যাননি কেন। বিরোধী দলগুলো এই নির্বাচনে অংশ নেয়নি। আগে থেকেই তারা নির্বাচন বর্জন করে আসছে। তাদের দাবি বিদ্যমান ব্যবস্থায় নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার সুযোগ নেই। এমন অবস্থায় বিএনপি'র দলছুট ব্যক্তিকে আওয়ামী লীগের সমর্থন। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশ তৈরি। দলীয় প্রার্থীদের বসিয়ে দেয়া এবং ভোটের আগে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আবু আসিফ আহমেদের নিখোঁজ হওয়া নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। এসব বিষয় বিরোধীদের দাবিকেই জোরালো করেছে বলে মনে করছেন নির্বাচন বিশ্লেষকরা।

এ ছাড়া ইভিএমের বিষয়ে বিরোধী দলগুলো যে অভিযোগ ও আপত্তি জানিয়ে আসছে বগুড়া-৪ আসনে হিরো আলমের অভিযোগ তা আরও জোরালো করেছে। কুমিল্লা সিটি করপোরেশন নির্বাচনেও একই ধরনের অভিযোগ উঠেছিল। এসব অভিযোগের বিষয়ে নির্বাচন কমিশন জোরালো কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সর্বশেষ বগুড়ায় যে অভিযোগ এসেছে তা তদন্তে সিইসি নির্দেশ দিয়েছেন বলে বৃহস্পতিবার সকালে জানা গেলেও একই দিন নির্বাচন কমিশনার বেগম রাশেদা সুলতানা ওই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। এটিকে স্বাভাবিক অভিযোগ হিসেবেই দেখছেন তিনি।

৬ আসনের উপনির্বাচনের বিষয়ে এক প্রতিক্রিয়ায় স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, এই নির্বাচন নিয়ে প্রতিক্রিয়া দেয়ার আসলে কিছু নেই। এর কারণ এটা কোনো নির্বাচনই না। এই নির্বাচন নিয়ে কারও কোনো আগ্রহ ছিল না। এর কোনো রাজনৈতিক গুরুত্ব নেই।

সাবেক নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল (অব.) এম. সাখাওয়াত হোসেন বলেন, এই নির্বাচনের কোনো তাৎপর্য ছিল বলে আমি মনে করি না। একটি দল পদত্যাগ করে সিট খালি করেছে। সংবিধান মোতাবেক ভোট হয়েছে। কোথায় ১৫ শতাংশ, কোথাও ১৬ কিংবা ২০ শতাংশ ভোট পড়েছে। নির্বাচনে মানুষের কোনো আগ্রহ ছিল না বিধায় ভোট দিতে আসে নাই। এই নির্বাচনের মধ্যে নতুনত্ব কিছু দেখি না। একে জিতাবো, ওকে জিতাবো না, হারায় দেবো– এগুলোই তো হয়েছে। এসব নির্বাচনের কোনো মূল্য আছে বলে আমার মনে হয় না।

বিএনপি'র ছেড়ে দেয়া ৬টি আসনের উপনির্বাচনে বেসরকারি ফলাফল বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, এসব আসনে গড়ে ভোট পড়েছে ২৮ দশমিক ৭৫ শতাংশ। ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ (সরাইল-আশুগঞ্জ) আসনে ভোট পড়েছে মাত্র ১৬ দশমিক ১০ শতাংশ, যা আসনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে কম।

এর আগে গত ৪ঠা জানুয়ারি অনুষ্ঠিত গাইবান্ধা-৫ আসনের উপনির্বাচনে ভোট পড়েছিল ৩৮ শতাংশের কিছু বেশি। গত বছরের নভেম্বরে ফরিদপুর-২ আসনের উপনির্বাচনেও ২৬ শতাংশের বেশি ভোট পড়ে।

নির্বাচন হওয়া ৬ আসনের তিনটিতে আওয়ামী লীগের প্রার্থী জয়ী হয়েছেন। বাকি একটিতে জাতীয় পার্টি ও অন্যটিতে জাসদের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছে। একটি আসন পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী। অনেকটা নিয়ম রক্ষার এ নির্বাচনের আগে প্রার্থী দেয়া নিয়েও রাজনৈতিক কৌশল নেয়া হয়েছিল। এই কৌশলের কারণে দলীয় নেতাকর্মীদের কেউ কেউ নাখোশ ছিলেন। ভোট কম পড়ার এটিও একটি কারণ।

বগুড়া-৪ আসনের পরাজিত প্রার্থী হিরো আলম ভোট চুরি হয়েছে এমন কোনো অভিযোগ করেননি। তিনি দাবি করেছেন ভোটের ফল চুরি হয়েছে। তিনি এও দাবি করেছেন বর্তমান সরকারের অধীনে সুষ্ঠু ভোট হতে পারে না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আবু আসিফের স্ত্রী মেহেরুননেছা ভোট শেষে বলেছেন, মানুষ ভোটকেন্দ্রে না গিয়ে নীরব প্রতিবাদ করেছে। কারণ শুরু থেকে ভোটের পরিবেশ ছিল না। নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে ভোট করার যে পরিকল্পনা নেয়া হয়েছিল তা মানুষ গ্রহণ করেনি।

## ভোটের ওপর আস্থা কমছে মানুষের

**ঢাকা ডেস্ক:** বুধবার অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদের ৬টি আসনের উপনির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির অত্যন্ত নিম্নহার চলতি ধারার নির্বাচনের ওপর জনগণের আস্থা আরও কমে যাওয়ার লক্ষণ বলে মনে করা হচ্ছে। ভোট পড়েছে গড়ে মাত্র ২৮ দশমিক ৪৬ শতাংশ। দেশের নির্বাচনী ঐতিহ্যের নিরিখে এটা খুবই কম। জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাকি আর মাত্র ১১ মাস। এই সময়ের মধ্যে বড় পাঁচটি সিটি করপোরেশনের নির্বাচন আছে। বিশ্লেষকদের মতে, নির্বাচনী ব্যবস্থার প্রতি ভোটারদের অনাগ্রহের কারণগুলো দূর হয়নি। সাধারণ মানুষ প্রশ্ন করছেন, ভোটের সার্বিক পরিবেশ কি এমন হতাশাজনকই থাকবে?

২০১৪ ও ১৮ সালে একতরফা নির্বাচন হয়েছিল। পরবর্তী স্থানীয় নির্বাচনগুলো গোলযোগপূর্ণ ও ভোটার খরাকবলিত। প্রায় এক বছর আগে দায়িত্ব নিয়ে নিজেদের কাজ দিয়ে সাধারণ ভোটারদের আস্থা অর্জনের প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছিল কাজী হাবিবুল আউয়ালের নেতৃত্বাধীন কমিশন। বিশেষজ্ঞদের মতে, আগামী সংসদ নির্বাচনের আগে ভোটারদের আস্থা ফেরানোর কথা ইসি মুখে বললেও কার্যকর কোনো পদক্ষেপ দৃশ্যমান নয়। অথচ প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) ও অন্যান্য কমিশনার সদ্যসমাপ্ত উপনির্বাচন নিয়ে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

বিএনপির পদত্যাগে শূন্য হওয়া চাঁপাইনবাবগঞ্জ-২ ও ৩, বগুড়া-৪ ও ৬, ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ ও ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে গত বুধবার ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) ভোট নেওয়া হয়। এর আগে বহুল আলোচিত গাইবান্ধা-৫ আসনে ভোট পড়েছিল ৩৮ শতাংশ। ওই ভোটে ইভিএমের পাশাপাশি সিসি ক্যামেরা ব্যবহার করে ইসি। ঢাকা থেকে সিসি ক্যামেরা দেখে প্রথম দফায় নির্বাচন বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বুধবারের ভোটে আর্থিক খরচের কারণে সিসি ক্যামেরা ব্যবহার থেকে বিরত থাকে এ প্রতিষ্ঠান।

এই উপনির্বাচনে সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে বহুল আলোচিত ব্রাহ্মণবাড়িয়া-২ আসনে- ১৬ দশমিক ৪৬ শতাংশ। সর্বোচ্চ ঠাকুরগাঁও-৩ আসনে- ৪৬ দশমিক ২৯ শতাংশ। এবার প্রার্থী নিখোঁজ হওয়া, হামলা, প্রতিপক্ষ প্রার্থীর এজেন্ট বের করে দেওয়া, ককটেল বিস্ফোরণ, কেন্দ্রের গোপন কক্ষে ডাকাত এবং ভোট গণনার শেষ মুহূর্তে ফল পাল্টে দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে।

তবে এসব অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে গত ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনার রাশেদা সুলতানা ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার তিনটি কারণ উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, প্রথম কারণ বিএনপির দখলে থাকা আসনগুলোর ভোটে তাদের অংশগ্রহণ ছিল না। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে তিনি মনে করেন, উপনির্বাচনে সবসময়ই ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকে। তৃতীয় কারণ তিনি চিহ্নিত করেছেন, চলমান সংসদের মেয়াদ কম হওয়ায় ভোটারদের আগ্রহ ছিল না।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক ড. ইফতেখারুজ্জামান বলেন, ভোটারদের আস্থা অর্জন তো দূরের কথা, আগামী নির্বাচন ঘিরে সাধারণ ভোটারদের ভোট দেওয়ার স্বপ্ন ধূলিসাৎ হয়ে যাচ্ছে কিনা- সেই আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তিনি বলেন, এই উপনির্বাচনকে একটা মডেল হিসেবে বিবেচনা করা হলে এটা নিশ্চিত করে বলা যায়- বর্তমান কমিশন নির্বাচনী মাঠে সবার জন্য সমান সুযোগ তৈরি করতে ব্যর্থ হয়েছে।

একচ্ছত্র কর্তৃত্বকে পৃষ্ঠপোষকতা দিতে ইসি কাজ করে চলছে- এমন মন্তব্য করে টিআইবির নির্বাহী পরিচালক বলেন, যে কোনো প্রার্থীর অভিযোগকে খুব দ্রুত ইসির পক্ষ থেকে নাকচ করা হচ্ছে অথবা উল্টো মন্তব্য করা হচ্ছে। এতেও কমিশনের দিক থেকে ভালো বার্তা জনগণের কাছে যাচ্ছে না।











# শিল্পী লিমন চৌধুরী'র গজল সন্ধ্যায় মুগ্ধ দর্শক-শ্রোতা

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী লিমন চৌধুরী'র গজল সন্ধ্যা আগামী ২৯ জানুয়ারী রোববার। ফুলকলি ফাউন্ডেশন ইউএসএ ঐদিন জ্যামাইকার ইকরা পার্টি হলে এই সন্ধ্যার আয়োজন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, জেবিবিএ'র সাবেক সভাপতি লায়ন শাহ নেওয়াজ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন প্রবীন প্রবাসী নাসির আলী খান পল, ডা. বর্ণালী হাসান, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট এন মজুমদার, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, ডানা ইসলাম, অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক মইনুল আলম বাপ্পি প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন ফাউন্ডেশনের প্রেসিডেন্ট বেলাল আহমেদ। খবর ইউএনএ'র। অনুষ্ঠানে প্রবাসের শিল্পীদের মধ্যে রানো নেওয়াজ, চন্দন চৌধুরী, শাহ মাহবুব, শামীম সিদ্দিকী, নিপা জামান, ডা. নার্গিস রহমান, সেলিম ইব্রাহীম, ফারহানা তুলি, মাইশা ইসলাম, সজল, মোহর খান, মনিকা দাস, মোস্তফা অনিক রাজ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

এাড়াও বিশিষ্ট কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আব্দুর রশীদ বাবু, আলমগীর খান আলম, আহসান হাবীব, কামরুল ইসলাম সনি প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

শিল্পী লিমন চৌধুরী অনুষ্ঠানে প্রায় দুই ডজন গান পরিবেশন করেন। তার একেক গজল উপস্থিত দর্শক-শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। গজল ছাড়াও তিনি সকল শ্রেনীর গানেই পারদর্শী বলে দর্শক-শ্রোতারা অভিমত ব্যক্ত করেন। এছাড়াও শিল্পীকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানানো হয়।

উল্লেখ্য, ২৯ জানুয়ারী ছিলো লায়ন শাহ নেওয়াজের জন্মদিন। এ উপলক্ষ্যে উপস্থিত অনেকেই তাকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।

### রূপপুর পরমাণু বিদ্যুৎকেন্দ্র

# বাড়তে পারে প্রকল্পের মেয়াদ, সমাধান খুঁজতে রাশিয়া যাবে প্রতিনিধিদল



**ঢাকা ডেস্ক:** রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের প্রকল্প নিয়ে সৃষ্ট জটিলতা নিরসনে রাশিয়া যাবে বাংলাদেশের একটি প্রতিনিধিদল। প্রকল্পের নির্মাণ কাজে রাশিয়ার দেয়া ঋণের কিস্তি এবং ঠিকাদারদের পাওনা টাকা পরিশোধের উপায় খুঁজতে প্রতিনিধিদল সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠক করবে। এ ছাড়া দুই দেশের সরকারের মধ্যে স্বাক্ষর হওয়া চুক্তি সংশোধনের বিষয়ে আলাপ আলোচনা হবে। প্রয়োজনে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে প্রস্তাব দেয়া হতে পারে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ কাজের অগ্রগতি এবং প্রকল্পকেন্দ্রিক সৃষ্ট আর্থিক জটিলতা নিরসনে বৃহস্পতিবার বৈঠক করেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়। সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠকে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, পরমাণু শক্তি কমিশন, রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পের প্রতিনিধিসহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, পেমেন্ট জটিলতার কারণে প্রকল্পের কাজে ধীরগতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর প্রয়োজন হতে পারে। রাশিয়ার দেয়া ঋণের কিস্তির টাকা ফেরত ও ঠিকাদারদের পাওনা টাকা পরিশোধের উপায় নিয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়। ডলার কিংবা রুবলের মাধ্যমে পাওনা পরিশোধ সম্ভব না হওয়ায় পেমেন্টের একটি সেইফ মুড খোঁজার বিষয়ে আলোচনা হয়।

সূত্র জানায়, রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের স্যাংশনের কারণে কিস্তির টাকা পরিশোধ বন্ধ আছে। এ নিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে কয়েক দফা চিঠি চালাচালি ও ভার্চুয়াল মিটিং হয়েছে। রূপপুর বিদ্যুকেন্দ্রকে অগ্রাধিকার প্রকল্প উল্লেখ করে এসব মিটিংয়ে বাংলাদেশের অবস্থান তুলে ধরা হয়েছে। কর্মকর্তারা মনে করছেন, ভিডিও কনফারেন্স কিংবা টেলিফোনে যেসব আলোচনা হয়েছে তা কার্যকরী হচ্ছে না। তাই স্বশরীরে রাশিয়ার সঙ্গে বৈঠক প্রয়োজন। এজন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়, পরমাণু শক্তি কমিশন, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিসহ উচ্চপর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দলকে রাশিয়া পাঠানো প্রয়োজন। প্রতিনিধি দল পেমেন্টের একটি সেইফ মুড খোঁজার পাশাপাশি ঋণ চুক্তির একটি ধারা সংশোধনের বিষয়ে কথা বলবে। প্রকল্পের মেয়াদের পাশাপাশি ঋণের গ্রেস পিরিয়ড বাড়ানোর প্রস্তাব থাকতে পারে বাংলাদেশের তরফ থেকে। এ বিষয়ে অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরিফা খান বলেন, রূপপুর বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজের অগ্রগতির বিষয়ে কথা হয়েছে। কীভাবে দ্রুত প্রকল্পটির কাজ শেষ করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। বিস্তারিত জানতে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে কথা বলার পরামর্শ দেন তিনি। এ বিষয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান বলেন, বৈঠকটি একান্তই ঘরোয়া বৈঠক ও মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব। এখানে কিছু বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হয়নি। রাশিয়ায় প্রতিনিধি দল পাঠানোর বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, এগুলো একান্তই ভেতরের আলোচনা। বাইরে বলার কোনো বিষয় না।

২০১৩ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রাশিয়া সফরকালে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের নির্মাণ প্রস্তুতি কাজ সম্পাদনের জন্য স্টেট এক্সপোর্ট ক্রেডিট চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরিত আন্তঃরাষ্ট্রীয় চুক্তি আইজিএ এবং স্টেট এক্সপোর্ট ক্রেডিট এগ্রিমেন্টের ভিত্তিতে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন (১ম পর্যায়) প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। ওই বছর রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রথমপর্যায় কাজের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের আওতায় পরমাণু শক্তি কমিশন প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। ১ হাজার ২০০ মেগাওয়াটের দু'টি ইউনিট নির্মাণ করছে রাশিয়ার ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান অ্যাটমস্ট্রয়এক্সপোর্ট। খরচ হচ্ছে প্রায় ১ লাখ ১৪ হাজার কোটি টাকা। তবে এখন পর্যন্ত রূপপুর প্রকল্পের ব্যয় বা মেয়াদ কোনোটাই বাড়াতে হয়নি। ২০২৫ সালের জুন পর্যন্ত প্রকল্পের মেয়াদ আছে। ২০১৩ সালে চুক্তি হওয়া ঋণের টাকার কিস্তি পরিশোধ শুরু হয় ২০১৮ সালে। কিন্তু রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপ করা স্যাংশনের কারণে কিস্তির টাকা ডলারে পরিশোধ বন্ধ হয়ে যায়। বিকল্প মুদ্রা হিসেবে রাশিয়া রুবলে কিস্তির টাকা পরিশোধের অনুরোধ জানালেও তা বাংলাদেশের পক্ষে সম্ভব হয়নি। এর প্রেক্ষিতে কিস্তির টাকা পরিশোধের তাগিদ দিয়ে বেশ কয়েকবার বাংলাদেশকে অনুরোধ করে রাশিয়া।



# সিরিয়া-তুরস্কে শক্তিশালী

(প্রথম পাতার পর)

৯ কিলোমিটার ।গাজিয়ানতেপ শহরের কাছে এর গভীরতা ছিল মাত্র ১৭ দশমিক ৯ কিলোমিটার ।

ভূম্পিকম্পটি রাজধানী আঙ্কারা ও তুরস্কের অন্যান্য শহরেও অনুভূত হয়েছে । এছাড়া সংশ্লিষ্ট পুরো অঞ্চলজুড়েই কম্পন অনুভূত হয়েছে । বিভিন্ন প্রতিবেদনে জানানো হচ্ছে, অনেক ভবন ধসে পড়েছে এবং বহু মানুষ ভেতরে আটকা পড়েছে । ভূম্পিকম্পটি রাজধানী আঙ্কারা ও তুরস্কের অন্যান্য শহরেও অনুভূত হয়েছে ।ভূম্পিকম্পটি রাজধানী আঙ্কারা ও তুরস্কের অন্যান্য শহরেও অনুভূত হয়েছে ।

তুরস্কের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, কমপক্ষে ৭৬ জন নিহত হয়েছেন কিন্তু মৃত্যুর সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে । তুরস্কের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সুলেইমন সইলু জানান, ১০টি শহর ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এগুলো হচ্ছে গাজিয়ানতেপ, কাহরামানমারাস, হাতায়, ওসমানিয়ে, আদিয়ামান, মালাতিয়া, সানলিউরফা, আদানা, দিয়ারবাকির ও কিলিস ।

প্রতিবেশি দেশ সিরিয়া, লেবানন ও সাইপ্রাসেও কম্পন অনুভূত হয়েছে । লেবাননের রাজধানী বৈরুতের শিক্ষারী মোহামাদ এর ছামা বলেন, 'আমি কিছু একটা লিখছিলাম এবং হঠাৎ করেই পুরো ভবন কাঁপতে শুরু করে । আমি বুঝতে পারছিলাম না যে কী হচ্ছে । আমি জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং আমার ভয় হচ্ছিলো যে সেগুলো ভেঙে পড়বে । প্রায় ৪-৫ মিনিট ধরে এটা চলে এবং পুরো বিষয়টি ভয়ংকর ছিল । এটা অভূতপূর্ব ছিল ।'

তুরস্কের স্বাস্থ্যমন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশটিতে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২৩৭ জনে দাঁড়িয়েছে । আহতের সংখ্যা কয়েক শত ।

প্রতিবেশি দেশ সিরিয়া, লেবানন ও সাইপ্রাসেও কম্পন অনুভূত হয়েছে ।প্রতিবেশি দেশ সিরিয়া, লেবানন ও সাইপ্রাসেও কম্পন অনুভূত হয়েছে ।

দিয়ারবাকিরে থাকা বিবিসির তুরস্ক প্রতিনিধি জানান, শহরটির একটি শপিংমল ধসে পড়েছে । গাজা উপত্যকায় থাকা বিবিসির প্রযোজক রুশদি আবুয়ালুফ জানান, তিনি যে বাড়িতে থাকেন সেখানে প্রায় ৪৫ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়েছে ।

স্থানীয় সিসমোলজিস্টরা ভূমিকম্পটির মাত্রা ৭ দশমিক ৪ ছিল বলে জানাচ্ছেন । তারা বলছেন, ভূমিকম্পটি আঘাত হানার কয়েক মিনিট পরেই দ্বিতীয় আরেকটি কম্পন অনুভূত হয় ।

তুরস্ক পৃথিবীর অন্যতম সক্রিয় ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চলগুলোর একটিতে অবস্থিত । এর আগে ১৯৯৯ সালে দেশটির উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে একটি শক্তিশালী ভূমিকম্পে ১৭ হাজারের বেশি মানুষ নিহত হয়েছিলেন ।

# মশিউর রহমান পরবর্তী

(প্রথম পাতার পর)

অনুষ্ঠেয় বৈঠকে রাষ্ট্রপতি পদে দলের প্রার্থী চূড়ান্ত করা হবে । দলের নীতিনির্ধারণী ফোরামের একাধিক নেতা এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন । সংসদে আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় তারা যাকে মনোনয়ন দেবে, তিনিই হবেন দেশের ২২তম রাষ্ট্রপতি ।

এদিকে শেষ মুহূর্তে আলোচনায় রয়েছেন তিন জন । এরা হলেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরী, আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন এবং প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমান । এর বাইরেও মোস্তাফিজুর রহমান ফিজার, সাবেক প্রধান বিচারপতি খায়রুল হক, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আ আ ম স আরেফীন সিদ্দিকসহ বেশ কয়েকজনের নাম আলোচনায় রয়েছে । দলটির নেতারা বলছেন, প্রধানমন্ত্রী এখনো নিজের পছন্দের কথা প্রকাশ করেননি । এ জন্য দলের নেতারা নানা নাম নিয়ে আলোচনা করছেন । আর রাষ্ট্রপতি পদের জন্য যোগ্য প্রার্তী হিসেবে সংশ্লিস্টদের নানান দিক, যোগ্যতা বিবেচনা করছেন খোদ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এক্ষেত্রে দলের জন্য সব সময় নিবেদিত এবং বিশ্বস্থ বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার খুবই বিশ্বস্থজনকে মনোনয়ন দেয়া হবে বলে সংশ্লিস্টরা জানান । সেই আলোচনায় ড. মসিউর রহমান সম্ভাব্য পরবর্তী রাষ্ট্রপতি বলে অনেকেই ধারণা করছেন ।

অপর একটি দলীয় সূত্র জানায়, রাষ্ট্রপতি পদে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ব্যক্তির খোঁজ করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা । এ ক্ষেত্রে দুজন দেশবরেণ্য ব্যক্তির সঙ্গে কথাও হয়েছে । কিন্তু তাঁরা রাষ্ট্রপতি হতে চাচ্ছেন না । এ অবস্থায় বড় ধরনের চমক না থাকলে আওয়ামী লীগ সভাপতিমন্ডলীর সিনিয়র সদস্য ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ হোসেন কিংবা প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. মসিউর রহমানের মধ্যে একজনকে বেছে নেওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । অবশ্য এই পদে স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর নাম এখন পর্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গেই আলোচিত হচ্ছেন ।

জানা গেছে, আগামী ২৩ এপ্রিল রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের মেয়াদ শেষ হচ্ছে । দু' মেয়াদের বেশি রাষ্ট্রপতি হওয়ার সুযোগ না থাকায় তাঁর জায়গায় নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করতে হবে । ২৪ এপ্রিলের মধ্যেই ২২তম রাষ্ট্রপতি হিসেবে নতুন কারও শপথ নেওয়ার কথা । রাষ্ট্রপতির পাঁচ বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগের ৯০ দিন থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের কথা সংবিধানে বলা হয়েছে । অর্থাৎ বর্তমান রাষ্ট্রপতির মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই নতুন রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে । সে অনুযায়ী স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সঙ্গে দেখা করেছেন রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের নির্বাচন কর্তা ও প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কাজী হাবিবুল আউয়াল । এরপর তফসিল ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন । তফসিল অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি পদে ভোট গ্রহণ করা হবে ১৯ ফেব্রুয়ারী । আগ্রহী প্রার্থীরা ১২ ফেব্রুয়ারী মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারবেন । ১৩ ফেব্রুয়ারী যাচাই-বাছাইয়ের পর ১৪ ফেব্রুয়ারী মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে । রাষ্ট্রপতি জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না । সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন সংখ্যাগরিষ্ঠ সংসদ সদস্যদের ভোটে । রাষ্ট্রপতি পদে প্রার্থী হতে হলে সংসদ সদস্য হতে হয় না । তবে সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে একজনকে প্রস্তাবক এবং একজনকে সমর্থক হতে হবে । সংবিধান অনুযায়ী পরবর্তী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়ে শপথ না নেওয়া পর্যন্ত বর্তমান রাষ্ট্রপতি নিজ পদে বহাল থাকবেন ।

এদিকে দলীয় সূত্র জানা গেছে, রাষ্ট্রপতি হিসেবে দলীয় নেতাদের বাইরে কাউকে মনোনয়ন না দিতে আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে বার্তা দিয়েছেন একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা । তাঁদের মতে, ১৯৯৬ সালে সাবেক বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করাটা আওয়ামী লীগের জন্য সুখকর ছিল না । এবারে যাঁকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করা হবে তাঁর মেয়াদেই আগামী জাতীয় নির্বাচন হবে । ফলে দলের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ হবে না এমন কাউকে রাষ্ট্রপতি পদে চান আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় একাধিক নেতা । উদাহরণ হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপককে রাষ্ট্রপতি করে বিএনপি যে ভুল করেছিল তা-ও তুলে ধরা হচ্ছে । আওয়ামী লীগের তিন নেতাকে নিয়ে দলের মধ্যে আলোচনা রয়েছে । এঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আলোচনা আছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার শিরীন শারমিন চৌধুরীকে নিয়ে । তিনি বর্তমানে তৃতীয় মেয়াদে সংসদ সদস্য । তাঁর বাবা প্রয়াত রফিকুল্লাহ চৌধুরী ১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রী থাকার সময় তাঁর সচিব ছিলেন । আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ আস্থাভাজন হিসেবে শিরীন শারমিন চৌধুরীর রাষ্ট্রপতি হওয়ার সম্ভাবনা দেখছেন আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় গুরুত্বপূর্ণ নেতাদের একটি অংশ । শিরীন শারমিন চৌধুরী রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে তিনিই হবেন দেশের প্রথম নারী রাষ্ট্রপতি ।

শিরীন শারমিন চৌধুরী পেশায় একজন আইনজীবী ছিলেন । তিনি যুক্তরাজ্য থেকে সাংবিধানিক আইন ও মানবাধিকার বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন । মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে শিরীন শারমিন চৌধুরীর সুনাম ছিল । তিনি ১৯৮৩ সালে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে মানবিক বিভাগে সম্মিলিত মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন । পরে ১৯৮৫ সালে এইচএসসিতে ঢাকা বোর্ডের সম্মিলিত মেধা তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন ।

রাষ্ট্রপতি পদে আলোচনায় আছেন আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মোশাররফ হোসেন । তিনি চট্টগ্রাম-১ আসনের সংসদ সদস্য । গত পাঁচ দশকের বেশি সময় ধরে আওয়ামী লীগের সঙ্গে যুক্ত । খনিবিদ্যায় প্রকৌশলী এই নেতা ছয়বারের সংসদ সদস্য । ১৯৭০ সালে তিনি আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে সংসদ নির্বাচন শুরু করেন । ১৯৭৫-পরবর্তী বিভিন্ন সরকারের মন্ত্রিপরিষদে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার আহ্বান তিনি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে আওয়ামী লীগের আদর্শে অবিচল থেকেছেন । লোভ-লালসা তাঁকে কখনই স্পর্শ করতে পারেনি । দীর্ঘ জীবনে দেশ, মানুষ আর আদর্শের প্রতি অবিচল থেকেছেন । প্রতারণা, ভন্ডামি, শঠতা কখনই প্রশ্রয় দেননি । দল তাঁকে মন্ত্রী বানালে দলের হয়ে দেশের জন্য কাজ করেছেন । আবার মন্ত্রিত্ব না পাওয়ার পরও তিনি কখনো দল ও দলীয় প্রধানের আস্থা হারাননি । তা ছাড়া আগামী সংসদ নির্বাচনের আগের প্রেক্ষাপটে এমন একজনকে দরকার যিনি সব অবস্থায় দলের হয়ে লড়বেন ।

'জাতির পিতা' বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ডাকে ১৯৬৬ সালে ছয় দফায় যোগ দিয়ে মোশাররফ হোসেন পুরোদস্তর রাজনীতিক বনে যান । ১৯৬৯ সাল থেকে তিনি বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন । এরপর বঙ্গবন্ধুর ডাকে মহান মুক্তিযুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েন । স্বাধীনতার পর থেকে ১৯৭৩, ১৯৮৬, ১৯৯৬, ২০০৮, ২০১৪ ও ২০১৮ সালের সংসদ নির্বাচনে মোশাররফ এমপি নির্বাচিত হন । ১৯৮৬ সালে জাতীয় সংসদে বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ এবং ১৯৯৬ থেকে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন এবং গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন । দীর্ঘদিন চট্টগ্রাম উত্তর জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতির দায়িত্ব ছাড়াও আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন । বর্তমানে চতুর্থবারের মতো আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন ।

অপরদিকে সাবেক আমলাদের মধ্য থেকে রাষ্ট্রপতি হওয়ার দৌড়ে একটি নামই আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে বারবার আলোচনা হচ্ছে । তিনি হলেন সাবেক সচিব ড. মসিউর রহমান । আওয়ামী লীগের একাধিক কেন্দ্রীয় নেতা মনে করেন, মসিউর রহমানই এবার রাষ্ট্রপতি হচ্ছেন । তিনি ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করছেন । সিএসপি কর্মকর্তা মসিউর রহমান স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা হিসেবেও কাজ করেছেন । বর্তমানে তিনি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য ।

# প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন

(প্রথম পাতার পর)

ভারতীয় বংশোদ্ভূত নিকি হ্যালি একটি 'বিশেষ ঘোষণা' দিতে যাচ্ছেন । ঘোষণাটি দেওয়া হবে ১৫ ফেব্রুয়ারী । এদিন তিনি ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিতে পারেন বলে মনে করা হচ্ছে । ৫১ বছর বয়সী নিকি হ্যালি দুই মেয়াদে সাউথ ক্যারোলিনার গভর্নর ছিলেন । তিনি ইতিমধ্যে ই-মেইলের মাধ্যমে 'বিশেষ ঘোষণা' উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র পাঠিয়েছেন ।

গত ১ ফেব্রুয়ারী, বুধবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে নিকি হ্যালির পাঠানো আমন্ত্রণপত্র পোস্ট করা হয়েছে । আমন্ত্রণপত্র বলা হয়েছে, বিশেষ ঘোষণার জন্য নিকি হ্যালি আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিন । ২০২৪ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়ে আগে থেকেই মাঠে রয়েছেন সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । নিকি হ্যালি প্রার্থিতা ঘোষণা করলে তিনি হবেন আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের প্রথম প্রতিপক্ষ । কারণ ট্রাম্প ছাড়া রিপাবলিকান পার্টির আর কেউ এখন পর্যন্ত প্রার্থিতা ঘোষণা করেননি । আমন্ত্রণপত্র অনুযায়ী, নিকি হ্যালির অনুষ্ঠানটি হবে সাউথ ক্যারোলাইনার চার্লস্টন ভিজিটর সেন্টারে ।

# উপ-সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ঢাকা সফর স্থগিত

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র জনকূটনীতি অনুবিভাগের মহাপরিচালক সেহেলী সাবরীন । তিনি জানান, সফরটি এখন হচ্ছে না । এদিকে ঢাকাস্থ আমেরিকান দূতাবাসও সফরটি স্থগিতের কথা স্বীকার করেছে । তবে কোনো পক্ষই এর কারণ জানাননি । তবে এটা ধারণা দেয়া হয়েছে যে, ওই সফরের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং উচ্চ পর্যায়ের সফর কাছাকাছি সময়ে হওয়ায় এটি স্থগিত করা হয়ে থাকতে পারে । যা পরবর্তীতে উভয়ের সু-বিধাজনক সময়ে বাস্তবায়িত হবে । বাংলাদেশের শ্রমমান উন্নয়ন ও অধিকারের বিষয়ে আলোচনা করতে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারী রাতে ঢাকা সফরে পৌছার কথা ছিল কারা ম্যাকডোনাল্ডের । তিন দিনের সফরে ৯ ফেব্রুয়ারী পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে বৈঠকের কথা ছিল ।

একই দিনে পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেনের সঙ্গেও বৈঠক করার কথা ছিল । আর ৮ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের শ্রমখাতের সংশ্লিষ্ট অধিকার কর্মী এবং সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক নির্ধারিত ছিল তার ।

বাংলাদেশে শ্রমখাতের স্বাধীনতা ও মান নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের । দীর্ঘদিন ধরে শ্রম আইনের ব্যবহারের বিষয়টিতে গুরুত্ব দিয়ে আসছে দেশটি । বিশেষ করে বাংলাদেশে রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল ও বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোতে বিদ্যমান শ্রম আইনের অনেক ধারা কার্যকর নয় । পুরো দেশে সকল শ্রমিকের জন্য যাতে একই আইন কার্যকর হয় সে বিষয়টি জোর দিয়ে আসছে ওয়াশি-ংটন । পাশাপাশি বাংলাদেশের শ্রমমান, সংগঠন করার অধিকার, কাজের পরিবেশের মতো বিষয়গুলোতে আন্তর্জাতিক মানে আনতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বৈশ্বিক চাপ রয়েছে বাংলাদেশের ওপর ।

# আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশ

(প্রথম পাতার পর)

অনুমোদন করা হয়, তাহলে বর্তমানে কাজ করছে এমন কিছু আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশের বাজার ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে পারে । রোববার রাজধানীর ইএমকে সেন্টারে 'বাংলাদেশে অনলাইন স্বাধীনতা ও ব্যবসায় বিনিয়োগ' শীর্ষক এক আলোচনা সভায় তিনি এ উদ্বেগ প্রকাশ করেন ।

পিটার হাস বলেন, আজকে আমরা এখানে একত্র হয়েছি বাংলাদেশে অনলাইন স্বাধীনতা এবং ব্যবসায়িক বিনিয়োগের যোগসূত্র নিয়ে আলোচনা করার জন্য । প্রায় এক বছর আগে বাংলাদেশে আসার পর থেকে আমি বাংলাদেশের ডিজিটাল যুগে দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাওয়া দেখে মুগ্ধ হয়েছি, সেটা ফুডপান্ডা থেকে বিকাশ এবং এর বাইরেও বিস্তৃত । এটা আমার কাছে স্পষ্ট যে, এই শতকে ডিজিটাল বিশ্বে বাংলাদেশ, স্মার্ট বাংলাদেশ হিসেবে অন্যতম প্রধান ভূমিকা পালন করতে চায় । একইসাথে, পৃথিবী দ্রুত বদলে যাচ্ছে । প্রতিটি দেশের সরকার ও সমাজ নতুন নতুন প্রযুক্তির দ্রুতগতিতে নাটকীয় পরিবর্তনের মুখোমুখি হচ্ছে । প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এবং এই পরিবর্তনগুলোর সাথে সামঞ্জস্য রেখে দেশের আইনি ও নিয়ন্ত্রক কাঠামোকে সাজানোর চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি আমরা সবাই, সেটা যুক্তরাষ্ট্র, বাংলাদেশ এবং সারা বিশ্ব, বলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ।

তিনি বলেন, অনলাইন বিশ্ব আমাদের প্রচুর সুযোগের পাশাপাশি বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখিও করেছে । বিশ্বের সব জায়গাতেই সরকারকে অবশ্যই অনলাইন ও এর সাথে যুক্ত থাকা ব্যবহারকারীর ডাটাকে দায়িত্বশীলতার সাথে পরিচালনা করার পাশাপাশি মানুষের মতপ্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করায় সচেষ্ট থাকতে হবে । এই ধরনের শাসনকার্যক্রম পরিচালনা করা অত্যন্ত জটিল একটা বিষয় । কারণ এটি আমাদের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সুরক্ষা এবং নিরাপত্তার অপরিহার্যতা জড়িত ভারসাম্য বজায় রাখতে বাধ্য করে ।

পিটার হাস বলেন, আসুন, আমরা প্রথমেই অর্থনীতির বিষয় নিয়ে কথা বলি । এই শতকে প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগ ও উদ্ভাবনকে উৎসাহিত না করে বিশ্বের কোনো দেশের পক্ষেই সফল হওয়া সম্ভব হবে না । বাংলাদেশে আমাদের মিশনের কাজের অগ্রাধিকারগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বাংলাদেশের অর্থনীতির সম্প্রসারণ এবং বহুমুখীকরণের মাধ্যমে একটি টেকসই ও যৌথভাবে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাওয়া, এমন একটি অর্থনীতি গড়ে তোলা, যা বৃহত্তর আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক বাণিজ্যের জন্য উন্মুক্ত । আমরা আমাদের লক্ষ্যকে বাংলাদেশ সরকারের লক্ষ্যের সাথে মিলিয়ে নিয়েছি । বাংলাদেশকে বৈশ্বিক অর্থনীতির সাথে আরো সংযুক্ত করতে এবং বাণিজ্য ও বিনিয়োগ বাড়ানোর জন্য বাংলাদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি সহায়ক পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে, যাতে করে বৈশ্বিক ব্যবসায়ীরা এখানে আসতে আগ্রহ বোধ করেন এবং তারা একটি আমন্ত্রণমূলক পরিবেশ খুঁজে পান ।

আমেরিকান রাষ্ট্রদূত বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বাংলাদেশে বিনিয়োগ করা ও এখানে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির ইচ্ছার কথা জানতে পেরেছি । বাংলাদেশের বাজার খুবই আকর্ষণীয় । আর এই কারণেই, আমরা সম্প্রতি দূতাবাসে একটি ফরেন কমার্শিয়াল সার্ভিস অফিস চালু করেছি । তবে একই সময়ে, আমরা ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে এই আশঙ্কার কথা শুনতে পাই যে, প্রস্তাবিত নতুন আইন ও প্রবিধানগুলো তাদের জন্য এখানে ব্যবসা করা আরো কঠিন করে তুলবে । এই বিষয়ে আমি একটু খোলামেলাভাবেই বলি, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দিক থেকে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন এবং তথ্য মন্ত্রণালয়ের ডিজিটাল, সোশ্যাল মিডিয়া এবং ওভার-দ্য-টপ প্ল্যাটফর্মগুলোর জন্য প্রণীত প্রবিধানগুলোর পাশাপাশি খসড়া ডাটা সুরক্ষা আইন নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে । কারণ, আমরা যেহেতু বাংলাদেশ সরকারের সাথে আমাদের অংশীদারিত্বকে মূল্য দিই, তাই আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা সরকারের কাছে সরাসরি তুলে ধরেছি ।

এবার আমাদের কয়েকটি উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার কথা বলি । আমরা উদ্বিগ্ন যে, ডাটা সুরক্ষা আইন যদি ডাটা স্থানীয়করণের প্রয়োজ-নীয়তাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার শর্ত দিয়ে অনুমোদন করা হয় তাহলে বর্তমানে বাংলাদেশে কাজ করছে এমন কিছু আমেরিকান কোম্পানি বাংলাদেশের বাজার ছেড়ে যেতে বাধ্য হতে পারে । একইভাবে অনলাইন প্ল্যাটফর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যদি কোম্পানিগুলোকে ব্যবহারকারীদের তৈরি করা কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুর কারণে অপরাধের দায় নিয়ে ফৌজদারি আইনের মুখোমুখি হতে হয়, তাহলে তারা এখানে তাদের ব্যবসায় বিনিয়োগ করা থেকে বিরত থাকবে । এর পরিণতি বাংলাদেশের জন্য খুবই নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । প্রায় ২,০০০ এরও বেশি স্টার্টআপকে ব্যবসা ছেড়ে দিতে হতে পারে এবং প্রতিদিন যে কোটি কোটি বাংলাদেশী ব্যবহারকারী তাদের সেবা নিচ্ছেন, তারা আর এই সেবাগুলো পাবেন না ।

পিটার হাস আরো বলেন, ব্যবসাকে আকর্ষণ করার জন্য উদ্ভাবনের সংস্কৃতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ আর এজন্য অনলাইন উন্মুক্ত ও স্বাধীন হওয়া দরকার । আর সেই সূত্রে পরবর্তী যে বিষয়টি আলোচনায় চলে আসে সেটা হলো মানবাধিকার । যুক্তরাষ্ট্র ব্যবহারকারী ও ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সুরক্ষার জন্য অনলাইন বিষয়বস্তু পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং এটি কোনো সহজ কাজ নয় । তবে আমরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মের যে খসড়া আইন দেখেছি, সেখানে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হবে এমন অনলাইন কনটেন্ট বা বিষয়বস্তুর সংজ্ঞার বিস্তৃত পরিসর নিয়ে আমাদের উদ্বেগ রয়েছে ।

তিনি বলেন, আমরা সাম্প্রতিক ঘোষণার বিষয়ে উদ্বিগ্ন যে ১৯১টি অনলাইন নিউজপোর্টাল ব্লক করার ঘোষণা দেয়া হয়েছে । সমালোচনা গ্রহণ করার সক্ষমতা এবং অপ্রীতিকর বক্তব্য হলেও বাকস্বাধীনতা নিশ্চিত করা শক্তিশালী গণতন্ত্রের বৈশিষ্ট্য । যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাস নাগরিক সমাজের অনেক সংস্থা এবং সাংবাদিকদের কাছ থেকে এই আইন বিষয়ে শুনেছে । তাদের ভয় হলো, এই নিয়ম ও আইন মৌলিক মানবাধিকার ও স্বাধীনতাকে সীমিত করবে । ডাটা সুরক্ষা আইনের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য । আমরা উদ্বিগ্ন যে, ডাটা সুরক্ষা আইনের সর্বশেষ খসড়ায় একটি স্বাধীন ডাটা তদারকি কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থা রাখা হয়নি এবং এই আইনে ফৌজদারি শাস্তি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । যদিও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রতিটি দেশ তাদের স্থানীয় প্রেক্ষাপটকে অবশ্যই বিবেচনায় রাখবে কিন্তু আমরা বাংলাদেশসহ সব দেশকে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট আন্তর্জাতিক মানদণ্ডগুলো সমুন্নত রাখার আহ্বান জানাই । অন-লাইন বক্তৃতা এবং ডাটা সুরক্ষা করা সহজ কাজ নয় ।

Flight
LOWEST PRICE CHALLENGE
GLOBAL
NY 1 TRAVELS, INC
MIRZA M ZAMAN
আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীন
ফ্লাইটের টিকেট
সুলভ মূল্যে ক্রয় করুন
বাংলাদেশের ফ্লাইটের টিকেটে
রয়েছে বিশেষ ছাড় !!!
37-18 74th Street, Suite # 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

COMPUTER IT TRAINING
& JOB PLACEMENT
MyTechUSA
"YOUR DREAM BECOME TRUE"
Why "MyTechUSA"
- We "MyTechUSA" Company is taking our community members IT career dream on our Shoulder to make it real!
- After Job Placement we provide continuous support to our students while they are on the Job!
- Our courses are very much affordable! We Pay $500 referral bonus.
- We don't leave our students alone OR leave them behind from the beginning till the end of the course!

DATABASE → ADMINISTRATION
→ ENGINEERING
Microsoft
SQL Server
ORACLE
Azure
mongoDB.
NoSQL
Please Contact:
Zia Uddin Ahamed
CEO & President
Phone: 347-597-0885
571-208-5450
813-767-4600
E-mail: ziaahamed@ymail.com

Khalil Biryani House
খলিলের
খাবার দিয়ে আপনার
অনুষ্ঠান হয়ে উঠুক
জমজমাট
সম্পূর্ণ স্বাস্থসম্মত উপায়ে প্রস্তুত
2062 McGraw Ave
Bronx, NY 10462
Phone: 347-621-2884
1457 Unionport Rd.
Bronx, NY 10462
Phone: 718-409-6840
www.KHALILSFOOD.com

PEOPLE TECH
DevOps
Scrum Master
& Product Owner
( 100% Scholarship for Training & Job Placement, Condition applied )
Saturday & Sunday
9:00 AM To 2:00 PM Starting from
NOV 02 2019
Saturday & Sunday
2:30 PM To 7:30 PM Starting from
NOV 02 2019
Software Testing (QA) Training & Job Placement
New York In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
October 19, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
October 22, 2019
VA In Class Batches
Weekend Morning
9:00 AM To 2:00 PM
Selenium Starting from
November 16, 2019
Weekdays Evening
6:00 PM To 11:00 PM
Selenium Starting from
November 26, 2019
www.piit.us

# VIVID MORTGAGES® INC.

*Crystal Clear Loans®*

## আপনার স্বপ্নের বাড়ি



ট্যাক্স রিটার্ন ছাড়াই
১ বছর ট্যাক্স রিটার্ন
তুলনামূলক সুদের হার
সর্বনিম্ন ৩.৫% ডাউন পেমেন্ট

আমরা ইসলামিক লোন করি

বিনামূল্যে পরামর্শ ও প্রি-এপ্রুভালের জন্য যোগাযোগ করুন
হোপ সেকিজি **NMLS# 244341**

**Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557**

hope@vividmortgages.com
www.vividmortgages.com

## *YOUR DREAM HOUSE*



No Tax Returns
1 Year Tax Return
Copmpetitive Interest Rates
Down Payment
as low 3.5%

## For Free consultation & Pre-Approval

**Hope Sekezi : NMLS # 244341**

**Phone: 718-831-2800, Fax: 718-831-2100, Toll Free 800-880-8557**

hope@vividmortgages.com www.vividmortgages.com

**211-35 Jamaica Ave. Queens Village, NY 11428**

REGISTERED MORTGAGE BROKER NYS DEPARTMENT OF FINANCES SERVICES NMLS # 1279925
ALL LOANS APPROVED THROUGH 3RD PARTY PROVIDERS

vividmortgages is registered Traders of vivid mortgage Inc All rights reserved

EQUAL HOUSING OPPORTUNITY



# একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হচ্ছে লিটু আনামের মহাকাল

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** অমর একুশে বইমেলা-২০২৩ এ প্রকাশিত হচ্ছে নিউইয়র্ক প্রবাসী কথা সাহিত্যিক লিটু আনামের উপন্যাস মহাকাল। বই সম্পর্কে লেখক বলেন- এটি একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প বললে ভুল হবে কিনা সেটা নিয়ে আমি নিজেও নিশ্চিত করে বলতে পারছি না। লুকুপুতু প্রেমের গল্প লেখা তো আমাকে দিয়ে হবে না। প্রতিটি গল্প আমরা মানুষের জীবন থেকেই নিয়ে থাকি কিন্তু একেক জনের বলার ধরন একেক রকম। একটু ছোট্ট মিষ্টি ভালোবাসার গল্পকে আমি আমার মত করে বলতে চেষ্টা করেছি মাত্র। আশা করি আমার পাঠক মহলে সমাদ্রিত হবে।

মহাকাল প্রকাশিত হবে প্রিয়মুখ প্রকাশনী থেকে। বইমেলাতে প্রিয়মুখ ১৩১-১৩২ নং স্টলে পাওয়া যাবে। মেলার পর রকমারি এবং লিটু আনাম ডক কম নামক লেখকের নিজস্ব ওয়েব পেজ থেকে অর্ডার করা যাবে। বইটির প্রচ্ছদ করেছেন হোসেন শাহরিয়ার তৈমুর এবং অলংকরণ করেছেন রায়হান শশী।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শন বিভাগে স্নাতক ও স্নাতোকত্বর সম্পন্ন করে বর্তমানে আমেরিকা প্রবাসী নিউইয়র্কে বসবাসরত বাঙালীদের মধ্যে তরুন উদ্যোক্তা ও সমাজকর্মী, সাংবাদিক ও কলামিস্ট হিসেবে তার যথেষ্ট পরিচিতি রয়েছে। পেশায় ব্যবসায়ী হলেও বাংলা সাহিত্যর প্রতি অনুরাগ থেকেই সাহিত্য চর্চা শুরু। লেখকের ছোট গল্প চতুষ্কোণ ও চতুর্ভুজ, থ্রিলার নিকিতার অভিযান, ফিকশন- দানব, শিশুতোষ গল্প সুজানা এবং দার্শনিক সিরিজের- দার্শনিক কম চিন্তাবিদ বেশী এবং নীলা সেদিন নীল শাড়ী পরেছিল নামে আরো সাতটি বই প্রকাশিত হয়েছে যা পাঠক প্রিয়তাতা লাভ করে।




# জানুয়ারীতে রপ্তানি আয় ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়ালো

**ঢাকা ডেস্ক:** করোনা মহামারির পর চলমান রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক সংকটে রয়েছে বিশ্ব। গত বছর কেটেছে এই সংকটে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়েছে। এর মধ্যে নতুন বছরের শুরুতেই দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের মূল্যবৃদ্ধি ব্যবসায়ীদের আরও বিপাকে ফেলেছে। এসব সংকটের মাঝে চলতি বছরের জানুয়ারী মাসে রপ্তানি আয়ে প্রবৃদ্ধি হয়ে ৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়েছে। তবে প্রবৃদ্ধি হলেও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়নি। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) প্রকাশিত তথ্যে দেখা যায়, জানুয়ারিতে বিভিন্ন পণ্য রপ্তানি করে ৫১৩ কোটি ৬২ লাখ ডলার আয় করেছে বাংলাদেশ। এই আয় আগের বছরের একই মাসের ৪৮৫ কোটি ডলারের চেয়ে ৫.৮৯ শতাংশ বেশি। তবে এবারের জানুয়ারির ৫২৪ কোটি ৬০ লাখ ডলারের লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ২.১০ শতাংশ কম। জানুয়ারীতে রপ্তানি আয়ের লক্ষ্যমাত্রা ছিল ৫ হাজার ২৪৬ কোটি টাকা।

এর আগে গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসেও ৫ বিলিয়ন ডলারের বেশি পণ্য রপ্তানি করতে পেরেছিল বাংলাদেশ। সবশেষ ডিসেম্বর মাসে ৫৩৬ কোটি ৫২ লাখ ডলার আয় হয় রপ্তানি থেকে, যা বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বোচ্চ।

এদিকে সংস্থাটির তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-জানুয়ারী এই ৭ মাসে রপ্তানি আয় হয়েছে ৩২ হাজার ৩৩৭ কোটি ডলার। এ সময় তৈরি পোশাক ছাড়া অন্য কোনো পণ্যে প্রবৃদ্ধি হয়নি। এই ৭ মাসে মোট দুই হাজার ৭৪১ কোটি ডলারের তৈরি পোশাক রপ্তানি হয়েছে, যা মোট রপ্তানি আয়ের ৮৪.৫০ শতাংশ। গত অর্থবছরের তুলনায় এ খাতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ১৪.৩১ শতাংশ।

ইউরোপ ও আমেরিকার বাজারে উচ্চ মূল্যস্ফীতির কারণে গত ৪ মাস ধরেই দেশে ক্রয়াদেশ কমে যাওয়ার কথা বলে আসছিলেন প্রধান রপ্তানি খাত তৈরি পোশাকের শিল্প মালিকরা। এর সঙ্গে দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের সংকট যুক্ত হওয়ায় রপ্তানি খাতের দুরবস্থা বোঝাতে জানুয়ারি মাসে রপ্তানি প্রবৃদ্ধি নেতিবাচক দিকে চলে যেতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন তারা। তবে বাস্তবে তা ঘটেনি।

তৈরি পোশাক রপ্তানি মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএ পরিচালক মহিউদ্দিন রুবেল বলেন, যদি আমরা একক মাস বিবেচনা করি, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আমাদের রপ্তানি আয় ছিল ৪.৪২ বিলিয়ন ডলার। যা ২০২২ সালের একই মাসের তুলনায় প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৮.২৪ শতাংশ। বিজিএমইএ পরিচালক বলেন, যদিও আমরা গত কয়েক মাস ধরে ৪ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি রপ্তানি আয় বজায় রাখছি।




# আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৩



অমর একুশে

## বাংলাদেশের অর্জনের দিন

### আমন্ত্রিত অতিথিদের জন্য




**তারিখ :** ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৩, সোমবার

**সময় :** সন্ধ্যা ৫টা থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি রাত ১টা

**গুলশান টেরেস, উডসাইড, নিউইয়র্ক**



বীর মুক্তিযোদ্ধা আবু জাফর মাহমুদ
প্রেসিডেন্ট এণ্ড সিইও
৬৪৬-৬৭৯-০৯৬৬
netlake111@gmail.com
বাংলা সিডিপ্যাপ সার্ভিসেস ও অ্যালেগ্রা হোম কেয়ার ইনক্

“নিজস্ব ভাষা সংস্কৃতির প্রতি সম্মান, অস্তিত্বের মর্যাদা
মানুষ মানুষের জন্য দেশপ্রেম স্বদেশের জন্য
মানুষের জন্য দরদী সেবা, আমাদের অঙ্গীকার
বাঙালির জন্য বাঙালির সেবা, মানুষ মানুষের জন্য
সবকিছুর শুরু ও শেষ, বাংলাদেশ
পৃথিবীতে ভালোবাসা ছাড়া কোনো যত্ন নেই”

Multinational Performance




জয় বাংলা জয়বাংলাদেশ

# জয় বাংলাদেশ ইনক

BANGLA CDPAP SERVICES

ALEGRA HOME CARE INC.
Care With Love Is Humanity

# সাহিত্যসাময়িকী

## নিজের স্পেসস্টেশন
### গোলাম কিবরিয়া পিনু

তোমাকে কে দেবে স্পেস?
ওরা তো কখনো দেবে না!
তুমি কি ক্ষমতাশালী আমলা?
গামলায় তো তোমার ভাতের সাথে নেই
এক টুকরো মাংস!

তুমি তো নও ভুঁইফোড় রাজনীতিক
ফুলেফেঁপে শুধু ভুঁড়ি নয়–
সম্পদও নভস্থলে পৌঁছেছে!

তোমাকে কে দেবে স্পেস?
ওরা তো কখনো দেবে না!
তোমার বেগম তো কানাডার বেগমপাড়ায় থাকে না!
তুমি তো আর পাঁচতারা হোটেলে নিয়ে গিয়ে
দুই পেক দামি মদ গিলাতে পারবে না!

তোমাকে কে দেবে স্পেস?
ওরা তো কখনো দেবে না!
তুমি তো তাদের বউসহ নিজের গাড়িতে নিয়ে
পদ্মাব্রিজ দেখাতে পারবে না!
এমন কি কাঁটাবন থেকে একটি ক্রেস্ট তৈরি করে নিয়ে
কৃত্রিম অনুষ্ঠানে তা হাতে তুলে দিতে পারবে না।

তুমি এতদিনে ঠেকে ঠেকে বুঝেছো–
নিজের স্পেসস্টেশন তৈরি করে নিয়ে,
নিজের শাটলযানে নিজের দিগন্তে পৌঁছাতে হয়!

## বারহাট্টা
### মাহবুবা ফারুক

বুকের ঝিনুকে মুক্তো হয়ে জমেছে তোমার নাম
ভালোবাসার নিঃশ্বাস থেকে তার জন্ম
প্রেমের ধুলো থেকে তার শুরু
তারপর শুধু বিস্তৃতি
বাতাসে বাতাসে
রটিয়ে
দেয়া-
দেখ দেখ
এখানে একটি
ভালোবাসার দানা
জন্ম নিয়েই হয়েছে হৃদয়ের অলঙ্কার
বুকের ওমে বেড়ে ওঠে দামি করেছে বুকের খাম।



## ত্যাগের মানস চাই
### দিলীপ কির্ত্তুনিয়া

প্রবৃত্তি আমাকে কত সহজে নিয়ে যায়
তার বশে। ভাবতেও পারি না আমি
ভুল পথে হাঁটবো
চোরা পথে পা বাড়াবো
কানাগলি অন্ধকারের দিকে যাবো।

শক্তিশালী প্রবৃত্তির পাশে
সংযত হওয়ার শক্তি কত ক্ষুদ্র!
জীবনে জাগরণের চেয়ে
ঘুমিয়ে থাকার প্রবণতা বেশি।
নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হেরে যাচ্ছে

আর আমি বারবার
সেই পাপ পঙ্কিল্ে সেই গ্লানির পুকুরে।
আমার ভেতর নষ্ট হবার বাসনা থাকে
আর সেই বাসনা বড়ো তেজোদ্দীপ্ত
বড়ো বেপরোয়া।

একটি ত্যাগী অস্ত্র পারে
কেবল তাকে রুখে দিতে।
ত্যাগের মানস চাই সবসময় সর্বক্ষণ।

## মৃত্যুর কারাবাস
### সাজ্জাদুর রহমান

পৃথিবীর বোধের কাছে করজোড়ে বলেছিলাম
সময় করে সূর্যোদয় রেখো আমার ঘুমন্ত শিয়রে,
চোখমেলে তাকাবো-
তোমার চোখে দেখবো রোদেলা কাশবন।

হাঁটুগেড়ে বসেছিলাম সমুদ্র শরীর,
করজোড় সারল্যে বলি সমুদ্র আকাশ হও,
সে আসতে পারে পঙ্খীরাজে চড়ে-
সমুদ্র আমাকে ধার দিলো জলোচ্ছাস
প্রেম-প্রীতি-ভালোবাসা, উড়ে গেলো!

বুকের খাসজমিনে বুনেছি রক্তাক্ত বীজের অঙ্করেখা
জীবন সারল্যে জন্মাক স্নাত সকালের হলুদ ফুল
আর দুঃখ বিক্রির হাটে নিলাম হোক উত্তাল শোক!

আশ্চর্য স্বত্ত্বার নীলাকাশে জাল বুনলো মাকড়শা
বুকজুড়ে হাপড় টানে বিসর্জনের প্রণয় দহন
খন্ডিত মনস্তাপ গৃহে জাবর কাটে মৃত্যুর কারাবাস।

## এফ সমানুপাতিক এমএ
### সনজিৎ নারায়ণ চৌধুরী

মহাশূন্যের অসীমতার মাঝে যা কিছু রচনা
সেখানকার দূর্বিনীত শক্তি অসহ্য পরাক্রমতায়
ছোট প্রাণীকে অবলীলায় গ্রাস করতে চায়
প্রকৃতির বৈরীতার বিরুদ্ধে চলছে বাঁচার লড়াই।

পৃথিবীর আকর্ষণ মহাশূন্যে ছড়িয়ে যায় না
নিজস্ব স্বকীয়তার জন্যে ধরে রাখে নিবিষ্টতায়
ধাঁ ধাঁ লাগিয়ে দেয় ক্রীড়ানক মানুষের প্রাণে
অবিরাম চলন্ত যুদ্ধ-যা কখনো শেষ হবে না।

## নীরবতাই কবিতা
### ওমর ফারুক জীবন

আপাতত নীরবতাই মুখর কবিতা,
তুমি তার পাশে থেকো কোলাহল,
আবৃত্তি করো নৈঃশব্দ্য।

তার থেকে ছড়িয়ে পড়ুক স্ফুরণ,
তার থেকে স্তব্ধতা ও বিস্ফোরণ,
টুকরো টুকরো ইসপ্লিন্টারগুলো
ছড়িয়ে পড়ুক।

না হয় আরও কিছু ক্ষত বাড়ুক
নীরবে, আরও ক্ষরণ ও রক্তপাত
শেষে, এই-ই নিরাময় এই শুশ্রুষা,
এই-ই দয়িত ও দয়িতা।

## সুখ আছে কোথায়?
### গোলাম রব্বানী

কষ্ট কোথাও নেই, সুখ আছে কোথায়?
দুখের দরজা এঁটে বিশ্রামে আছে সুখসন্তান।

স্বপনে জাগে বিভোর ঘুমপাড়া
সুখ আছো কোথায়?

কুয়াশা অথবা তুষারপাত
ছেয়ে যায় এখানে প্রাণপতনের মত
হাসিমুখ কালো হাঁড়ির তলা
রঙিন পৃথিবী মেলে- সুখ আছো কোথায়?

দম বন্ধ হওয়া সময়বাকী
জলের গানে হৃদয়ে বসন্ত আমি আনি
কখন জানি সময়ে বারোটাবাজা
সুখ আছো কোথায়?

কষ্ট কোথাও নেই, সুখ আছে কোথায়?
দরজা জানালা কিংবা দুয়ার যেখানে আছে আঁটা!

## উৎসমূল
### বেনজির শিকদার

পৃথিবীর পথে হেঁটে হেঁটে যাই মানুষ পেছনে ফেলে
পুরো পৃথিবীই একসাথে পাই মানুষের কাছে গেলে।
পাহাড়ে গিয়েছি আদিতে মিশেছি হেঁটে গেছি বহুদূর।
মগ্নতা শেষে মোহিত করেছে আদি-মানবের সুর।

জগতের যত ফুলের বাগান শিল্পরঙের টান,
মুগ্ধ করেছে পাখির কাকলী অনামি বাউল গান।
কাছে টেনে নিয়ে মৃত্তিকা বধূ নিকটে ডেকেছে মায়া।
মানুষের কাছে ফিরে এসে দেখি মানুষে আমার ছায়া।

দূরাগত ক্ষণ এগিয়ে এসেছে হেঁটেছি অচেনা পথে।
আহত বেদনা বেড়ে গেছে রোজ জখম-বিনাশী ক্ষতে!
হতাশার কাছে গল্প শুনেছি আশাহত হয়ে রোজ;
যাপনের যত শিল্প-সাধনা মানুষে পেয়েছি খোঁজ!

আকাশযাপনে উদার হয়েছি গিয়েছি জলের ধারে।
নিজের মধ্যে ডুব দিয়ে দেখি চিনিনি তো আপনারে!
কোথায় আমার আদ্য নিবাস কোথায় আমার গতি?
মানুষের কাছে ফিরে ফিরে যাই ভুলে সেই পরিণতি!

মানুষের হাতে হাত রেখে চলি মানুষেরই দমে বাঁচি;
বেলাশেষে তাই থেমে যেতে চাই মানুষের কাছাকাছি!

# Immigrant Elder Home Care LLC

# হোম কেয়ার



আপনার পিতা-মাতা, শ্বশুর-শাশুড়ী, প্রতিবেশী এবং
বন্ধু বান্ধবদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন।

## আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।



**Call Today:**

**Dr. Md. Mohaimen**
**718-457-0813**
Fax: 631-282-8386
718-457-0814

**Giash Ahmed**
Chairman/CEO
**917-744-7308**

**Nusrat Ahmed**
President
**718-406-5549**

Email: giashahmed123@gmail.com
web: immigrantelderhomecare.com

| Corporate Office | Jamaica Office | Long Island Office | Bronx Office | Ozone Park Office | Buffalo Office |
|---|---|---|---|---|---|
| 37-05 74st, 2nd Fl<br>Jackson Heights, NY 11372<br>917-744-7308, 718-457-0813 | 87-54 168th Street, 2nd Fl<br>Jamaica, NY 11432<br>718-406-5549 | 1 Blacksmith Lane<br>Dix Hill, NY 11731<br>718-406-5549 | 2148 Starling Ave.<br>Bronx, NY 10462<br>718-406-5549 | 175 B Forbell Street<br>Brooklyn, NY 11208<br>718-406-5549 | 859 Fillmore Ave<br>Buffalo, NY 14212<br>718-406-5549 |



# মাহিকে উপ-কমিটিতে রাখতে বললেন ওবায়দুল কাদের

**বিনোদন ডেস্ক:** চিত্রনায়িকা মাহিয়া মাহিকে আওয়ামী লীগের সংস্কৃতিবিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য করতে বলেছেন দলটির সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। শুক্রবার (৩ ফেব্রুয়ারী) সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের দপ্তর সম্পাদককে নির্দেশ দেন ওবায়দুল কাদের। এ দিন সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগের সভাপতির ধানমন্ডির রাজনৈতিক কার্যালয়ে সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে দেখা করতে আসেন মাহিয়া মাহি।

দলীয় সূত্র জানায়, ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে দেখা করে এলাকায় রাজনৈতিক কর্মকান্ডে নিজেকে সক্রিয় রাখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন মাহিয়া মাহি। তখন দলের ওবায়দুল কাদের উপস্থিত দপ্তর সম্পাদক ব্যারিস্টার বিপ্লব বড়ুয়াকে নির্দেশ দিয়ে বলেন, সামনে উপ-কমিটি হবে, তাকে যে কোনো উপ-কমিটিতে রেখে দিও। এ সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত নেতাকর্মীরা মাহিয়া মাহিকে সংস্কৃতি বিষয়ক উপ-কমিটিতে রাখার কথা বললে তাতে সায় দেন ওবায়দুল কাদের।

এব্যাপারে জানতে চাইলে চিত্র নায়িকা মাহিয়া মাহি বলেন, আমাকে সংগঠনের জন্যে কাজ করতে বলা হয়েছে। মাহিয়া মাহির স্বামী রাকিব সরকার বলেন, সংস্কৃতি বিষয়ক উপ-কমিটি বা কোথায় কাজ করা যায় সেটা নিয়ে কথা বলেছেন সাধারণ সম্পাদক। একইসঙ্গে মাহিকে দলের জন্য কাজ করতে বলেছেন।

# ‘মিস্টার পার্ফেকশনিস্ট’ সিনেমায় প্রধান চরিত্রে সালমান



**বিনোদন ডেস্ক:** ভারতীয় চিত্রনাট্যকার আমির খান প্রযোজিত ‘মিস্টার পার্ফেকশনিস্ট’-এ প্রধান চরিত্রে দেখা যাবে বলিউড অভিনেতা সালমান খানকে। ভারতের জনপ্রিয় চলচ্চিত্র ওয়েবসাইট পিংকভিলা জানিয়েছে, আমির খান প্রোডাকশন ব্যানারের সিনেমাটি পরিচালনা করবেন আরএস প্রসানা।

প্রায় তিন দশক আগের জনপ্রিয় কমেডি ‘আন্দাজ আপনা আপনার’ পর এই প্রথম দুই তারকা একসঙ্গে কাজ করবেন। প্রযোজনার পাশাপাশি সৃজনশীল অনেক বিষয়ে সম্পৃক্ত থাকবেন আমির। ১৯৯৪ সালের সেই সিনেমার পর ভালো বন্ধু হিসেবেই পরিচিতি পেয়েছিলেন আমির-সালমান। গত সপ্তাহে সালমানকে আমিরের বাসাতে দেখা গেলে তা নিয়ে শুরু হয় জল্পনা। এর বাইরেও তারা গত এক মাসে একাধিকবার দেখা করেছেন। ফলে এই সাক্ষাৎ যে কেবল বন্ধুত্বের জায়গা থেকে নয়, বরং কাজের সুবাদেই তাদের দেখা সাক্ষাৎ হচ্ছে- তা বুঝতে বাকি নেই কারো।

চলচ্চিত ওয়েবসাইটি আরও জানিয়েছে, গত ছয় মাস সিনেমার স্ক্রিপ্ট নিয়ে নির্মাতা আরএস প্রসানার সঙ্গে রীতিমতো ডুবে ছিলেন আমির। চূড়ান্ত স্ক্রিপ্ট পেয়েই আমিরের মনে হয়েছে, তার নতুন সিনেমার প্রধান চরিত্রে সালমানই সবচেয়ে ভালো করবেন। বন্ধুর সিনেমায় কাজ করতে সালমানও ইতোমধ্যে আগ্রহ দেখিয়েছে বলে খবর এসেছে। আগামী ২১ এপ্রিল ক্যাটরিনা কাইফ ও ইমরান হাশমির সঙ্গে টাইগার-৩ সিনেমায় সালমান খানকে দেখা যাবে।



# যে সফলতা দিয়ে বছর শুরু করলেন পূজা

**বিনোদন ডেস্ক:** বর্তমানে পূজা ব্যস্ত দক্ষিণী সুপারস্টার মহেশ বাবুর সঙ্গে ‘এসএসএমবি ২৮’ ছবির শুটিংয়ে। ইতোমধ্যে ওটিটি প্ল্যাটফরম নেটফ্লিক্স ৮১ কোটি রুপি দিয়ে ছবির স্বত্ব কিনে নিয়েছে।

সালমান খান থেকে মহেশ বাবু–বছরটা যেন পূজা হেগড়ের। এ বছরই মুক্তি পাচ্ছে অভিনেত্রীর দুটি বড় বাজেটের সিনেমা। আগামী ২১ এপ্রিল ঈদে মুক্তি পাচ্ছে সালমান খানের সঙ্গে ‘কিসি কা ভাই কিসি কি জান’। সিনেমাটির টিজার মুক্তি পেল গত ২৫ জানুয়ারি। টিজারেই আলো ছড়িয়েছেন পূজা।

পূজা তার কলেজজীবন থেকেই ফ্যাশন শোতে অংশ নিতেন। কলেজজীবন থেকেই তার মডেলিং ক্যারিয়ারের যাত্রা শুরু। ২০০৯ সালে ‘মিস ইন্ডিয়া ট্যালেন্টেড’-এর খেতাব জেতেন তিনি। পরের বছর তিনি ‘মিস ইউনিভার্স ইন্ডিয়া-২০১০’ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি সে বছরই ‘মিস ইন্ডিয়া সাউথ গ্লামার্স-২০১০’-এর মুকুট জেতেন।

পূজা ২০১২ সালে তামিল সিনেমা ‘মুগামুদি’র মাধ্যমে অভিনয়জীবন শুরু করেন। এর পর ২০১৪ সালে ‘ওকা লায়লা কোসাম’ দিয়ে তেলেগু সিনেমায় আত্মপ্রকাশ করেন। এর পর হৃতিক রোশনের সঙ্গে আশুতোষ গোয়ারিকরের পরিচালনায় ‘মাহেঞ্জোদারো’র মাধ্যমে অভিনেত্রী হিসেবে বলিউডে যাত্রা শুরু করেন।

গত বছর মুক্তি পেয়েছে পূজা হেগড়ে অভিনীত ও রহিত শেঠি পরিচালিত সিনেমা ‘সার্কাস’। রণবীর সিং ছাড়াও এতে শেহনাজ গিল, পলক তিওয়ারি, সিদ্ধার্থ নিগম, জসসি গিল অভিনয় করেন।

# ‘মন ময়ূরী’তে এক যুগ পর দেখা যাবে ইমরান-কোনালকে



**বিনোদন ডেস্ক:** ১৪ ফেব্রুয়ারী ভালোবাসা দিবসকে সামনে রেখে তারকা গায়ক ইমরান মাহমুদুল ও কোনালের ‘মন ময়ূরী’ শিরোনামের একটি গানচিত্র প্রকাশিত হবে। সিএমভি ইউটিউব চ্যানেলে প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছে প্রযোজনা সংস্থা। একই রিয়েলিটি শো থেকে উঠে আসা এই দুই তারকাকে এক যুগের ক্যারিয়ারে একসঙ্গে মিউজিক ভিডিওতে দেখা যায়নি। এখানে প্রথম দেখা মিলবে তাদের।

এদিকে গানটির সুর ও সংগীত করেছেন শাহরিয়ার মার্সেল, লিখেছেন মানজু মান আরা। মিউজিক ভিডিও পরিচালনা করেছেন সৈকত রেজা। থাকছে আদিবাসীদের আঞ্চলিক গানের কিছু কথাও।

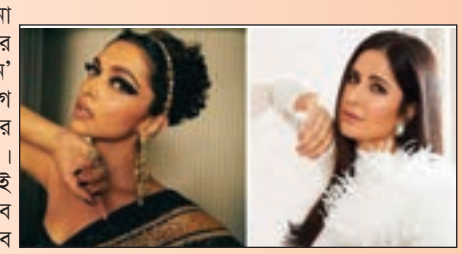
কোনালের সঙ্গে প্রথম মিউজিক ভিডিওর অনুভূতি জানিয়ে ইমরান বলেন, আমি রোমান্টিক ভিডিও বেশি করি; কিন্তু এটা ওই টাইপের গান ভিডিও না। ফান, ডান্স মিলিয়ে খুবই রিদমিক একটি গান। সবার ডান্স পারফর্মের জন্য উপযোগী গান। নতুন কম্বিনেশনটা দর্শক-শ্রোতাদের ভালো লাগবে এবং স্ক্রিনে আমাকে ও কোনালকে দেখে তারা আনন্দ পাবে।

কোনাল বলেন, আমি এমনিতেই মিউজিক ভিডিও কম করি। কারণ ভিডিওতে গেলে নাচতে হয়। আর আমি নাচতে মোটেও স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি না। এজন্য আগে টুকটাক যে মিউজিক ভিডিওগুলো করেছি ডান্স থাকে বলে ভিডিওতে আসিনি; কিন্তু মন ময়ূরী গানটা এতো ভালো যে কারণে ভিডিও করতে রাজি হয়েছি।

গানটি অনেকটা নাচের, শুনেই নাচতে মন চাইবে! বিয়ের মৌসুম, ভ্যালেন্টাইন ও বসন্তের পাশাপাশি সবকিছুকে টার্গেট করেই বানানো হয়েছে মন ময়ূরী।

# দুই খানের পর দীপিকা-ক্যাটরিনা!

**বিনোদন ডেস্ক:** বলিউড সিনেমা ‘পাঠান’ ব্যাপক সাফল্য পাচ্ছে। যশরাজের স্পাই ইউনিভার্স এর অংশ হিসেবে শাহরুখ, সালমানের উপস্থিতি ছবিটিকে অন্যমাত্রা দিয়েছে। তবে এবার নতুন করে শোনা যাচ্ছে, দীপিকা পাড়কোন ও ক্যাটরিনা কাইফকে দেখা যেতে পারে একই সিনেমায়! ‘পাঠান’ মুক্তির আগে সামাজিকমাধ্যমে ছবিটির প্রচার করেন ক্যাটরিনা। তারপর থেকেই অনুরাগীদের প্রশ্ন, কবে পর্দায় একসঙ্গে দেখা যাবে দীপিকা পাড়ুকোন ও তাকে।



ছবির সাফল্যের পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়েছিলেন ছবির চিত্রনাট্যকার শ্রীধর রাঘবন। তাকে প্রশ্ন করা হয়, ‘স্পাই ইউনিভার্সে’ কি কখনো রুবিনা ও জোয়াকে (দীপিকা-ক্যাটরিনা) একসঙ্গে দেখা যেতে পারে?

রাঘবনের উত্তর, সবটাই আদিত্য চোপড়ার মাথায় রয়েছে। একটাই স্পাই ইউনিভার্সে এই ঘটনাগুলো ঘটছে এবং আদিত্যর মাথায় এ নিয়ে অনেক ভাবনা-চিন্তা রয়েছে। চিত্রনাট্যকারের এই মন্তব্যে আশাবাদী দুই অভিনেত্রীর অনুরাগীরা।

এদিকে পাঠান মুক্তির আগে পাইরেসি রুখতে দর্শকদের কাছে আর্জি জানান শাহরুখ নিজে। ইনস্টাগ্রামে একটি স্টোরি পোস্ট করেন পাঠানের জন্য। সেই একই আর্জি জানিয়েছিলেন ‘এক থা টাই-গার’ এর জোয়া তথা ক্যাটরিনা। সেই স্টোরিতে দীপিকা পাড়ুকোনের নামও উল্লেখ করেন তিনি। উত্তরে নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে সেই স্টোরি শেয়ার করেন দীপিকাও।

প্রসঙ্গত, প্রাক্তন প্রেমিক রণবীর কাপুরকে নিয়ে দীপিকা ও ক্যাটরিনার মন কষাকষির খবর বলিপাড়ায় কারো অজানা নয়। একসময় একে অন্যের মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ ছিল দুই অভিনেত্রীর মধ্যে। সেই বরফ গলার আভাস লক্ষ করা যাচ্ছে। দুই ‘পাকিস্তানী এজেন্টের’ পর্দা মিলন দেখতে আগ্রহী দর্শকও।



# মাশরাফির বিপিএল কি শেষ?

ঢাকা ডেস্ক, ৬ ফেব্রুয়ারি : চলমান বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগে (বিপিএল) শুরু থেকেই উড়ছে সিলেট স্ট্রাইকার্স। একের পর এক ম্যাচ জিতে সবার আগে প্লে-অফ নিশ্চিতের পাশাপাশি পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষস্থান নিজেদের করে রেখেছে দলটি। তবে কোয়ালিফায়ারের আগে বড় এক দুঃসংবাদ পেল সিলেট। চোটের কারণে প্লে-অফে অনিশ্চিত অধিনায়ক মাশরাফি বিন মুর্তজা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে এমনটাই জানিয়েছেন সিলেট স্ট্রাইকার্সের হেড কোচ রাজিন সালেহ। তিনি বলেন, মাশরাফির চোটের যে অবস্থা তাতে গ্রুপের পরবর্তী ম্যাচগুলোতেও তাকে পাওয়া যাবে না। এমনকি প্লে-অফে তাকে পাওয়া নিয়েও রয়েছে শঙ্কা। মাশরাফির সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। সে আমাকে বলেছে গ্রোয়েনে ভালোই চোট পেয়েছে।

সুস্থ হতে কত দিন লাগতে পারে মাশরাফির, এমন প্রশ্নের জবাবে রাজিন সালেহ বলেন, ফিজিও বলেছে মাশরাফির সুস্থ হতে ১০-১২ দিন লাগতে পারে। সেই হিসেবে এখনই বলা মুশকিল যে সে কোয়ালিফায়ারে খেলতে পারবে কি না। তবে আমরা তার ব্যাপারে আশাবাদী।

চলতি বিপিএলে বল হাতে এখন পর্যন্ত সফলই বলা যায় মাশরাফিকে। ১০ ম্যাচে ১২ উইকেট নিয়ে আছেন শীর্ষ বোলারদের তালিকার সপ্তম স্থানে। ১১ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়ে তালিকার শীর্ষে ঢাকার অধিনায়ক নাসির হোসেন।

প্রসঙ্গত, গত ৩০ জানুয়ারি সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে খুলনা টাইগার্সের বিপক্ষে বল করার সময় চোট পান মাশরাফি। সেই চোটের কারণে শনিবার রংপুর রাইডার্সের বিপক্ষে ম্যাচে খেলতে পারেননি তিনি। তার পরিবর্তে অধিনায়কত্বের দায়িত্ব নিয়েও দলকে জেতাতে ব্যর্থ হন মুশফিকুর রহিম।



# সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে খেলবেন সাবিনারা

ঢাকা ডেস্ক, ৬ ফেব্রুয়ারি : সাফ জয়ী বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল নতুন বছরের প্রথম আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলবে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে।

অলিম্পিক বাছাইয়ের প্রস্তুতি হিসেবে ১৮ ফেব্রুয়ারি তাদের মাঠে হবে সাবিনা-সানজিদা-কৃষ্ণাদের পরীক্ষা। ফিফা র‍্যাংকিংয়ে বাংলাদেশের (১৪০) চেয়ে এগিয়ে রয়েছে সিঙ্গাপুর (১৩৪)। প্রথম ম্যাচটি ফিফা টায়ার ওয়ান হলেও পরেরটি হবে অনানুষ্ঠানিক।

পর দিন একই দলের বিপক্ষে হবে শুধুমাত্র প্রস্তুতি ম্যাচ। বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন (বাফুফে) সূত্রে জানা গেছে, দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ খেলতে চেয়েছিল বাংলাদেশ।

কিন্তু একটির বেশি খেলতে রাজি হয়নি সিঙ্গাপুর। ফলে ফিফা প্রীতি ম্যাচ হবে একটি, বাকিটা হবে প্রস্তুতি ম্যাচ। মার্চের পর এপ্রিলে ঢাকায় কম্বোডিয়ার বিপক্ষে দুটি ফিফা প্রীতি ম্যাচ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।



# বিপিএল খেলে পাকিস্তান গিয়ে এক ওভারে ৬ ছক্কা হাঁকান তারকা

ঢাকা ডেস্ক, ৬ ফেব্রুয়ারি : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের (বিপিএল) চলতি আসরে দুর্দান্ত ব্যাটিং করেন ইফতিখার আহমেদ। ফরচুন বরিশালের হয়ে ১০ ম্যাচ খেলে এক সেঞ্চুরি আর ৩ ফিফটির সাহায্য তৃতীয় সর্বোচ্চ ৩৪৭ রান করেন ইফতিখার।

পাকিস্তান সুপাল লিগের (পিএসএল) খেলা থাকায় বরিশালকে প্লে-অফে তুলে দিয়েই দেশে ফেরেন ইফতিখার। দেশে ফিরেই অংশ নেন পিএসএলের একটি প্রদর্শনী ম্যাচে। সেই ম্যাচে ১৯তম ওভারে পাকিস্তানের তারকা পেসার ওয়াহাব রিয়াজকে এক ওভারে ৬টি ছক্কা হাঁকান ইফতিখার।

রোববার কোয়েটার নবাব আকবর বুগতি স্টেডিয়ামে পাকিস্তান সুপার লিগের (পিএসএল) প্রদর্শনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় কোয়েটা গ্ল্যাডিয়েটর্স বনাম পেশোয়ার জালমি।

এ ম্যাচের ১৯তম ওভারে বল করতে এসেছিলেন পাকিস্তান দলে 'সাবেক' হয়ে যাওয়া তারকা পেসার ওয়াহাব রিয়াজ। সেই ওভারে রিয়াজের ৬টি বলই ছক্কা হাঁকান ইফতিখার।

সেই সময়ে ৪৪ বলে ৫৮ রানে ব্যাট করছিলেন ইফতিখার। সেই ওভারে টানা ছয় ছক্কা হাঁকিয়ে রেকর্ড গড়েন তিনি। ৫০ বলে ৯৪ রাখ করেন ইফতিখার।

এর আগে এক ওভারে ছয়টি ছক্কা হাঁকান গ্যারি সোবার্স, রবি শাস্ত্রী, হার্শেল গিবস, যুবরাজ সিং, রস হোয়াইটলি, হজরতউল্লা জাজাই, কায়রণ পোলার্ড, লিও কার্টার, থিসারা পেসারা।

গত বছর রঞ্জি ট্রফিতে ঋতুরাজ গায়কোয়াড এক ওভারে সাত ছক্কা হাঁকান। সেই ওভারে নো বলসহ সাতটি ছক্কা হাঁকান তিনি।

# রিয়ালের হার, শীর্ষস্থানের পয়েন্ট বাড়াল বার্সেলোনা

ঢাকা ডেস্ক, ৬ ফেব্রুয়ারি : পয়েন্ট টেবিলের তলানিতে থাকা সেভিয়ার বিপক্ষে মাঠে নামে বার্সেলোনা। রোববার প্রথমার্ধ থেকে আগ্রসী খেলা বার্সা গোলের দেখা না পেলেও, দ্বিতীয়ার্ধে গোল উৎসবে ৩-০ ব্যবধানে সেভিয়াকে হারিয়ে জয় তুলে নিয়েছে।

অপরদিকে একেই দিনে মায়োর্কার মাঠে ১-০ গোলে হেরেছে রিয়াল মাদ্রিদ। ফলে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী মাদ্রিদের এ পরাজয়ে ৮ পয়েন্ট এগিয়ে থেকে শীর্ষস্থান শক্ত করল বার্সেলোনা।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই গোল পেতে সবকিছুই করেছে জাভি হার্নান্দেজের শীষ্যরা। একের পর এক আগ্রসী খেলায় বিধ্বস্ত করে দিয়েছিল সেভিয়াকে। এতো কিছুর পরও প্রথমার্ধে গোল শূন্য নিয়ে বিরতিতে যায় দুই দল।

অপরদিকে বিরতিতে থেকে এসে গোল পেতে মরিয়া বার্সা ঘরের মাঠে প্রতিপক্ষকে আরও চেপে ধরে। দ্বিতীয়ার্ধের ৫৮ মিনিটে বদলি হিসেবে নামা বার্সা মি-ডফিল্ডার ফ্রাঙ্ক কেসি দারুণ এক পাস দেন জটলার মধ্যে দাঁড়িয়ে সেটিকে জালে জড়ান জর্ডি আলবা। তাতে দুর্বল প্রতিপক্ষের বিপক্ষে প্রথম লিড নিয়ে নেয় বার্সা।

এক গোলে পিছিয়ে থেকে সেভিয়া নিজেদের সাজিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। কিন্তু ৭০ মিনিটে গাভির গোলে বার্সার ব্যবধান দিগুণ করে নেয়। ফলে ২-০ তে পিছিয়ে পড়ে ম্যাচ থেকে কিছুটা ছিটকে যায় সেভিয়া।

অপরদিকে ৭৯ মিনিটে রাফিনহা সেভিয়ার জালে শেষ পেরেকটি টুকে দিয়ে জয় নিশ্চিত করে জাভির দল। শেষ পর্যন্ত ৩-০ গোলের জয় নিয়ে মাঠ ছাড়ে স্প্যানিশ জায়ান্টরা। এই জয়ে ক্লাবটি চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ থেকে ৮ পয়েন্ট এগিয়ে গেল।

অন্যদিকে এদিন চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদ ও মায়োর্কার বিপক্ষে ম্যাচে নামে। তবে ১-০ তে প্রতিপক্ষের মাঠে হোচট খেয়ে বার্সা থেকে ৮ পয়েন্ট পিছিয়ে পড়ে লস ব্লাঙ্কোসরা। এদিন মায়োর্কার মাঠে দুর্ভাগ্য পেয়ে বসেছিল



কার্লো আনচেলত্তির দলকে। প্রথমার্ধের ১৩ মিনিটেই আত্মঘাতী গোল খেয়ে পিছিয়ে পড়ে রিয়াল।

ফলে প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আর গোলের দেখা না পেলে ১-০ নিয়ে বিরতিতে যায় দুইদল। দ্বিতীয়ার্ধে এসে আগ্রসী খেলতে থেকে আনচেলত্তির শিষ্যরা। ফলে ম্যাচে ফেরার স্যুোগও আসে ৫৭ মিনিটে। ডি বক্সে ভিনিসিয়াস জুনিয়রকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় রিয়াল। সেই সুযোগ নষ্ট করে মায়োর্কার গোলরক্ষক রাজকোভিচ। শেষ পর্যন্ত



# নতুন বইয়ের খোঁজে পাঠক

**ঢাকা ডেস্ক:** অমর একুশে বইমেলায় বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) নানা বয়সি মানুষ এসেছিলেন। আড্ডা, কবিতা, গল্প আর সাহিত্য নিয়ে মেতে ছিলেন অনেকে। বইয়ের বিক্রি খুব একটা না হলেও পাঠক নতুন বই খোঁজ করেছেন। তবে এত প্রস্তুতির পরও মেলা মাঠের অপরিচ্ছন্নতা, শৌচাগার তৈরি না হওয়ায় রীতিমতো ক্ষোভ ঝেড়েছেন অনেকে।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় মেলায় এসেছিলেন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও নাট্যজন রামেন্দু মজুমদার। তিনি অনেকটা ক্ষোভের সুরে বলেন, 'মেলায় দ্বিতীয় দিনেও নানা জায়গায় ময়লা-আবর্জনা পড়ে থাকাটা মেনে নেওয়া যায় না। প্রধানমন্ত্রী আসবেন বলে শুধু বাংলা একাডেমি প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হবে আর সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ময়লা পড়ে থাকবে, এই ভাবনাটা ঠিক নয়।' তিনি বলেন, 'আমার কাছে মনে হয়েছে এবারের বিন্যাস কিছুটা কম জায়গা নিয়ে। ভিড় বেশি হলে কী অবস্থা দাঁড়ায় সেটাই দেখার বিষয়। মেলায় বইয়ের সংখ্যার চেয়ে গুণগত মানসম্পন্ন কতগুলো বই প্রকাশ হয় সেটিই দেখার বিষয়।'

তবে মেলার স্টল ও প্যাভিলিয়নের বিন্যাস নিয়ে বেশিরভাগ প্রকাশকই ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। তাদের মতে, বিশাল পরিসরে মেলার স্টলবিন্যাস হওয়ায় গত কয়েক বছর অনেক প্রকাশক অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন। আবার যারা ভালো জায়গায় স্টল প্যাভিলিয়ন পেয়েছেন তারা একচেটিয়া ব্যবসা করেছেন। এবার সেটি হওয়ার সুযোগ নেই। এবার পাঠক এলে সবাই কমবেশি ব্যবসা করতে পারবেন।

সময় প্রকাশনীর প্রকাশক ফরিদ আহমেদ বলেন, এবার যে বিন্যাস হয়েছে সেটিও অনেকটা পরীক্ষামূলক বলা যায়। গত কয়েক বারের চেয়ে একেবারেই ভিন্নরকম বিন্যাস। তবে দেখার বিষয়, ভিড় বেশি হলে কী হয়। আশা করছি, ভালো বইমেলা হবে।

অনুপম প্রকাশনীর প্রকাশক মিলন কান্তি নাথ বলেন, দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় বইমেলার নানা পরিবর্তন দেখেছি। যার ধারাবাহিকতা এবারও আছে। মেলার আয়োজন এবার ব্যতিক্রম। আশা করছি খুব ভালো বইমেলা হবে।

এদিকে মেলায় বই প্রবেশ করানোর সময় নিয়ে বেশ কয়েকটি প্রকাশনা থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। তারা বলেছেন, সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বই প্রকাশের সময় বেঁধে দেওয়া হয়েছে বেলা ১১টা। যেটি আগে ছিল দুপুর ২টা পর্যন্ত।

অবসর প্রকাশনীর ব্যবস্থাপক মাসুদ রানা বলেন, বেলা ১১টার মধ্যে মেলা প্রাঙ্গণে বই প্রবেশ করানোটা রীতিমতো চ্যালেঞ্জিং বিষয়। তার মধ্যে অনেক প্রকাশনার কর্মীরা এখনো প্রবেশ পাস পাননি। এই বিষয়গুলো আমরা যারা সরাসরি মাঠে কাজ করি তাদেরকে ভীষণভাবে ভোগাচ্ছে।

**মূলমঞ্চের আয়োজন:** বিকালে বইমেলার মূলমঞ্চে অনুষ্ঠিত হয় বাংলা লোকসাহিত্যে হাটুরে কবিতা শীর্ষক আলোচনা। এতে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিলু কবীর। আলোচনায় অংশ নেন বেলাল হায়দার পারভেজ, আহমেদ মাওলা ও তানভীর আহমদ সিডনী। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপক সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ। লেখক বলছি অনুষ্ঠানে নিজেদের বই নিয়ে আলোচনা করেন আখতার হোসেন, মুহাম্মদ শামসুল হক, ফারুক মাহমুদ এবং পারভেজ হোসেন।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন কবি আসাদ মান্নান, নাসির আহমেদ, মাহবুব আজিজ। আবৃত্তি করেন আশরাফুল আলম, লায়লা আফরোজ ও ফয়জুল্লাহ সাঈদ। পুঁথিপাঠ (হাটুরে কবিতা) করেন পাবনার শিল্পী ফকির আবুল হোসেন। সংগীত পরিবেশন করেন মহিউজ্জামান চৌধুরী, তিমির নন্দী, রুমানা ইসলাম, তানজিনা করিম স্বরলিপি ও আজমা সুরাইয়া শিল্পী।

**নতুন বই:** বাংলা একাডেমির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মেলার দ্বিতীয় দিন নতুন বই প্রকাশ হয়েছে ২১টি। এর মধ্যে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশ হয়েছে রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদের লেখা বই 'আমার জীবননীতি আমার রাজনীতি'। প্রথমা থেকে এসেছে জহির রায়হানের অগ্রন্থিত গল্পগুচ্ছ 'যখন যন্ত্রণা', বাতিঘর থেকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর 'স্বপ্ন ছিল, থাকবেও', সময় প্রকাশনী থেকে মুহম্মদ জাফর ইকবালের বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি 'প্রলয়', সময় প্রকাশন থেকে আহমদ রফিকের 'ফিরে দেখা অমর একুশ ও অন্যান্য ভাবনা', অনুপম প্রকাশনী থেকে মো. এনামুল হকের 'মুক্তিযুদ্ধে আঞ্চলিক বাহিনীসমূহ', অন্যপ্রকাশ থেকে সাদাত হোসাইনের 'শঙ্খচূড়', ঐতিহ্য থেকে আফসান চৌধুরী সম্পাদিত '১৯৭১ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম', অবসর থেকে সান্তা রিকির অনুবাদে ইয়োকো ওগাওয়ার 'দ্য হাউজকিপার অ্যান্ড দ্য প্রফেসর', কথাপ্রকাশ থেকে সালেক খোকনের 'বীরত্বে একাত্তর', আজব প্রকাশ থেকে সাকী আহমদের 'ছোটদের বই' এবং মাহবুব জামিল পুলকের কবিতার বই 'আততায়ী শহর'।

# শব্দদূষণে মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়ছে

**ঢাকা ডেস্ক:** শব্দদূষণে দিন দিন মারাত্মক রোগের ঝুঁকি বাড়ছে। এতে প্রায় ৩৩ শতাংশের বেশি ট্রাফিক পুলিশের শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ ছাড়া উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্টের রক্তনালী ব্লক, ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল বাড়ছে। বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) গবেষণায় এ তথ্য উঠে এসেছে।

স্ট্যামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের অডিটোরিয়াম কক্ষে বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) পরিবেশ অধিদফতরের 'শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক প্রকল্পে'র আওতায় গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের নিয়ে একটি সচেতনতামূলক মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়। পরিবেশ অধিদফতরের বাস্তবায়নাধীন এই প্রকল্পে জরিপ ও মতবিনিময় সভার কার্যক্রমে সার্বিক সহযোগিতায় আছে ইকিউএমএস কনসালটিং লিমিটেড এবং বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)।

পরিবেশ অধিদফতর সদরের উপপরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) বেগম ফারহানা মুস্তারীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা জেলার অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার মো: সোহেল রানা, বিশেষ অতিথি ছিলেন জাপান বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ হাসপাতালের চিফ কার্ডিওলজি কনসালট্যান্ট ডা: এম এ বাকি; বুয়েটের সহকারী অধ্যাপক কাজী মো: শিফুন নেওয়াজ; স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ মিটফোর্ড হাসপাতালের নাক-কান-গলা বিশেষজ্ঞ ডা: আমজাদ হোসেন। সভায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন স্ট্যামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্রের (ক্যাপস) প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার। প্রকল্প সংশ্লিষ্ট তথ্যচিত্র উপস্থাপন করেন মাঠ সমন্বয়ক ইঞ্জিনিয়ার মো: নাছির আহম্মেদ পাটোয়ারী। এ ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সার্জেন্ট ও ট্রাফিক-গণ, স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণ, ডাক্তার, বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থী, প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সংবাদকর্মী, গাড়িচালক, সামাজিক ও পরিবেশবাদি বিভিন্ন সংস্থার সদস্যরা।

স্বাগত বক্তব্যে অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার বলেন, ক্যাপসের গবেষণায় দেখা যায় পেশাগত দায়িত্বে থাকা ডিএমপি ট্রাফিক বিভাগের ১১.৮ শতাংশ সদস্যের শ্রবণশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে এবং ৩৩.৯ ভাগ ট্রাফিক পুলিশের অন্যদের কথা শুনতে কষ্ট হয়। শব্দ দূষণসহ পরিবেশ দূষণ রোধে আমাদের দেশে পর্যাপ্ত আইন রয়েছে, তবে আইনের প্রয়োগ হোক সর্বশেষ পদক্ষেপ এবং সচেতনতাই হোক সর্বপ্রথম পদক্ষেপ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মো: সোহেল রানা বলেন, শব্দদূষণের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ব্যাপক জনসচেতনতা তৈরি করতে হবে, যানবাহনের সৃষ্ট শব্দদূষণের প্রত্যক্ষ শিকার ট্রাফিক পুলিশ ও পথচারীরা। শব্দ দূষণরোধে যানবাহন এবং নির্মাণ কাজে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি।

সভাপতির বক্তব্যে বেগম ফারহানা মুস্তারী বলেন, পরিবেশ অধিদফতর শুরু থেকেই শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে সমন্বিত ও অংশীদারিত্বমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করে আসছে। এই প্রকল্পের অধীনে পরিবেশ অধিদফতর নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে আসছে, শব্দদূষণ রোধে বাংলাদেশ পুলিশ প্রশাসনসহ সকলের সহযোগিতা একান্তই কাম্য।

বিশেষ অতিথি ডা: এম এ বাকি বলেন, 'শব্দদূষণ একটি নীরব ঘাতক' এটি পথচারী ও সড়কে কর্মরত ট্রাফিক কন্ট্রোলের ব্যক্তিবর্গের মারাত্মক স্বাস্থ্য জটিলতা সৃষ্টি করছে। শব্দ দূষণ কানের সমস্যার পাশাপাশি উচ্চ রক্তচাপ, স্ট্রোক, হার্টের রক্তনালী ব্লক, ডায়াবেটিস ও কোলেস্টেরল বাড়াতেও ভূমিকা রাখে। জনস্বাস্থ্যের এই অতিব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো জনসচেতনতার জন্য আরো অধিকতরভাবে গণমাধ্যমে প্রচার করা উচিত এবং জনস্বাস্থ্যের দিকে নজর রেখে শব্দদূষণ প্রতিরোধে সমন্বিত ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশেষ অতিথি বুয়েটের অধ্যাপক শিফুন নেওয়াজ বলেন- প্রশাসনের উচিত উচ্চ ডেসিবল শব্দ সৃষ্টিকারী হর্ন আমদানি বন্ধ করা এবং পর্যায়ক্রমে বিদ্যমান হর্ন নষ্ট করা। সপ্তাহে যেকোনো একটি দিন বা একটি ঘণ্টা অথবা একটি স্থান হর্নমুক্ত ঘোষণা করা যেতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে ডা: আমজাদ হোসেন বলেন, ২০১১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের ৯.৬% জনগণ অর্থাৎ এক কোটি ৩৪ লাখ মানুষ কোনো না কোনো ধরনের শ্রবণ হ্রাসজনিত জটিলতায় ভুগছে। এই শ্রবণ হ্রাসের অন্যতম মূল কারণ শব্দদূষণ। শব্দদূষণ ক্রমাগত এক্সপোজার মানুষের শ্রবণ শক্তি কমিয়ে দেয়ার পাশাপাশি মানসিক অবসাদ তৈরি করে।

TODAY'S DENTAL
86-30 Broadway, 2nd Fl, Elmhurst, NY 11373.
Corner of Broadway & Justice Ave
Tel: 718-760-5500
আমরা সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।
দাত ও মাড়ির সর্বাধুনিক সুচিকিৎসার জন্য
আপনাদের সেবায়
ডা: কাজী জাফরি সাত্তার
ডা: এ. এ. আব্দুল কাদের ডিডিএস ( ইউনিক ডেন্টাল )
আমরা বাংলায় কথা বলি
REQUEST A FREE CONSULTATION
718-760-5500
HOW TO REACH US
Top of Grand Ave Station
By Train - M, R Train
By Bus - Q 53, Q 58, Q 60 Queens Blvd.



বাড়ি-ক্রয়-বিক্রয়ের বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রিয়েলটর
MURSHEDA ZAMAN
Lic. Real Estate Sales Person
171-21 Jamaica Ave., Jamaica 11432
844-464-3262
E-mail: murshedazaman@gmail.com
MLS
যোগাযোগ
Cell: 917-502-6445



গান শিখুন
বাংলাদেশ কমিউনিটির সঙ্গীত অঙ্গনে অতি পরিচিত মুখ
সবিতা দাস
উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসহ সব ধরনের নৃত্য, গান ও তবলা শিক্ষা দেয়া হয়। বাংলা শিক্ষা ফ্রি
বহ্নিশিখা সঙ্গীত নিকেতন
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রীট, এস্টোরিয়া, নিউইয়র্ক ১১১০৬
যোগাযোগঃ (৭১৮) ৭২১-৩৬৫১, ৭১৮-৮১০-৬৮৫৮

# গণতন্ত্র সূচকে দুই ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ

**ঢাকা ডেস্ক:** গণতন্ত্র সূচকে দুই ধাপ এগিয়েছে বাংলাদেশ। এখন এই সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৩তম। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) 'গণতন্ত্র সূচক ২০২২' প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের লন্ডনভিত্তিক দ্য ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআইইউ)। ১৬৭টি দেশ ও অঞ্চল নিয়ে এবারের সূচক তৈরি করা হয়েছে। সূচকে ১০-এর মধ্যে বাংলাদেশের স্কোর ৫ দশমিক ৯৯। ২০২১ সালের সূচকে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৫তম। স্কোর ছিল ৫ দশমিক ৯৯। ২০২০ সালের সূচকে একই স্কোর নিয়ে বাংলাদেশের অবস্থান ছিল ৭৬তম।

সূচকে পাঁচটি মূল বিষয়ের আলোকে বিশ্বব্যাপী দেশগুলোর গণতন্ত্রের অবস্থা মূল্যায়ন করা হয়েছে। বিষয়গুলো হলো নির্বাচনী প্রক্রিয়া ও বহুত্ববাদ, সরকারের কার্যকারিতা, রাজনৈতিক অংশগ্রহণ, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নাগরিক স্বাধীনতা। সূচকে দেশ ও অঞ্চলগুলোকে চারটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছে। পূর্ণ গণতন্ত্র, ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র, হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা ও কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা। এবারের সূচকে পূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগে রয়েছে ২৪টি দেশ। ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগে ৪৮টি দেশ। হাইব্রিড শাসনব্যবস্থায় ৩৬টি দেশ। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থায় ৫৯টি দেশ।

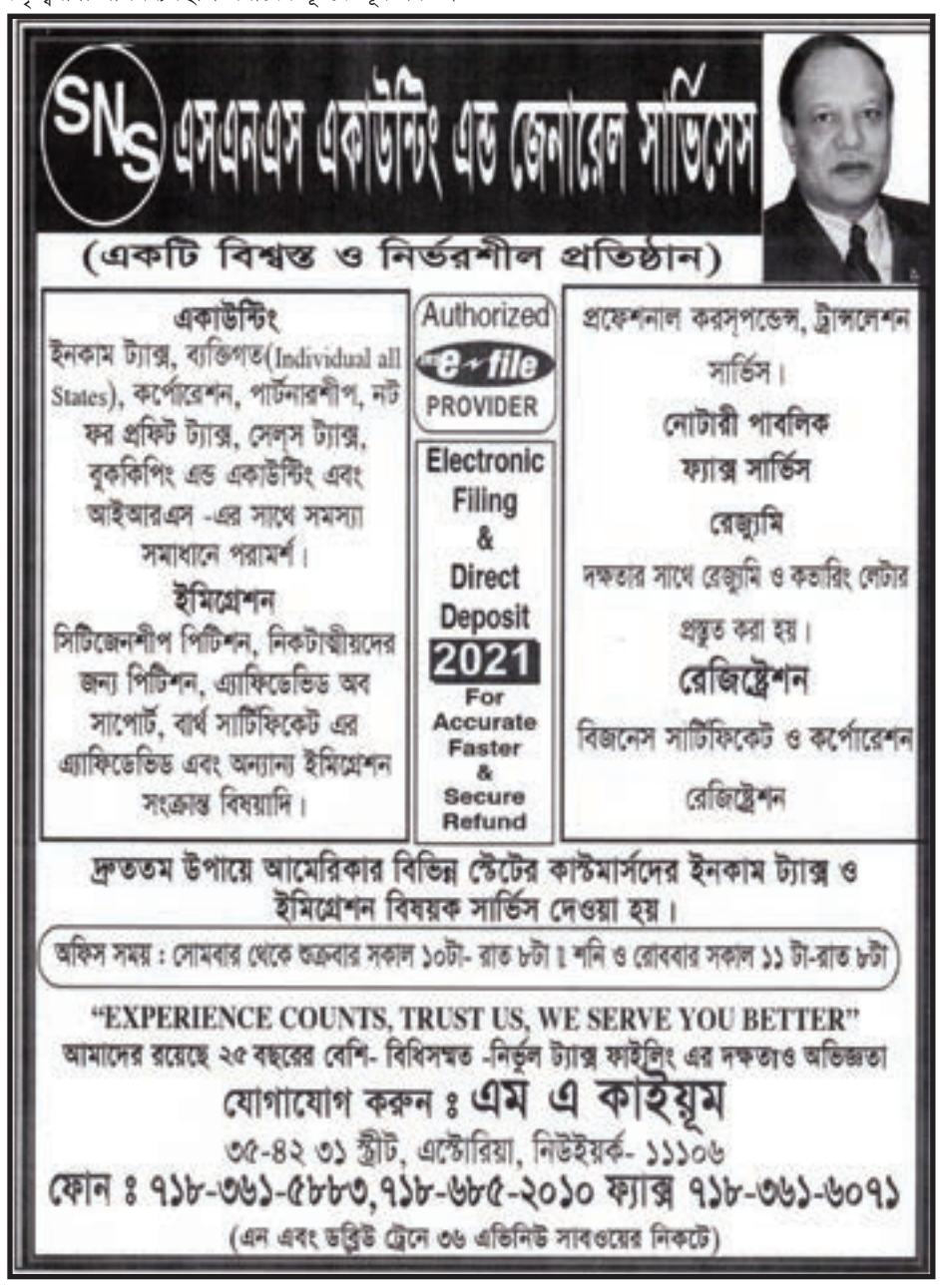
গত কয়েকবারের মতো এবারও হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা বিভাগে রয়েছে বাংলাদেশ। ১০-এর মধ্যে যেসব দেশের স্কোর ৪ থেকে ৬-এর মধ্যে, তারাই এই বিভাগে রয়েছে। এই বিভাগে সবার ওপরে বাংলাদেশ। সবার নিচে মৌরিতানিয়া। সূচকে দেশটির অবস্থান ১০৮তম, স্কোর ৪ দশমিক শূন্য ৩। এই বিভাগের অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে ভুটান (৮৪তম), ইউক্রেন (৮৭তম), উগান্ডা (৯৯তম), নেপাল (১০১তম), পাকিস্তান (১০৭তম)।

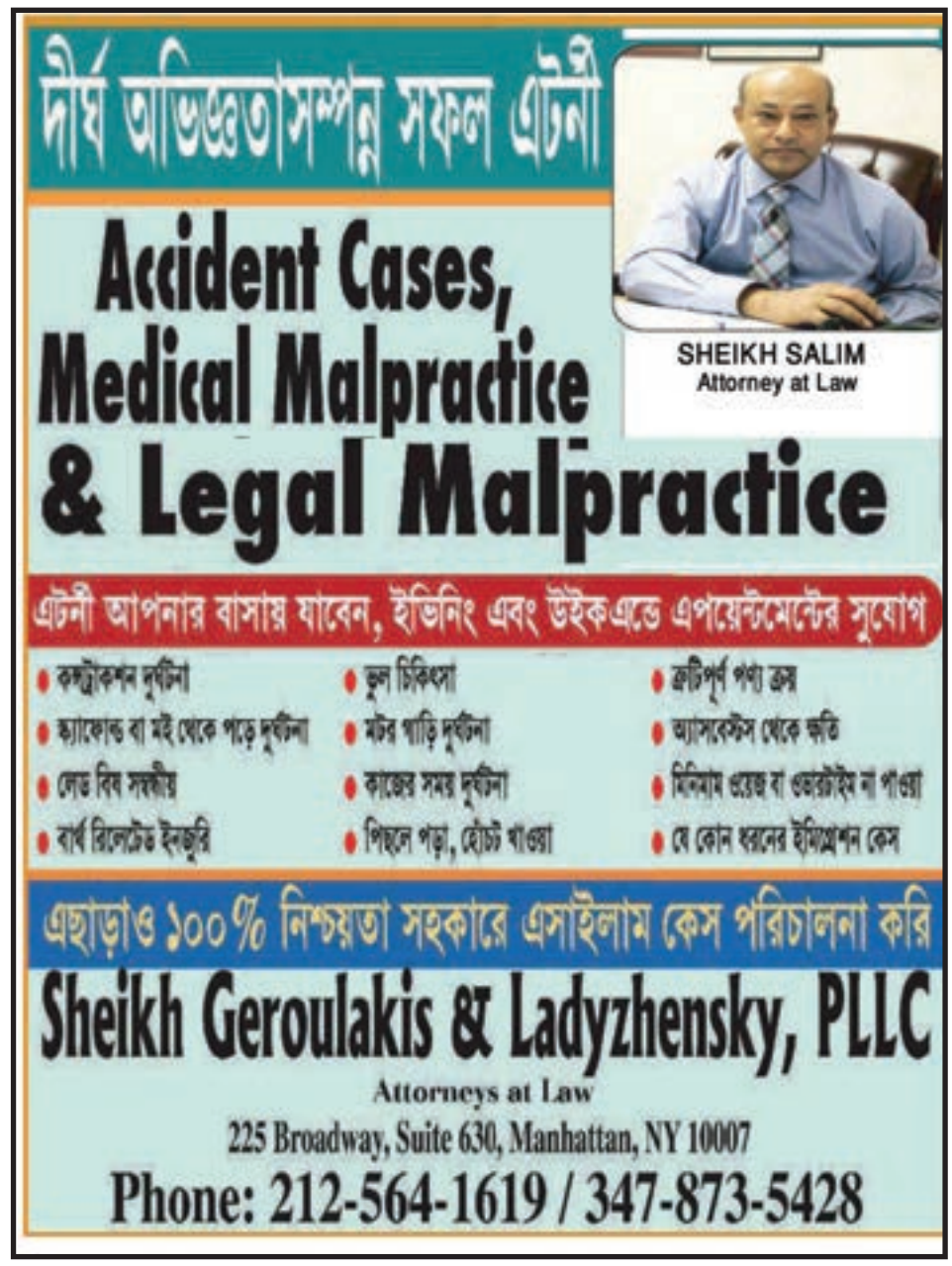
হাইব্রিড শাসনব্যবস্থা বলতে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট এমন ব্যবস্থাকে বোঝায়, যেখানে প্রায়ই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হয়। এ শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল ও বিরোধী প্রার্থীদের ওপর সরকারের নিয়মিত চাপ থাকে। এই বিভাগে থাকা দেশগুলোর বিচারব্যবস্থা স্বাধীন নয়। সাংবাদিকদের হয়রানি ও চাপ দেওয়া হয়। দুর্নীতির ব্যাপক বিস্তার, দুর্বল আইনের শাসন, দুর্বল নাগরিক সমাজ এই ধরনের শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

এবারের সূচকে ত্রুটিপূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগে থাকা দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে–যুক্তরাষ্ট্র (৩০তম), মালয়েশিয়া (৪০তম), ভারত (৪৬তম), ইন্দোনেশিয়া (৫৪তম), শ্রীলঙ্কা (৬০তম), সিঙ্গাপুর (৭০তম)।

এবারের গণতন্ত্র সূচকে শীর্ষ স্থানে আছে নরওয়ে। পূর্ণ গণতন্ত্র বিভাগের এই দেশের স্কোর ৯ দশমিক ৮১। দ্বিতীয় অবস্থানে নিউজিল্যান্ড, তৃতীয় আইসল্যান্ড। সুইডেন চতুর্থ, ফিনল্যান্ড পঞ্চম।

এবারের গণতন্ত্র সূচকে সবার নিচে রয়েছে আফগানিস্তান (১৬৭তম)। কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা বিভাগের এই দেশের স্কোর শূন্য দশমিক ৩২। বিভাগটির অন্য দেশগুলোর মধ্যে রয়েছে মিয়ানমার (১৬৬তম), উত্তর কোরিয়া (১৬৫তম), মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্র (১৬৪তম), সিরিয়া (১৬৩তম), চীন (১৫৬তম), ইয়েমেন (১৫৫তম), ইরান (১৫৪তম), সৌদি আরব (১৫০তম), রাশিয়া (১৪৬তম)।




Sale ! Sale!! বিশেষ মূল্যহ্রাস Sale ! Sale!!



এয়ার লাইন্সের অভিজ্ঞ প্রাক্তন কর্মচারিদের ব্যবস্থাপনায় নিউইয়র্কের বাঙ্গালী অধ্যুষিত জ্যাকসন হাইটস-এ অবস্থিত

# ইউনাইটেড ট্রাভেলস ইনক

Umra Hajj-এর টিকেট ও Vissa-এর জন্য যোগাযোগ করুন

ভ্রমন জগতে একটি বিশ্বস্ত নাম

UNITED TRAVELS INC.



37-22 73rd Street, Suit#1C, Jackson Heights, NY- 11372. Tel: 718-899-7799, 718-899-7796, Fax: 347-612-4030

নিউইয়র্কের বাইরের স্টেট থেকেও সহজে টিকিট পেতে হলে যোগাযোগ করুন

After office Please Con Abdul Latif Bhuiyan Cell: 646-

Biman, Emirate, Eithihad Kuwait, Qatar & Soudia সহ বিশ্বের সকল সকল এয়ার লাইন্সের টিকেট বিক্রয় হয়।

বিরাট মূল্যহ্রাস

নিউইয়র্কের সবচেয়ে পুরনো এবং বিশ্বস্ত ট্রাভেল এজেন্ট

Concorde Travels

# কনকর্ড ট্রাভেল

২৬ বছর থেকে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত

আসন সংখ্যা সীমিত

আজই আপনার আসন সংরক্ষণ করুণ







সউদিয়াতে উমরার জন্য বিশেষ সেল চলছে

সবচেয়ে কমদামে ঢাকা-নিউইয়র্ক আসার টিকেট সেল করা হয়

Emirates السعودية SAUDIA الإتحاد ETIHAD KUWAIT AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR AIRWAYS القطرية

37-47 73rd St, Suite # 211 (King Plaza), Jackson Heights, NY 11372

Tel : 212-563-2800, 347-448-6175, Cell : 917-355-7374 | Email : concordtravel@aol.com

SECI

# বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জে আসুন

ছুটির দিনে যুক্তরাষ্ট্রে সোনালী এক্সচেঞ্জ হাউজ খোলা

- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ এক্সচেঞ্জ রেট
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ রেটও সমান
- আমাদের বিকাশ সার্ভিসের রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি আড়াই শতাংশ সরকারী প্রণোদনা পাবার নিশ্চয়তা



blaze ব্লেজ নামীয় সার্ভিসের মাধ্যমে ২৪/৭/৩৬৫ ভিত্তিতে মাত্র ৫ সেকেন্ডের মধ্যে রেমিট্যান্স প্রেরণ করুন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্‌ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

(সোনালী ব্যাংক লিমিটেড এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান)

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE NY DFS, NJ DB&I, MI DIFS, GA DB&F AND MD OCFR

রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ASTORIA 718-777-7001 | ATLANTA 770-936-9906 | BROOKLYN 718-853-9558 | JACKSON HTS 718-507-6002 | BRONX 718-822-1881 |
| JAMAICA 347-644-5150 | MANHATTAN 212-808-0790 | MICHIGAN 313-368-3845 | OZONE PARK 347-829-3875 | PATERSON 973-595-7590 |

আমাদের সার্ভিস নিন – আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

### পাতাল রেল নির্মাণ কাজের উদ্বোধন

# জনগণ আমাদের সঙ্গে আছে আন্দোলনে কিছু করতে পারবে না

**ঢাকা ডেস্ক:** প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, দেশের জনগণ যতদিন আওয়ামী লীগ সরকারের সঙ্গে আছে, ততদিন আন্দোলন সংগ্রাম করে কেউ সরকারের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। কারণ, আমরা জনগণের কল্যাণে কাজ করে যাচ্ছি। কাজেই, জনগণ যতক্ষণ আমাদের সঙ্গে থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলন-সংগ্রাম করে কেউ কিছু করতে পারবে না।

প্রধানমন্ত্রী বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) দেশের প্রথম পাতাল মেট্রোরেল এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণ কাজের উদ্বোধন উপলক্ষে আয়োজিত এক সমাবেশে প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, পাতাল রেলের নির্মাণ কাজের উদ্বোধনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাইলফলক স্থাপিত হলো' এবং 'পাতাল রেলে বাংলাদেশের নব-যাত্রা শুরু হল'।

সরকার প্রধান বলেন, বাংলাদেশকে আমরা এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, দেশ আরও এগিয়ে যাবে। বাংলাদেশের এই অপ্রতিরোধ্য অগ্রগতি আর কেউ রুখতে পারবে না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। এজন্য আপনাদের সহযোগিতা একান্তভাবে কাম্য।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল। এটা সম্ভব হয়েছে ২০০৯ সালে সরকার গঠনের পর থেকে এ পর্যন্ত গণতন্ত্রের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে বলেই। এই গণতন্ত্র আছে বলেই বাংলাদেশ উন্নয়নের মহাসড়কে যাত্রা শুরু করেছে। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। ইনশাআল্লাহ্ ২০৪১ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে উন্নত সমৃদ্ধ 'স্মার্ট বাংলাদেশ'।

প্রকল্প সূত্র জানায়, সরকার ২০২৬ সালের মধ্যে আনুমানিক ৫২,৫৬১.৪৩ কোটি টাকা ব্যয়ে বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর এবং পূর্বাচল থেকে নতুন বাজার পর্যন্ত মাটির নিচ দিয়ে এবং এলিভেটেড উভয় সুবিধা সংবলিত ৩১ দশমিক ২৪২ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-১ নির্মাণ করবে। ২০৩০ সাল নাগাদ রাজধানী ঢাকায় মোট ছয়টি মেট্রোরেল রুট উদ্বোধন করা হবে এবং ডিএমটিসিএল এই মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করবে।

এমআরটি লাইন-১ এর দু'টি অংশ থাকবে- একটি হযরত শাহ্জালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে কমলাপুর পর্যন্ত (বিমানবন্দর রুট) ১৯ দশমিক ৮৭২ কিলোমিটার অংশ। এটি হবে ভূগর্ভস্থ এবং এতে ১২টি স্টেশন থাকবে। অপর অংশটি নতুন বাজার থেকে প্রায় ১১ দশমিক ৩৭ কিলোমিটার এলিভেটেড লাইনসহ পূর্বাচল পর্যন্ত (পূর্বাচল রুট)। এতে সাতটি স্টেশন থাকবে। অন্যদিকে বিমানবন্দর রুটের অংশ হিসেবে নতুন বাজার এবং নদ্দা স্টেশন হবে ভূগর্ভস্থ।

বাংলাদেশ সরকার ও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা জাপান ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেশন এজেন্সি (জাইকা) দেবে ১৩ হাজার ১১১ কোটি ১১ লাখ টাকা। সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী, বীরপ্রতীক, বাংলাদেশে জাপানের রাষ্ট্রদূত ইওয়ামা কিমিনোরি এবং বাংলাদেশে জাইকা'র চিফ রিপ্রেজেন্টেটিভ ইচিগুছি



এমআরটি লাইন-১ এর নির্মাণ কাজের জন্য ৫২,৫৬১.৪৩ কোটি টাকার ব্যয়ভার বহন করবে। এর মধ্যে জাইকা প্রকল্প সহায়তা (পিএ) হিসাবে দেবে ৩৯,৪৫০.৩২ কোটি টাকা এবং বাংলাদেশ সরকার তোমোহাইড। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সচিব এবিএম আমিন উল্লাহ নূরী স্বাগত বক্তৃতা করেন এবং ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেডের (ডিএমটিসিএল) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমএএন সিদ্দিক প্রকল্প পরিচিতি তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে এমআরটি লাইন-১ এর ওপর একটি ভিডিও চিত্র এবং প্রকল্পের ওপর এটুআই নির্মিত একটি 'থিম সং' পরিবেশিত হয়। বিএনপি'র ছেড়ে দেয়া সংসদীয় আসনের উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের ভোট পাওয়ার কথা তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন, 'জনগণের মন জয় করেই আমরা ভোট পাচ্ছি।'

তিনি বলেন, 'আমরা এত বছর মানুষের জন্য কাজ করায় এবং উপকার করায় তারা আমাদেরকে ভোট দিচ্ছে। জনগণের আস্থা-বিশ্বাস আমরা পাচ্ছি। আমাদের কাজের মধ্য দিয়ে জনগণের মন জয় করেই আমরা ভোট পাচ্ছি।' প্রধানমন্ত্রী বলেন, পদ্মা সেতু নিজস্ব অর্থায়নে করার ঘোষণা দিয়েছিলাম। আমরা সেটা করতে সমর্থ হয়েছি। এ পদ্মা সেতু নিয়ে অনেক ষড়যন্ত্র ছিল। আমাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ আনা হয়েছিল। আমরা জনগণের সেবা করতে এসেছি, জনগণের সেবক। আমরা জনগণের ভাগ্য তৈরি করতে এসেছি, তাদের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আসিনি। আমরা জনগণকে দিতে এসেছি, তাই এখানে দুর্নীতির প্রশ্ন আসে না।'

তিনি বলেন, গত ১৪ বছরে বাংলাদেশের আমূল পরিবর্তন হয়েছে। দেশ দুরন্ত গতিতে এগিয়ে চলছে। আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি ছিল ঢাকার যানজট মুক্ত করার লক্ষ্যে মেট্রোরেল চালু করা। আমরা সেটা করেছি। আওয়ামী লীগ কথা দিলে কথা রাখে। আমরা সেটা রেখেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'এমআরটি লাইন-১ নির্মাণকাজ করতে গিয়ে কোনো পরিষেবা স্থানান্তর করতে হবে না। সবকিছু স্বাভাবিক রেখেই এই পাতাল রেলের নির্মাণকাজ চলবে। তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের উন্নয়নের অগ্রযাত্রায় আরেকটি মাইলফলক অর্জিত হলো। এর আগে মেট্রোরেল উপহার দিয়েছি। সেটি ওপর দিয়ে যাবে। এবার মাটির নিচ দিয়ে যাবে পাতাল রেল। বাংলাদেশে এ ধরনের আয়োজন প্রথম।

পাতাল রেলের নির্মাণকাজ করার সময় জনগণের চলাচলে কোনো সমস্যা হবে না জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, মাটির নিচে শব্দহীন বোরিং মেশিন দিয়ে গর্ত করে টানেল করা হবে। ভূপৃষ্ঠের ১০ মিটার নিচে কাজ করা হবে। তাই ওপর থেকে বোঝা যাবে না যে নিচে কাজ চলছে। প্রকল্পটি আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে পরিবেশ বান্ধব হবে এবং জনগণের যেন কোনো অসুবিধা না হয় নির্মাণ কাজে সেটিরও খেয়াল রাখা হবে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ত এজেন্টের সহায়তা নিন

WIN ZONE Realty Inc.

আমাদের সেবা সমূহঃ
- বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- লোন মোডিফিকেশনে (Loan Modification) ফ্রি সহায়তা
- ফরক্লোজারে (Foreclosure) ফ্রি সহায়তা
- আরইও (REO) বা ব্যাংকের বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- ট্যাক্সলিনের-এর (Taxlien) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- সট সেলের (Short Sale) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়
- বাণিজ্যিক, আবাসিক বা মিক্স ইউজ (Mix Use) বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে বিশ্বস্ততার সাথে ১৬ বৎসর ধরে কমিউনিটিকে সহায়তা করছি।

বাড়ি ক্রয়-বিক্রয়ে আপনার সহযোগিতায় আমরা আছি আপনার পাশে



MOHAMMED ISLAM (SHAMSU)

81-15 Queens Blvd, Elmhurst, NY 11373
Cell: 917-586-2172, Phone: 718-899-7000, Email: mishamsu@gmail.com

Jumbo Travel, Inc.



Your agent for Air, Cruise, Tour, Vacation, Hajj & Umrah Package



WINTER টিকেটের আকর্ষণীয় মূল্য হ্রাস

সবচেয়ে কম মূল্যে গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ণ টিকেটের জন্য আজই যোগাযোগ করুন

Ali A. Chowdhury
Managing Director

Tell: 718-267-9651
Cell: 917-478-7131
Faz: 718-267-1922

30-10 35th Street
Astoria, NY 11103
jumbotravelusa@aol.com

# বাংলাদেশী মেডিকেল গ্রুপ



ডাঃ আতাউল ওসমানি
এম.ডি
ফ্যামিলি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
৭১৮-৬৩৬-০১০০

ডাঃ ফেরদৌস খন্দকার
এম.ডি, এফএসিপি
মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

**Brooklyn**
20 Arlington Place
(Across the Fulton St.)
(Betw. Bedford & Nostrand Ave)
Brooklyn, NY 11216
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

**Jackson Heights**
70-17 37th Avenue
(Betw. 70 & 71st Street)
East Side of BQ Express Way
Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-363-0100
Fax: 718-636-0112

আমরা সব ধরনের ইন্স্যুরেন্স গ্রহণ করে থাকি

# BISMILLAH HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET
বিসমিল্লাহ হালাল লাইভ পোল্ট্রি, মিট এন্ড ফিস মার্কেট

New Price বিশাল মূল্যহ্রাস



রেড/ব্লাক চিকেন $3.25/lb
১০টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ৩টি ফ্রি
৬টি কালার (রেড/ব্লাক) চিকেন কিনলে ১টি ফ্রি (৩টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)
৩টি হার্ড চিকেন $12.99 (১টি রেড হার্ড চিকেন ফ্রি)



প্রতিদিন জবেহ করা হালাল মাংসের মধ্যে রয়েছে-
রেওলার গোট $4.49/lb বেবি গোট $6.49/lb



বিমানে আসা তাজা মাছসহ আমাদের এখানে পাবেন লাইভ ফিস
এছাড়াও আমাদের এখানে সুলভ মূল্যে পাওয়া যাবে বাংলাদেশের যাবতীয় ব্লকের মাছ
বোয়াল, আইড়, কোরাল, পাবদা, স্টার বাইন, লং বাইন, চিতল, কাতলা, বাছা ও শোল



| | |
|---|---|
| লাইভ তেলাপিয়া | $3.49/lb |
| লাইভ বাফেলো | $3.49/lb |
| আমেরিকান ইলিশ | $1.99/lb |
| দেশী রুই | $1.79/lb |
| Herring Fish (চাপিলা মাছ) | $2.49/lb |
| Porgy | $1.49/lb |

শাইড কাটকিস, স্নাপার, স্ট্রাইপ বাস, সীবাস, স্কেট, হ্যালিবুট, ব্রিম্স, বাংলাদেশী গলদা চিংড়ি এবং ইলিশ মাছ

স্পেশাল

| | |
|---|---|
| দেশী স্যালমন ফ্রাইস | $ 17.99 |
| আমিন স্যালমন ফ্রাইস | $ 17.99 |
| আমিন স্যালমনেলস ফ্রাইস | $ 9.99 |
| ফ্রোজেন স্যালমন ফ্রাইস | $ 18.99 |
| স্যাম্বুর স্যালমন ফ্রাইস | $ 13.99 |
| সুলতানা স্যালমন ফ্রাইস | $ 12.99 |

ফ্রি ডেলিভারী মিনিমাম ৫০ ডলার

EBT & Foodstamp
Open 7 Days: 8:00am to 7:30pm
Directions: R, Q, V train to Northern Blvd

37-15, 55th Street, Woodside, NY 11377 (Bet. 37&38 Ave)
718.205.7200 917.295.4011

# ইমিগ্রেশন / এসাইলাম সেন্টার: গ্রীন কার্ড ও নাগরিকত্ব



## কম্যুনিটির সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
## লিগ্যাল নেটওয়ার্ক এ আসুন!

আমেরিকায় আইনানুগ বসবাস এনে দিতে পারে জীবনের প্রশান্তি। ইমিগ্রেশন/লিগ্যাল ইস্যুতে ছোট্ট একটি ভুলের জন্য অনেক বড় খেসারত অনেককেই দিতে হয়েছে। ঐ ভুলটি না করার জন্য কয়েক ডজন এটর্নী সিপিএ এবং আর্কিটেক্টদের সমন্বয়ে গড়া **লিগ্যাল নেটওয়ার্কের নিম্নোক্ত সেবা গ্রহন করুন:**

● নাগরিকত্ব, গ্রীনকার্ড, এসাইলাম, ম্যারেজ, ইনভেস্টমেন্ট, স্ট্যাটাস এডজাস্টমেন্ট, স্টপ ডিপোর্টেশন, এপ্লাই ফর সিটিজেনশিপ, অ্যাডভান্স প্যারোল, (রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থীরা বিশেষ ব্যবস্থায় দেশে ঘুরে আসুন) ● ক্রিমিনাল (ষ্টেট/ফেডারেল) ● সিভিল লিটিগেশন: বিজনেস, ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট/ কাস্টোডি, স্টপ ফর-ক্লোজার, (নিজ বাড়ী রক্ষা করুন), পার্টনারশীপ, বিজনেস এগ্রিমেন্ট, ল্যান্ডলর্ড/টেন্যান্ট, ● এক্সিডেন্ট কেইস: পারসোনাল ইনজুরী/ স্লীপ এন্ড ফল ইত্যাদি ● ট্যাক্স ফাইল (ব্যক্তিগত এবং বিজনেস) ● ফাইল ফর কর্পোরেশন এবং নট ফর প্রফিট কোম্পানী, ● বুক কিপিং ও অন্যান্য ● বাড়ীর ভায়োলেশন রিমুভ, লিগ্যাল বেইজমেন্ট, প্রপার্টি কনভার্শন (এক ফ্যামিলি থেকে বহু ফ্যামিলি), রিমুভ ফাইন-সিটি/স্টেট এজেন্সীস।

ইদানীং ইমিগ্রেশন আইন সহ বিভিন্ন আইনের প্রয়োগ নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হচ্ছে যার সাথে ইমিগ্র্যান্টদের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ সময়ে ইমিগ্র্যান্টরা কোন বিষয়েই কোন প্রকার ভুল এফোর্ড করে না। সুতরাং গ্রোসারি ষ্টোরের মতো গজিয়ে ওঠা মোহরী/ মাল্টি সার্ভিস দোকানে যাওয়ার আগে এবং এটর্নী নিয়োগের পূর্বে ইমিগ্র্যান্টদের সচেতন হওয়া খুবই জরুরী।

**All Service Provided by Attorneys Admitted in State & Federal Court, CPA, P.E, Architect and Licensed Professionals.**

72-32 Broadway, Suite # 302, Jackson Heights, NY 11372, Tel: 917-722-1408 / 1409, Fax: 718-276-0294, Email: legalnetwork.us@gmail.com

### সহকর্মীকে যৌন হেনস্তা

# সংসদের সেই কর্মকর্তার পদাবনতি

**ঢাকা ডেস্ক:** নারী সহকর্মীকে যৌন হেনস্তার অভিযোগে সংসদ সচিবালয়ের এক কর্মকর্তার পদাবনতি হয়েছে। রফিকুল ইসলাম নামের ওই কর্মকর্তা আগে ছিলেন কমিটি অফিসার। বর্তমানে তার পদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা। গত ২৫ জানুয়ারী সংসদ সচিবালয়ের ডিসিপ্লিন অ্যান্ড প্রিভিলেজ শাখা থেকে তার পদাবনতির আদেশ প্রজ্ঞাপন আকারে জারি হয়। গত বছরের ১০ এপ্রিল বিষয়টি নিয়ে সংবাদ প্রকাশ করে দৈনিক মানবজমিন। পরে সংসদ সচিবালয় ওই ঘটনা খতিয়ে দেখতে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। এতে তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ প্রমাণিত হয়। তদন্ত কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে ওই কর্মকর্তাকে নিচের পদে নামিয়ে দেয়া হয়। সংসদ সচিবালয়ের ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা অনেকটা বিরল বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। তারা বলেন, সংসদ সচিবালয়ে এ ধরনের ঘটনার উদাহরণ নেই বললেই চলে।

তবে ওই কর্মকর্তার শাস্তি হওয়াতে এটা সবার জন্য একটি বার্তা বহন করবে বলে আমরা মনে করি। পাশাপাশি এ ধরনের ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়ে যে কেউ পার পাবেন না তার নজিরও স্থাপন করলো সংসদ সচিবালয়ের প্রশাসন। প্রজ্ঞাপনের আদেশে বলা হয়েছে- অভিযুক্ত কর্মকর্তা মো. রফিকুল ইসলাম, কমিটি অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়কে জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন,২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী অসদাচারণ এর অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত করে একই বিধিমালার বিধি ৪ এর ৩(ক) বিধি মোতাবেক তাকে 'নিম্নপদে নামাইয়া দেয়া' গুরুদন্ড প্রদান করা হলো। প্রজ্ঞাপনে আদেশের পাশাপাশি পুরো ঘটনার বিস্তারিত তুলে ধরা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে- মো. রফিকুল ইসলাম বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের কমিটি অফিসার পদে কমিটি শাখা-৬ এ কর্মরত আছেন এবং তিনি উক্ত শাখার কর্মরত অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বেগম নাজমুন নাহারকে কিছুদিন ধরে অশালীন ভাষায় গালিগালাজ, তার সঙ্গে অপ্রীতিকর আচরণ এবং আপত্তিকর কথাবার্তা বলে আসছেন। এ ধরনের আচরণ না করার জন্য বেগম নাজমুন নাহার তাকে নিষেধ করা সত্ত্বেও অফিস কক্ষ ফাঁকা থাকলে অথবা প্রশাসনিক কর্মকর্তা সিটে না থাকলে অফিস সহায়ক আদু মিয়া চৌধুরীকে অন্যত্র পাঠিয়ে দিয়ে তার সঙ্গে তিনি আপত্তিকর কথাবার্তা বলেন। তিনি তাকে রুমে ডেকে নিয়ে কম্পিউটারে নানা ধরনের নোংরা ও আপত্তিকর ছবি বের করে দেখান এবং বলেন এগুলো দেখলে মনে প্রশান্তি আসবে।



প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়, যেহেতু তিনি অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বেগম নাজমুন নাহারকে তার সঙ্গে মার্কেটে ও বন্ধুর বাসায় যাওয়ার জন্য প্রস্তাব দেন। বেগম নাজমুন নাহার ওয়াশ রুমে গেলেও মাঝে মাঝে তার গতি রোধ করার চেষ্টা করেন। তিনি (বেগম নাজমুন নাহার) মান-সম্মান ও ইজ্জত রক্ষার কথা ভেবে তার এ ধরনের আচরণ বার বার সহ্য করে চলার চেষ্টা করেন। এতে বলা হয়, তিনি (কমিটি অফিসার মো. রফিকুল ইসলাম) অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর বেগম নাজমুন নাহারের অফিস রুম ফাঁকা পেয়ে তার গায়ে হাত দেয়ার চেষ্টা করেন। চিৎকার ও চেঁচামেচি করার চেষ্টা করলে তিনি তার মুখ চেপে ধরেন, তার সংসারে ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টির জন্য বুদ্ধি দেন এবং কাউকে বললে প্রাণে মেরে ফেলার হুমকি দেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে- মো. রফিকুল ইসলাম, কমিটি অফিসার, বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের উক্তরূপ কার্যকলাপ একজন সরকারি কর্মকর্তার জন্য অশোভনীয় এবং জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (আচরণ) বিধিমালা, ২০০৫ এর ২৫ বিধির লঙ্ঘন। উক্ত বিধিমালার যেকোনো বিধির লঙ্ঘন যা জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ২(চ) মোতাবেক 'অসদাচরণ এবং একই বিধিমালার ৩(খ) বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে- কমিটি অফিসার মো. রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে উল্লিখিত অভিযোগ আনয়নপূর্বক জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগে তার বিরুদ্ধে বিভাগীয় মামলা রুজু করে তাকে অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী দেয়া হয়। তিনি বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামার জবাব প্রদান করেন এবং জবাব সন্তোষজনক না হওয়ায় ন্যায় বিচারের স্বার্থে আনীত অভিযোগ তদন্ত করার জন্য তদন্তকারী কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তা আনীত অভিযোগ তদন্ত করে প্রতিবেদন দাখিল করেন। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, অভিযুক্ত কমিটি অফিসার মো. রফিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের বিষয়ে উভয় পক্ষের বক্তব্য, দাখিলকৃত তথ্য, কাগজপত্র এবং সংশ্লিষ্ট সকল বিষয় পর্যালোচনায় তদন্ত প্রতিবেদনে মহিলা সহকর্মীকে যৌন উৎপীড়নের অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় জাতীয় সংসদ সচিবালয় কর্মকর্তা ও কর্মচারী (শৃঙখলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০০৫ (জুন, ২০২২ পর্যন্ত সংশোধিত) এর ৩(খ) বিধি অনুযায়ী 'অসদাচরণ' এর অভিযোগ প্রমাণিত হওয়ায় তিনি দন্ড পাওয়ার যোগ্য। এর আগে বিষয়টি নিয়ে গত বছরের ১০ই এপ্রিলে প্রকাশিত মানবজমিনের প্রতিবেদনে বলা হয়, জোর করে অনেকবার জড়িয়ে ধরেছেন, অশ্লীলতা করেছেন এমনকি শ্লীলতাহানিও করেছেন অধীনস্থ নারী সহকর্মীকে। অনুনয়, অনুরোধেও নিজের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে থামাতে পারেননি। চাকরি আর লোক লজ্জার ভয়ে দিনের পর দিন সহ্য করে গেছেন বসের নির্যাতন। সম্প্রতি অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই তো শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিয়েছেন। করেছেন সাধারণ ডায়েরি। কিন্তু উর্ধ্বতন ওই কর্মকর্তার দাবি শ্লীলতাহানি নয় শাসন করেছি মাত্র। ঘটনাটি সংসদ সচিবালয়ের। সরকারি কর্মচারী হয়ে উর্ধ্বতন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে থানায় সাধারণ ডায়েরির মতো অনেকটা বিরল ঘটনা ঘটানো হয়েছে। গত ২০শে মার্চ রাজধানীর শেরেবাংলা নগর থানায় ওই জিডিটি করেন সংসদ সচিবালয়ের কমিটি শাখা-৬ এর অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার অপারেটর নাজমুন নাহার। যার নম্বর ১২৫২। ৫০ বছর বয়সী ওই নারী কর্মচারীর স্বামীও সংসদ সচিবালয়ের একজন কর্মকর্তা।

# দিল্লিতে জি-২০ সম্মেলনে অংশ নিতে পারেন প্রধানমন্ত্রী

**ঢাকা ডেস্ক:** ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আমন্ত্রণে আগামী ৯-১০ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য গ্রুপ অব টোয়েন্টি (জি-২০) সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অংশ নেয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) 'সাপ্তাহিক মিডিয়া ব্রিফিংয়ে' সেহেলী সাবরীন সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান।

ব্রিফিংয়ে তিনি জানান, প্রধান প্রধান অর্থনীতির দেশগুলোর কৌশলগত বহুপক্ষীয় সংগঠন জি-২০-এর সভাপতির দায়িত্ব গ্রহণের পর ভারত জি-২০-এর সব সভায় বাংলাদেশকে 'অতিথি রাষ্ট্র' হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এর আগে গত ৩০ জানুয়ারি পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন জানান, বাংলাদেশ এই বছর ভারতের প্রেসিডেন্সির অধীনে জি-২০ সম্মেলনে আমন্ত্রণ পাওয়াটাকে দেশের জন্য একটি 'বড় সম্মান' হিসেবে মনে করছে। তিনি বলেন, 'আমরা সেখানে (জি-২০ সম্মেলনে) আমাদের বিষয়গুলো তুলে ধরব। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় সম্মানের। আমাদের দূরদর্শী হওয়া উচিত।' তিনি আরো বলেন, আয়োজক দেশের পক্ষ থেকে আমন্ত্রিত দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র দেশ বাংলাদেশ।

ভারত ২০২২ সালের ১ ডিসেম্বর থেকে ২০২৩ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত জি-২০-এর প্রেসিডেন্সি ধরে রেখেছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ১৮তম জি-২০ রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেয়ার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, যা এই বছরের ৯-১০ সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত হবে। মোমেন জানান, সেপ্টেম্বরে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিতব্য শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন শেখ হাসিনা।

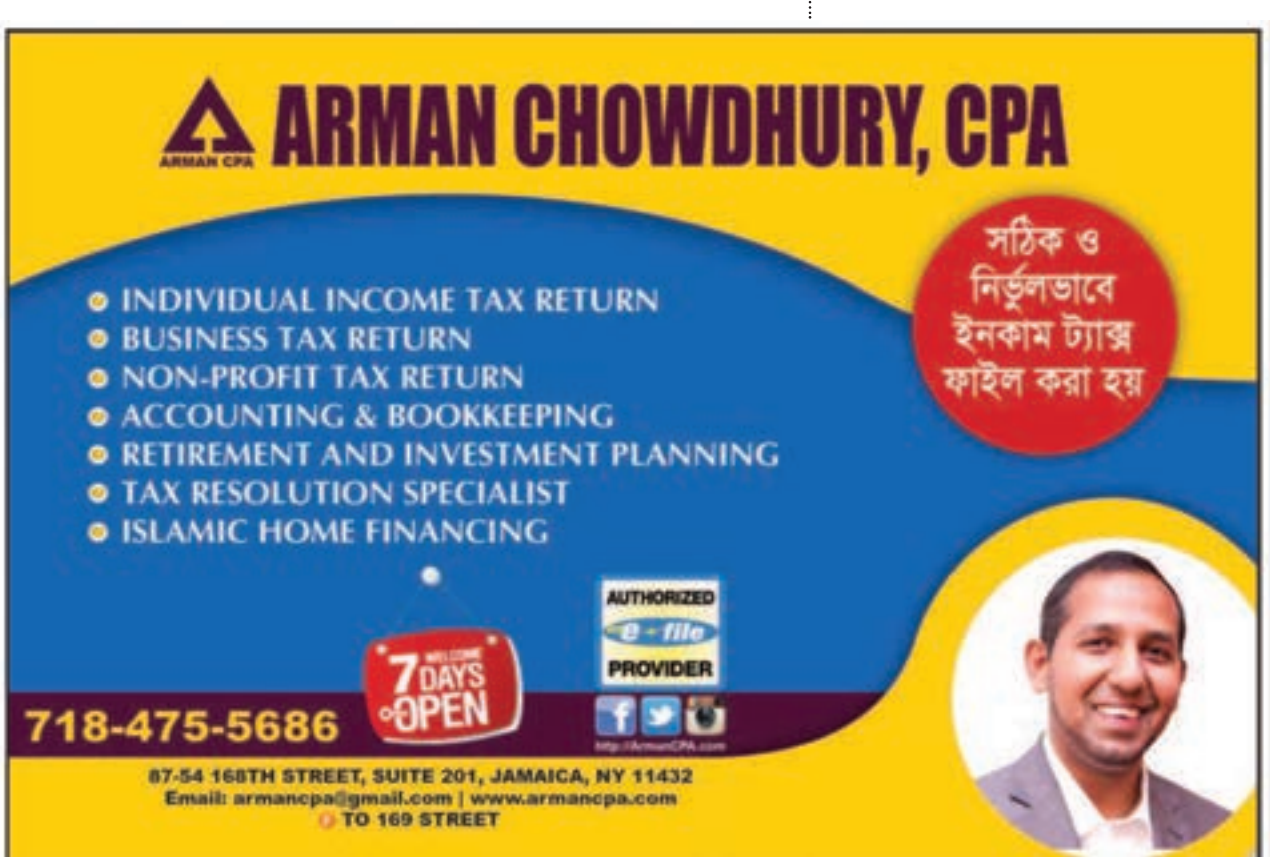
ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বাংলাদেশ, মিসর, মরিশাস, নেদারল্যান্ডস, নাইজেরিয়া, ওমান, সিঙ্গাপুর, স্পেন এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতকে (ইউএই) তার বৈঠক ও শীর্ষ সম্মেলনে অতিথি দেশ হিসেবে আমন্ত্রণ জানিয়েছে ভারত।

জি-২০ নেতারা ছাড়াও মিসরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ সাইদ হুসেইন খলিল আল-সিসি, মরিশিয়ার প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ কুমার জুগনাউথ, ডাচ প্রধানমন্ত্রী মার্ক রুটে, নাইজেরিয়ার প্রেসিডেন্ট মুহাম্মদু বুহারি, ওমানের রাষ্ট্রপ্রধান সুলতান হাইথাম বিন তারিক, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি সিয়েন লুং, স্পেনের প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো সানচেজ ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রেসিডেন্ট শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ানকে জি-২০ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এ দিকে আব্দুল মোমেন ১-২ মার্চ নয়াদিল্লিতে জি-২০ পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের বৈঠকে যোগ দেবেন।

একটি কূটনৈতিক সূত্র জানিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সফরের আগে ভারতের পররাষ্ট্রসচিব বিনয় কোয়াত্রা তার বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ মাসুদ বিন মোমেনের সাথে দ্বিপক্ষীয় আলোচনার জন্য ফেব্রুয়ারীর তৃতীয় সপ্তাহে ঢাকায় আসবেন।

জি-২০ ইন্ডিয়ান প্রেসিডেন্সির অধীনে দুই দিনের প্রথম জি-২০ ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্সিয়াল আর্কিটেকচার ওয়ার্কিং গ্রুপের বৈঠক ৩০ জানুয়ারি চন্ডিগড়ে শুরু হয়েছিল।





# ইবাদত-বন্দেগিতে

(শেষের পাতার পর)

আলাপচারিতায় তিনি বলেন, সত্যি কথা বলতে কি এখনো বেঁচে আছি। অনেক ব্যস্ত সময় কাটে। চলচ্চিত্রে ছিলাম, আছি, থাকব। স্বামী, ছেলে মেয়ে নাতি-নিতনী এসব নিয়ে আমার সংসার এখন অনেক বড় হয়ে গেছে। তাদেরকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং ভালো কিছু শিক্ষা দেয়ার চেষ্টা করছি। আমি সারাজীবন চলচ্চিত্র দর্শক হাসিয়েছি কাঁদিয়েছি। এখন শেষ সময়ে এসে নামাজ রোজাসহ ধর্মকর্মের মাধ্যমে সময় পার করছি।

তিনি বলেন, ইবাদত-বন্দেগিতে এখন সময় কাটছে। কারণ একটা সময় আমাদের সবাইকে পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে। তাই মৃত্যুর পর আল্লাহ আখিরাতে যেন আমাকে সম্মানিত করেন তাই তাকে রাজি করাতে ইবাদত করছি। নিয়মিত ইবাদত-বন্দেগী আমাকে প্রশান্তি এনে দেয়।

সুচন্দা বলেন, আমি কখনো নিজের স্বার্থকে বড় করে দেখিনি। আমরা শিল্পী। সারাজীবন চলচ্চিত্রে দর্শকদের জন্য কাজ করেছি। কারণ আমি বিশ্বাস করি ছবির কাহিনীতে শিক্ষণীয় থাকে। যাতে সমাজ উপকৃত হয়। মানুষ আমাদের অনুসরণ করে। তাই সময় পেলে সামাজিক কাজও করছি। কারণ মানুষের ভালোবাসা আমাকে প্রেরণ দিয়েছে। তাদের উৎসাহে আজ আমি সুচন্দা হয়েছি।

শাকিব খানকে নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ভালোমন্দ দুটোই নিয়ে আমাদের চলতে হবে। শাকিব খানের বিষয়ে যা হয়েছে তা যদিও তার একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়। এ নিয়ে দলাদলি উচিত নয়। তবে সে আমাদের চলচ্চিত্রের জন্য কি করছে কিভাবে করছে সে বিষয়গুলোর দিকে আমাদের দৃষ্টি দেয়া উচিত।

তাতে করে চলচ্চিত্র ক্ষতিগ্রস্ত হবে কি না এমন প্রশ্নের জবাবে সুচন্দা বলেন, তিনি একজন নায়ক। তিনি যখন চলচ্চিত্রে কাজ করেন তাতে আলোচনা-সমালোচনা হয়। কারণ এটা তার দর্শকদের জায়গা। তাতে করে ইন্ডাস্ট্রিতে লাভক্ষতির হিসাব আসতে পারে। কিন্তু কাজের বাইরে কেউ কিছু করলে তাতে শিল্প ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কারণ এটা তার ব্যক্তিগত। তাই এটাকে পেশাদারিত্বের জায়গায় টেনে এনে সমালোচনায় জড়ানো উচিত না। দর্শক যাকে পছন্দ করেন তাকে আমাদের সহযোগিতা করা উচিত।

দুই বোন ববিতা চম্পার বিষয়ে তিনি বলেন, আমরা এক সুতোয় গাঁথা তিন বোন। সময়-সুযোগ পেলেই তিন বোন আর তাদের সন্তানসহ সবাই একত্রে আড্ডা দেই। এ ছাড়া আত্মিয়ের বাড়িতে এমনকি চিকিৎসকের কাছেও আমরা তিন বোন এক সাথে যাই।

কোহিনূর আক্তার সুচন্দা ১৯৪৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর যশোরের সাতক্ষীরায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৬০-এর দশকে অভিনয় জীবন শুরু করেন। তার ছোট দুই বোন ববিতা ও চম্পা ঢালিউডের শক্তিমান দুই অভিনেত্রী। অভিনেতা রিয়াজ তার চাচাতো ভাই। ২০০৮ সালে হাজার বছর ধরে চলচ্চিত্রটি পরিচালনা করার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালক বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এ ছাড়া ২০১৯ সালে তাকে আজীবন সম্মাননা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সুচন্দা ১৯৬৫ সালে অভিনয় শুরু করেন প্রখ্যাত অভিনেতা কাজী খালেকের একটা প্রামাণ্যচিত্রে। সুভাষ দত্ত পরিচালিত কাগজের নৌকা চলচ্চিত্রের মাধ্যমে ১৯৬৬ সালে তার চলচ্চিত্রে অভিষেক ঘটে। পরবর্তীকালে, ১৯৬৭ সালে হিন্দু পৌরাণিক কাহিনী নিয়ে চলচ্চিত্র বেহুলায় অভিনয় করেন। এতে তিনি রাজ্জাকের বিপরীতে অভিনয় করেন। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছবি জীবন থেকে নেয়া। তার অন্য উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্র হলো মনের মত বৌ, চাওয়া পাওয়া, নয়নতারা, সুয়োরানী দুয়োরানী, যে আগুনে পুড়ি, কাচের স্বর্গ ও অশ্রু দিয়ে লেখা। অভিনয়ের পাশপাশি তিনি চলচ্চিত্র প্রযোজনাও করেছেন।

# ৪০ দেশের অলিম্পিক বয়কটের হুমকি

(শেষের পাতার পর)

হাঁটতে পারে অনেক দেশ। আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ২০২৪ অলিম্পিকে রাশিয়া ও বেলারুশকে অংশ নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হবে।

গত অলিম্পিকে এ দুই দেশের অ্যাথলেটদের খেলার সুযোগ দেওয়া হয়নি। বিশ্বের ক্রীড়া ইভেন্টে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না এ দুই দেশের অ্যাথলেটদের।

# 'আমেরিকায় বাঙালির চাষবাস'

(শেষের পাতার পর)

লেখা অনেক বই জনপ্রিয়তা পেয়েছে। অমর একুশে বইমেলা ২০২৩-এ প্রকাশিত হয়েছে লিজি রহমানের নতুন বই 'আমেরিকায় বাঙালির চাষবাস'। শনিবার (৪ ফেব্রুয়ারী) জাতীয় জাদুঘরের সিনেপ্লেক্স হলে বইটির প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন করা হয়।

এতে অতিথি ছিলেন- কবি ও সিনিয়র সাংবাদিক নাসির আহমেদ, ছড়াকার আবু সালেহ, সাহিত্যিক দিলারা মেসবাহ, মোবাশ্বেরা খানম বুশরা, কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন লেখক লিজি'র শুভানুধ্যায়ী ইংল্যান্ড প্রবাসী ড. নাজমা কবির এবং সাহিদা ইসলাম।

বইটির ভূমিকা লিখেছেন কৃষিবিদ ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম। সেখানে ড. আলম জানিয়েছেন, বাংলাদেশের কৃষকেরা জীবিকার তাগিদে কৃষিকাজ করেন। কৃষিতে যে পরিমাণ গবেষণা ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ব্যবহার হওয়া প্রয়োজন, তার উপস্থিতি বাংলাদেশের কৃষি খাতে নেই; কিন্তু লিজি রহমান সুদূর আমেরিকার মাটিতে সেখানের বৈরী আবহাওয়ায় থেকে বাংলাদেশের শাক-সবজি চাষ করছেন।

বক্তারা লিজি রহমানকে নিয়ে স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে, লিজি রহমানের সাহিত্য চর্চা ও সামাজিক কাজের ওপর আলোকপাত করেন। পাশাপাশি প্রবাসী বাংলাদেশিদের নিয়ে কমিউনিটি তৈরি করে গাছ লাগান, সামাজিক ও মানবিক কাজে নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন লিজি, যা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কাজ।

সমাপনী বক্তব্যে লিজি রহমান বলেন, বাগান করা আর আমেরিকায় তার গাছ লাগানো নিয়ে করা গবেষণা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নিয়ে তিনি বইটি লিখেছেন। লেখালেখি ছাড়াও নিউইয়র্কের রাজপথে প্রতিবাদী কণ্ঠ লিজি রহমান। ২০০৮ সালে তার বড় ছেলে আসিফ রহমানকে এক সড়ক দুর্ঘটনায় হারানোর পর তিনি নিউইয়র্কে নিরাপদ সড়ক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হন। যৌক্তিক আন্দোলনের ফলে নিউইয়র্কে তার ছেলে আসিফ রহমানের নামে বাইক লেন করা হয়েছে।






### আদানির বিদ্যুতে রক্তক্ষরণের শঙ্কা

# মূল্য তিনগুণ : ক্যাপাসিটি চার্জ ১৬ আর কয়লার দাম ৪৫ শতাংশ বেশি

**ঢাকা ডেস্ক:** ভারতের আদানি গ্রুপের বিদ্যুতে বাংলাদেশের অর্থনীতি দীর্ঘমেয়াদি রক্তক্ষরণের মুখে পড়তে পারে। আদানি বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্যাপাসিটি চার্জ বাংলাদেশের অন্যান্য কেন্দ্রের চেয়ে ১৬ শতাংশ বেশি। এমনকি কয়লার মূল্যও ধরা হয়েছে দেশের পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রের চেয়ে প্রায় ৪৫ শতাংশ বেশি। এতে আদানির বিদ্যুৎ কেনায় খরচ পড়বে ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ব্যয়ের প্রায় তিনগুণ। ভারত থেকে প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুতের দাম যেখানে ৬ টাকা পড়ছে, সেখানে আদানির প্রতি কিলোওয়াট বিদ্যুৎ কেনার খরচ পড়বে ১৬ থেকে ১৭ টাকা। এ অবস্থায় দেশে যেখানে এ সময়ে বাস্তব বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রায় দ্বিগুণ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে, সে অবস্থায় আদানির বিদ্যুৎ চুক্তি দেশের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক পরিণতি বয়ে আনতে পারে বলে বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

ক্যাপটিপ পাওয়ার বাদ দিয়েই বর্তমানে দেশে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা এখন ২২ হাজার মেগাওয়াট। চাহিদা অনুযায়ী সর্বোচ্চ উৎপাদন হয় গ্রীষ্মে সাড়ে ১২ হাজার মেগাওয়াট, শীতকালে যা ৯ হাজার মেগাওয়াট নেমে আসে। দেশে এমনিতেই বাড়তি উৎপাদন ক্ষমতার কারণে বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয় প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা। এ অবস্থায় অতিরিক্ত বিদ্যুতের চাহিদাই নেই। তার উপরে পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রসহ অনেকগুলো বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এমন এক পরিস্থিতিতে আদানির ব্যয়বহুল বিদ্যুৎ আমদানি কার স্বার্থে, সেই প্রশ্ন উঠেছে বিশেষজ্ঞদের মধ্যে।

পাওয়ার সেলের সাবেক মহাপরিচালক বিডি রহমত উল্লাহ এ বিষয়ে গতকাল জানিয়েছেন, বিনা টেন্ডারে ভারতের কোম্পানি আদানি গ্রুপ থেকে বিদ্যুৎ কেনা মোটেও ঠিক হবে না। কারণ দেশে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা বর্তমানে ২৬ হাজার মেগাওয়াট হয়েছে। কিন্তু উৎপাদন হচ্ছে সর্বোচ্চ ১১ হাজার মেগাওয়াট। বাকি বিদ্যুৎকেন্দ্র অলস বসিয়ে রেখে ক্যাপাসিটি চার্জের নামে বছরে হাজার হাজার কোটি টাকা দেয়া হচ্ছে। আর এটা সমন্বয় করা হচ্ছে জনগণের ঘাড়ে দফায় দফায় বিদ্যুতের বাড়তি মূল্যের বোঝা চাপিয়ে। এ অবস্থায় ভারতের কোম্পানি আদানির কাছ থেকে কেন বিদ্যুৎ আমদানি করা হচ্ছে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

তিনি বলেন, আদানির কাছ থেকে বিদ্যুৎ ক্রয়ের জন্য আন্তর্জাতিক কোনো টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছিল কি না তা জনগণ জানে না। কিভাবে বিদ্যুতের মূল্য নির্ধারণ হলো তাও কারো জানা নেই। এ কারণে আদানির সাথে বাংলাদেশে সম্পাদিত চুক্তি জনগণের সামনে উপস্থাপন করা হোক। কারণ জনগণই ক্রেতা। জনগণই বিদ্যুৎ কিনবে। সুতরাং জনগণের অন্ধকারে রেখে বিদ্যুৎ চুক্তি কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হবে না।

বিডি রহমত উল্লাহ বলেন, মার্কিন একটি প্রতিষ্ঠানে যে খবর প্রকাশ হয়েছে, তাতে আদানি থেকে অন্য সূত্রের প্রায় তিনগুণ বেশি দামে বিদ্যুৎ কেনা হচ্ছে। আবার ক্যাপাসিটি চার্জও বেশি দিতে হচ্ছে। শুধু তা-ই নয়, ভারতের কোম্পানির সাথে করা ২৫ বছরের চুক্তি অনুযায়ী শুধু আদানিকে ক্যাপাসিটি চার্জই বর্তমান ডলার মূল্যে এক লাখ কোটি টাকা পরিশোধ করতে হবে। কিন্তু সামনে ডলারের দাম বেড়ে গেলে ক্যাপাসিটি চার্জ আরো বেশি পরিশোধ করতে হবে।

পাওয়ার সেলের সাবেক এ মহাপরিচালক আরো বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতায় উদ্বৃত্ত। এর মধ্যে আদানির বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হলে বাংলাদেশের আরো বিদ্যুৎকেন্দ্র বসিয়ে রাখতে হবে, অথবা আদানির বিদ্যুৎ না কিনেই বাংলাদেশকে ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হবে। এটি সরাসরি বাংলাদেশের স্বার্থবিরোধী। তাই এ প্রক্রিয়া থেকে কিভাবে বের হওয়া যায়, সে চেষ্টা করা উচিত। সোজা কথা চুক্তি বাতিল করতে হবে; অন্যথায় দেশের রক্তক্ষরণ আরো বেড়ে যাবে বলে তিনি মনে করেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, ভারতের কোম্পানি আদানির কাছ থেকে আর এক হাজার ৪৯৬ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কিনতে চূড়ান্ত চুক্তি হয় ২০১৭ সালে। এ বিদ্যুতের একটি অংশ আগামী মার্চ থেকে আসার কথা। অন্য দিকে ভারতীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসির অঙ্গপ্রতিষ্ঠান এনভিভিএন (এনটিপিসি বিদ্যুৎ ভ্যাপার নিগম লিমিটেড) থেকে দুই ফেজে যথাক্রমে ২৫০ ও ৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেনায় ২০১৪ ও ২০১৮ সালে চুক্তি করে পিডিবি। প্রথম চুক্তির মেয়াদ ২৫ বছর ও দ্বিতীয়টির ১৫ বছর। এর বাইরে সেম্বকর্প ইন্ডিয়া থেকে ২৫০ মেগাওয়াট ও পিটিসি থেকে ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করা হয় ২০১৮ সালেই। এ দুই চুক্তির মেয়াদও ১৫ বছর। আর ত্রিপুরা থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানির চুক্তি করা হয়েছিল ২০১৬ সালে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ চুক্তি শেষ হয় গত বছর। তবে চুক্তির মেয়াদ আরো পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা হয়েছে।

এ দিকে বাংলাদেশে বিদ্যুৎ রফতানির জন্য আদানির বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণ প্রায় শেষ করেছে কোম্পানিটি। সেখান থেকে বাংলাদেশ সীমান্ত পর্যন্ত প্রায় ১০৬ কিলোমিটার ও বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে জাতীয় গ্রিড পর্যন্ত আরো প্রায় ৩০ কিলোমিটার সঞ্চালন লাইনের কমিশনিং সম্পন্ন হয়েছে। গত ১০ ডিসেম্বর থেকে পরীক্ষামূলকভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ শুরু করছে আদানি। এখন ২০০ মেগাওয়াট করে বিদ্যুৎ আসছে। এই কেন্দ্র থেকে ১ হাজার ৩৪৪ মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, আদানির সাথে চুক্তি অনুসারে, আদানির বিদ্যুৎ কিনতে প্রতি ইউনিট তথা কিলোওয়াট/ঘণ্টা ক্যাপাসিটি চার্জ তিন দশমিক ৮০ সেন্ট। ফলে ৮৫ শতাংশ প্ল্যান্ট ফ্যাক্টরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডকে (পিডিবি) প্রতি মাসে এ বাবদ ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হবে তিন কোটি ৭৭ লাখ ২৬ হাজার ডলার বা ৩২০ কোটি ৬৭ লাখ টাকা। আর বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হবে ৪৫ কোটি ২৭ লাখ ১৭ হাজার ডলার বা প্রায় তিন হাজার ৮৪৮ কোটি টাকা। আর ২৫ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ গুনতে হবে ৯৬ হাজার ২০০ কোটি টাকার বেশি, যা তিনটি পদ্মা সেতুর নির্মাণ ব্যয়ের চেয়েও বেশি। তবে ডলারের বিনিময় হার বাড়লে ২৫ বছরে ক্যাপাসিটি চার্জ এক লাখ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে।

আদানি ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বিশ্লেষণ করে ওয়াশিংটন পোস্টের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার দাম যত বেশিই হোক না কেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড় পায় বাংলাদেশ। কিন্তু আদানির সাথে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ কয়লার দাম আন্তর্জাতিক দর অনুযায়ী দেবে। এতে জ্বালানি খরচ বেশি পড়বে।

ইনস্টিটিউট ফর এনার্জি ইকোনমিকস অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল অ্যানালাইসিসের (আইইইএফএ) সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আদানি ভারতে যেসব বিদ্যুৎকেন্দ্র চালায়, এগুলো অধিকাংশই সমুদ্রের কাছে; যাতে সড়ক অথবা রেলে কয়লা পরিবহনের খরচ কমানো যায়। কিন্তু গোড্ডার বিদ্যুৎকেন্দ্রটি বন্দর থেকে বেশি দূরে হওয়ায় কয়লা পরিবহনে বাড়তি ব্যয় বিদ্যুতের দাম বাড়াবে। এতে আদানির ব্যবসা হলেও বাংলাদেশের জন্য তা বাড়তি বোঝা হয়ে দাঁড়াবে।

আদানি ও বাংলাদেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি বিশ্লেষণ করে ওয়াশিংটন পোস্টের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সাথে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী আন্তর্জাতিক বাজারে কয়লার দাম যত বেশিই হোক না কেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ ছাড় পায় বাংলাদেশ। কিন্তু আদানির সাথে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী, বাংলাদেশ কয়লার দাম আন্তর্জাতিক দর অনুযায়ী দেবে। এতে জ্বালানি খরচ বেশি পড়বে। এতে আদানির প্রতি ইউনিট বিদ্যুৎ ১৬-১৭ টাকায় কিনতে হবে বাংলাদেশকে। যদিও আমদানি করা কয়লা দিয়ে উৎপাদিত পায়রা তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রতি ইউনিট বিদ্যুতের দাম পড়ছে ৮-৯ টাকা। আর ভারত থেকে বিদ্যুৎ ক্রয় করা হয় প্রতি ইউনিট ৬.১১ টাকায়। বাংলাদেশের সরকারি বিদ্যুৎকেন্দ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন করে ৪.৭৫ টাকায় আর পিডিবির নিজস্ব বিদ্যুৎকেন্দ্র উৎপাদন করে ৫.০২ টাকায়। সবচেয়ে ব্যয়বহুল হিসাবে পরিচিত ভাড়াভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে কিনতে বিদ্যুতের দাম পড়ে ৯.৮০ টাকা। সব মিলিয়ে ইউনিট প্রতি বিদ্যুতের গড় ব্যয় পড়ে ৮.৮৪ টাকা। আদানি থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে হবে এর দ্বিগুণ মূল্যে। এই বিদ্যুৎ আমদানির জন্য চাঁপাইনবাবগঞ্জ পর্যন্ত গ্রিড লাইন নির্মাণ করতে হয়েছে বাংলাদেশকে।

ওয়াশিংটন পোস্ট উল্লেখ করেছে, তাদের পাওয়া গোপনীয় ১৬৩ পৃষ্ঠার বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তি তিনজন শিল্প বিশ্লেষক দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এতে উল্লেখ করা হয়েছে, ২৫ বছর মেয়াদি গোড্ডা চুক্তি বাংলাদেশের পক্ষে খুব কমই সুবিধাজনক। সিডনি-ভিত্তিক বিশ্লেষক টিম বাকলির মতে, প্ল্যান্টটি উৎপাদনে আসার পর, বাংলাদেশকে বছরে প্রায় ৪৫০ মিলিয়ন ডলার আদানিকে দিতে হবে প্ল্যান্টের ক্ষমতা এবং রক্ষণাবেক্ষণের চার্জ হিসেবে। এই কেন্দ্র থেকে কোনো বিদ্যুৎ বাংলাদেশ না নিলেও চুক্তি অনুসারে এই অর্থ দিতে হবে। বাংলাদেশ কখন বিদ্যুৎ পাবে তাও স্পষ্ট নয়, কারণ এর সঞ্চালন লাইনের একটি অংশ নির্মাণ শেষ করেনি। এমনকি এই প্ল্যান্টের বিদ্যুতের কোনো প্রয়োজন বাংলাদেশের না হতে পারে। সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে, বাংলাদেশে এখন সর্বোচ্চ চাহিদার তুলনায় ৪০ শতাংশ বেশি বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা রয়েছে।

**লন্ডভন্ড করপোরেট সাম্রাজ্য আদানি গ্রুপের ভবিষ্যৎ কী?**

এ দিকে আদানি গ্রুপের তালিকাভুক্ত ১০টি কোম্পানি মাত্র এক সপ্তাহের ব্যবধানে ৯ হাজার ২০০ কোটি ইউএস ডলার বা দুই-পঞ্চমাংশ বাজারমূল্য হারিয়েছে। আর ব্যক্তিগত সম্পদের দিক থেকে পাঁচ হাজার কোটি ডলারের বেশি হারিয়েছেন আদানি। বছরের শুরুতে যেখানে বিশ্বের তৃতীয় শীর্ষ ধনী ছিলেন, এখন শীর্ষ দশেও নেই তিনি। তার ওপর গত ১ ফেব্রুয়ারী আদানি এন্টারপ্রাইজেসের প্রায় ২৫০ কোটি ডলারের নতুন শেয়ার (এফপিও) ছাড়ার প্রক্রিয়া হঠাৎ স্থগিত করা হয়েছে। এসবের ফলে ভারতের অন্যতম শক্তিশালী ব্যবসায়িক গোষ্ঠীটির ভবিষ্যৎ নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

আদানি গ্রুপে এমন করুণ দশার কারণটা দেখলে অনেকটা পাহাড়ের গায়ে তীরের আঘাতে রক্তক্ষরণের মতো মনে হতে পারে। ভারতীয় এ করপোরেট জায়ান্টের বিষয়ে গত ২৪ জানুয়ারি একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন প্রকাশ করে যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিনিয়োগ গবেষণা সংস্থা হিনডেনবার্গ রিসার্চ। এতে 'করপোরেট জগতের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ধোঁকাবাজ' আখ্যা দিয়ে আদানি গ্রুপের বিরুদ্ধে শেয়ারবাজার কারসাজি, আর্থিক জালিয়াতির মতো গুরুতর অভিযোগ তোলা হয়। আদানি গ্রুপ হিনডেনবার্গের প্রতিবেদনের সব তথ্যকে 'পুরোপুরি মিথ্যা' এবং প্রতিবেদনটিকে সরাসরি 'ভারতের ওপর আক্রমণ' বলে উল্লেখ করা হয়। তাদের দাবি, আদানি গ্রুপ আইন মেনেই সব কিছু করেছে। কিন্তু এতেও আস্থা ফেরেনি শেয়ারবাজারের বিনিয়োগকারীদের। ১ ফেব্রুয়ারী বিকেলে আমেরিকান সংবাদমাধ্যম ব্লুমবার্গ জানায়, সুইস ব্যাংক ক্রেডিট সুইস তার প্রাইভেট ব্যাংকিং ক্লায়েন্টদের মার্জিন ঋণের জামানত হিসেবে আদানি গ্রুপের বন্ড গ্রহণ বন্ধ করে দিয়েছে। আদানি এন্টারপ্রাইজেসের শেয়ারের দর প্রায় ৩০ শতাংশ কমে গেছে। গোষ্ঠীটির অন্য কোম্পানিগুলোও পিছিয়ে পড়েছে। এমন 'অভূতপূর্ব' বাজার পরিস্থিতিতে শেষ পর্যন্ত নতুন শেয়ার ছাড়ার পরিকল্পনা স্থগিত করে আদানি গ্রুপ।



আদানি গ্রুপকে ভারতের বিজেপি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের আনুকূল্যপ্রাপ্ত শিল্প গ্রুপ হিসেবে দেখা হয়। তারা মুম্বাইয়ের কাছে একটি নতুন বিমানবন্দর তৈরি করছে, তিনটি সমুদ্রবন্দরে ব্যয় করছে মোট ৫০০ কোটি ডলার, দক্ষিণ কোরীয় সংস্থা পোস্কোর সাথে অংশীদারিত্বে ৫০০ কোটি ডলারের একটি ইস্পাত কারখানা নির্মাণের পরিকল্পনা করছে। তাদের নবায়নযোগ্য ও হাইড্রোজেন জ্বালানি প্রকল্পগুলো ভারতকে শুদ্ধ জ্বালানির পাওয়ার হাউজে পরিণত করার প্রচেষ্টার ভিত্তি হিসেবে দেখা হয়। এসব প্রকল্পের জন্য প্রচুর পুঁজি প্রয়োজন। আর সেটি সংগ্রহেই নতুন শেয়ারবাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা করেছিল আদানি গ্রুপ। কিন্তু যদি গোষ্ঠীটির বন্ডের দেনা বাড়ে এবং শেয়ারের দাম কমে যায়, তা হলে প্রয়োজনীয় তহবিল জোগাড় করা কঠিনই হবে।

এরই মধ্যে আদানি গ্রুপের এই সংকটের পরোক্ষ প্রভাব পড়তে শুরু করেছে তার অংশীদারদের ওপরও। গত ১ ফেব্রুয়ারি ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমা কোম্পানি এলআইসি এবং স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়ার শেয়ারের দম কমে গেছে যথাক্রমে আট ও পাঁচ শতাংশ। গত ২৭ জানুয়ারি ও ৩০ জানুয়ারি মাত্র দুই দিনে ভারতীয় শেয়ারবাজার থেকে ১৫০ কোটি ডলার তুলে নিয়েছে বৈশ্বিক তহবিলগুলো। এ অবস্থায় পশ্চিমা বহুজাতিক কোম্পানিগুলো হয়তো ভারতীয় টাইকুনদের সাথে নতুন অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আগে দু'বার চিন্তা করবে।

# Tax & Immigration Services

Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary



**Mohammad Pier**
Lic. Realestate Asso. Broker
EA, IRS, RTRP & Notary Public
**Cell: 917-678-8532**

**Income Tax**
Income Tax Service & Direct Deposit
Quick Refund & Electronic Filling

**Immigration Services**
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

**Real Estate**
For Buying & Selling Houses
Mortgage Services

*IRS e file*

**PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES**

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
**Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583**
Email: piertax@gmail.com

## জ্যাকসন হাইটসে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
# বাংলাদেশী অভিজ্ঞ ডাক্তার
## ডা. এটিএম ইউছুফ (স্বপন) এমডি

**স্থান পরিবর্তন**

**অফিস : ৩৭-২৯**
**৭২ স্ট্রিট, ১ম তলা**
**জ্যাকসন হাইটস**
**নিউইয়র্ক**



- ডায়াবেটিক, উচ্চ রক্তচাপ, থাইরয়েড, এজমা, রাতের ব্যথা, চর্মরোগ, যৌন রোগসহ সব ধরনের চিকিৎসা করা হয়।
- ফিজিক্যাল এক্সাম, টিএলসি এক্সাম ও স্কুল-কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- সুলভে রক্ত পরীক্ষা, ইকেজি, টিবি ও প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- সকল ধরণের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করাসহ বাংলাদেশী ভাইবোনদের যত্নসহকারে চিকিৎসা ও পরামর্শ দেয়া হয়।
- অনুগ্রহ করে আসার আগে ফোন করে আপনার এপয়েন্টমেন্ট ও সময় জেনে নিন।

**ফোন : ৭১৮-৭৭৭-১১১২, ৭১৮-২০৫-৬৬৩৩**




# KAKATUA AGENCY
## কাকাতুয়া এজেন্সী

Authorized e-file Provider

পারভেজ কাজী, EA
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)
ENROLLED AGENT

**OUR SERVICES ARE:**
- Income Tax
- Accounting Service
- Immigration Form Fill Out
- Travel
- Insurance

**NEW ADDRESS**
37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
**Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004**
Email: kakatua@aol.com | Web: www.kakatua.com

যোগাযোগ:
ক্যাপ্টেন লতিফ (মামা), শামসুল আলম, বিপু ভাভাত
ফারহানা আমিরান, সিমি চৌধুরী, মিনারা কাজী

# মেঘনা ট্রাভেলস
## ঝামেলামুক্ত ও সুলভ মূল্যে টিকেটের একটি বিশ্বস্থ প্রতিষ্ঠান

**OUR SERVICES**
International & Domestic Tickets
Hajj & Umrah Special Package
Visa Processing
Money Transfer

APPROVED IATA

KUWAIT AIRWAYS
ETIHAD AIRWAYS
BRITISH AIRWAYS
Emirates



**ওমরা ও হজ্জের যাবতীয় ব্যবস্থা করে থাকি**

We Accept
VISA MasterCard AMERICAN EXPRESS DISCOVER

৩৭-৬৬ ৭৪ স্ট্রীট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক
ফোন: ৭১৮-৪৭৮-১৯২০,
৭১৮-৯৩০-১৪৯৪, ৭১৮-৪৭৮-১৮৩০
e-mail: meghnacorp@gmail.com

# নিউইয়র্কে এক মা'কে রেখে আরেক মায়ের

(শেষের পাতার পর)

পরিচিত মানুষ এম বি তুষার। মায়ের হাত ধরে কিশোর বয়সে আমেরিকা এসেছিলেন তুষার। স্কুল পেরিয়েই জীবনযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নব্বই দশকের শুরুতে নিউইয়র্কে বাংলাদেশী জনসমাজের কোলাহল জমে ওঠার সময়টি। যুবক তুষার মিশে যান কমিউনিটিতে। পেছনে রেখে আসা স্বজন পরিজনের সাথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কমিউনিটিতেই স্বজন খুঁজে নেন এম বি তুষার। গত ২ ফেব্রুয়ারী মাতৃভূমি বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে তিনি নিউইয়র্ক ত্যাগ করে।

আমেরিকার ওপর হামলা হয় ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। ভয়াল সেপ্টেম্বরের সে হামলার গ্রাউন্ড জিরো ছিল ম্যানহাটনের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার। তুষার কাজ করেন প্যারামেডিক্স হিসেবে। প্রথম বাংলাদেশি কোন প্যারামেডিক্স গ্রাউন্ড জিরোর উদ্ধারকর্মে ঝাঁপিয়ে পড়েন। নিজের জীবন বিপন্ন করে যুবক তুষার আমেরিকার সবচেয়ে বড় সংকটের সময় নিজের পেশাগত কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন নিজ তাগিদে। জন্মধাত্রী যে মায়ের হাত ধরে একদিন স্বপ্নের দেশে পাড়ি দিয়েছিলেন তুষার, সে দেশ তাঁকে কী দিয়েছে? এমন প্রশ্নে তিনি নিরুত্তর। বলেন, আমি কী দিতে পেরেছি এটাই আমার কাছে মুখ্য। ২০১২ সালে মা হারিয়েছেন তুষার। একমাত্র সন্তানকে আগলে রাখা জননীকে আমেরিকার মাটিতে সমাহিত করেছেন। মায়ের কথা মনে করে অজোরে চোখের জল ঝরে পড়ে তাঁর।

২০২০ সালের মার্চ মাসে কোভিড মহামারি শুরু হলে তুষার আবার নেমে পড়েন মানবতার আহ্বানে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু হচ্ছিল নিউইয়র্কে। অবরুদ্ধ নগরে প্যারামেডিক্স হিসেবে এম বি তুষার অ্যাম্বুল্যান্সের ভীতিকর সাইরেন বাজিয়ে ছুটছেন নগরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। কোভিড-১৯ মহামারিতে মানবতার কাজে নিজেকে উৎসর্গ করার কাজে তাঁকে নিয়ে প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা প্রতিবেদন করেছেন। তাঁকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে বিশেষ অনুষ্ঠান।

বারবার ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নেমে নিজের শরীর ও জীবনকে বিপন্ন করেছেন তুষার। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন যৌবনেই। প্যারামেডিক্স হিসেবে তাঁর পেশা ছাড়াও নিউইয়র্কের প্রায় সব কমিউনিটি অনুষ্ঠানে তাঁকে ক্যামেরা হাতে দেখা যায়। ফটোগ্রাফি ছিলো তার নেশা। যেকোনো অনুষ্ঠানের প্রিয় মুখ হয়ে উঠেছেন অনেকদিন থেকেই।



কেন এতদিন দেশে ফেরেননি? এমন প্রশ্নের কোনো সরাসরি উত্তর এড়িয়ে চলেন তুষার? আমেরিকায় স্থায়ী বসবাসের বৈধতা, না ব্যক্তিজীবনের ভিন্ন কোনো দুঃখবোধ তাঁকে তাড়িত করেছে?

দীর্ঘ ৩১ বছর পর দেশে ফিরলেন এম বি তুষার। ব্রঙ্কসে দীর্ঘদিন থেকে বসবাস করছেন। নিউইয়র্কে বন্ধু স্বজনরা তাকে বিদায় অভ্যর্থনা জানানিয়েছেন। দেশে ফেরার প্রাক্কালে এম বি তুষার, তাঁর মায়ের কথাই বলছেন। স্বজন অনুরাগীদের জানাচ্ছেন? তুষার বলেন, 'জানি না কার কাছে যাচ্ছি? যে দেশের মাটিতে বাল্য শৈশবের দিন কেটেছে, সে জন্মের দেশে কোনো স্বজন আমার অপেক্ষায় আছে, তাও জানি না। তবে জানি নিউইয়র্ক আমার আশ্রয়ের জায়গা। এ নগরের স্বদেশী জনসমাজ আমার স্বজন। তাদের ভালোবাসা আমার সঙ্গে থাকবে।'

সর্বশেষ খবরে জানা গেছে, তিনি এমবি তুষার নিরাপদেই বাংলাদেশে পৌছেছেন এবং ভালো আছেন। ঢাকায় পৌছেই তিনি লক্ষীবাজারের একটি রেষ্টুরেন্টে সকালের নাস্তা করেছেন।




ATTORNEY
M. MUSTAFA
(A full service Law Firm)
LLB Honors (1st Class)
LLM (1st Class). Bangladesh
Barrister-At-Law, London
Attorney-At-Law. NY
718-487-4873

PERSO AL INJURY & DEATH DAMAGES CLAIMS
- Lead Poisoning
- Construction Work
- Slip and Fall
- Medical & dental Malpractice
- Hospital Negligence
- Delayed Treatment
- Failure to Diagnose
- Cancer & other fatal diseases
- Anesthesia & Gynecologic Surgery Malpractice
- Defective Child Birth
- Nursing Home Neglect and abuse etc.
- Wrongful Death Claim
- Car and Bi-cycle Accident and injury
- Taxi, Bus- Subway, and Train accidents
- Elevator and Escalator Accident
- Explosion and Fire Accident
- Defective product and electrical shock

IMMIGRATION MATTERS
- Green Card through "EB1 TO EB5"
- Political Asylum
- Detention and Bond
- All immigration court issues and cases
- Cancellation of Removal
- Adjustment of Status
- Condition Removal
- Business Immigration HB, L1, E2
- Green Card Replacement /Renew
- Complex Citizenship
- Re-entry permit
- Collection of Immigration Record
- Waiver
- Deportation
- Family Petitions
- Green card through Adoption or Orphan
- Immigration Appeals and Motions
- Canadian Immigration
- Student Visa process for USA, Canada, UK

GENERAL PRACTICE AREAS
- Divorce and Family Matter
- Child Support and Modification
- Domestic Violence
- Real Estate and Business Closing
- Foreclosure
- Bankruptcy
- All civil Matters
- Landlord-Tenant
- Incorporation
- Power of Attorney
- Wills, Trust, and Estate Planning
- Overtime and Wages Issue
- All Criminal Matters

148-45 Hillside Ave, Suite 203, Jamaica, NY 11435
Phone : 718-487-4873 Text : 917-285-6247 Email : abmostofa1@gmail.com

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার
MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine
Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু , হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সু রেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:
718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:
30-04, 36th Avenue
LIC, NY 11106
Tel: 718-383-4500

JAMAICA OFFICE:
170-12 Highland Avenue
Jamaica Estates, NY- 11432
www.drmrahman.com

Hillside Accounting Services Inc.
Tax, Accounting, Immigration & Multi Services

Tax
Accounting
Immigration



*বিনা পরীক্ষায় ও বিনা ফিতে সিটিজেনশীপ
*Tax Amendment/ITIN
*সকল প্র কার ইমিগ্রে শন ফরম ফিলআপ

Shafi Chowdhury
Consultant

167-13 Hillside Ave 2nd Floor, Jamaica, NY 11432
Cell: 646-403-6500, Tele/Fax: 917-775-7357
e-mail: hillsideaccounting@gmail.com
F to 169 St, Station than close to Apnar Pharmacy

নন ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য বিনামূল্যে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান

B1 / B2 ভিসায় আমেরিকায় আগতদের স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য ফ্রি পরামর্শ এবং সোসাল সিকিউরিটি কার্ড, ওয়ার্ক পারমিট, ব্যাংক একাউন্ট, সিটি আইডি, চিকিৎসা বেনিফিট ও হেলথ ইন্সুরেন্স পেতে সার্বিক সহযোগিতা করা হয়।

- L1A / E2
- ASYLUM
- RE-ENTRY PERMIT
- AFFIDAVIT OF SUPPORT
- REMOVE CONCILIATION TO GREEN CARD

"আমেরিকায় অবস্থানরত বৈধ কাগজ-পত্রহীনদের যে কোন আইনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিজেকে আপডেট রাখা জরুরী"

যোগাযোগ ঃ
917-982-5682
Email: radninmahamood@yahoo.com

# সৎ ও সঠিক ভাষায় কথা

(শেষের পাতার পর)"

(সুরা রহমান ঃ ১-৪) ভাষা পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সেরা দান। তাঁর প্রথম করুণা, 'তিনি আমাদের মানুষ হিসাবে সৃষ্টি করেছেন' দ্বিতীয় করুণা, 'তিনি মনের ভাব, নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত এবং ভাল ও মন্দ, কল্যাণ ও অকল্যাণের মধ্যকার পার্থক্য নিরুপণের জন্য ভাষা শিক্ষা দিয়েছেন'। মানুষের বাকশক্তি এমন একটি বিশেষ নিয়ামত যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকুল থেকে পৃথক করে রেখেছে। মানুষের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সারাটি জীবন ভাষার ব্যবহার পরিপূর্ণ। মানব শিশু ভুমিষ্ঠ হওয়ার পর তার ক্রন্দনরোল এ পৃথিবীতে তার যে আগমনী বার্তা ঘোষনা করে তা একধরনের ভাষারই নামান্তর। এ মানব শিশু বড় হয়ে তার কৈশোর, যৌবন ও কর্মময় জীবনের প্রতিটি স্তরে তার অভিব্যক্তি প্রকাশের বাহন হিসাবে ভাষার ব্যবহার করে।

মানুষ তার মতামত, চিন্তা-চেতনা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদি ভাষার সাহায্যে মৌখিক অথবা কাগজে-কলমে লিখিত আকারে প্রকাশ করে এ সবই 'আল্লামাহুল বায়ান' তথা ভাষা শিক্ষা-এর অন্তর্ভুক্ত। তাছাড়া বিভিন্ন দেশ-জাতি ও ভুখন্ড বিভিন্ন ভাষায় কথা বলে থাকে এটিও আল্লাহ তা'আলার এ শিক্ষারই অন্তর্ভূক্ত। যেমন: প্রথম মহামানব আদম আঃ কে সৃষ্টি করার পর আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ "এবং তিনি আদমকে সমস্ত বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রীর নাম শিক্ষা দিলেন।"(সুরা বাকারাঃ ৩১) এখানে পৃথিবীর সকল ভাষাও অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং বাংলা ভাষাও আল্লাহর সেরা দান।

আল্লাহ তা'আলা যে বাকশক্তি দান করেছেন এটি শুধু বাকশক্তিই নয় বরং এর পিছনে জ্ঞান ও বুদ্ধি, ধারনা ও অনুভূতি, বিবেক ও সংকল্প এবং এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে যে গুলো ছাড়া মানুষের বাকশক্তি কাজ করতে পারে না। এ গুলোর জন্য শিক্ষা বই-পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার ও ধর্মীয় শিক্ষা, লেখা, বক্তৃতা বিতর্ক ও যুক্তি প্রমানের মত উপায় উপকরণকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকার করে। শুধুমাত্র জন্মগত লব্ধ জ্ঞানকেই যতেষ্ট মনে করা হয় না। ভাষা ব্যবহারের যথার্থতা থাকতে হবে। যে কথা বা ভাষা নিজের বা দেশের উপকারে আসে না সেটি ভাষা হতে পারে না। উল্লেখিত আয়াতে মানুষ সৃষ্টি ও ভাষা শিক্ষাদান করার আগেই কুরআনের কথা বলা হয়েছে। স্বাভাবিক দৃষ্টিতে ক্রমানুসারে প্রথমেই মানুষ সৃষ্টি, দ্বিতীয়তঃ ভাষা জ্ঞান শিক্ষা এর পর কুরআন শিক্ষা দেয়ার কথা আসতে পারে। কিন্তু এ ক্রমধারা বজায় না রেখে প্রথমেই কুরআনের কথা বলে এ ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে যে, মানব সৃষ্টির আসল লক্ষ্যই হচ্ছে কুরআন শিক্ষা এবং কুরআন নির্দেশিত পথে চলা ও কুরআনের ভাষায় কথা বলা। যিনি মানুষ সৃষ্টি করলেন এবং তাকে কথা বলাও শিখালেন অথচ তার কথা বলার ধরণ কি হবে তা তিনি দেখাবেন না, তা কি হতে পারে? সৃষ্টি যার শিক্ষাও হবে তার। সৃষ্টি যেমন, শিক্ষাও হবে তেমন। সুতরাং যে সৃষ্টিকে ভাষা শেখানো হয়েছে তার জন্য 'কুরআনই হতে পারে শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম। মানুষ যদি আল-কুরআনকে বাদ দিয়ে অন্য কিছু শিখে তবে তাদের অবস্থা ঐ সৃষ্টিকুলের মতই হবে অথবা তাদের চেয়ে নিম্নতর হবে, যে সৃষ্টিকুলকে ভাষা জ্ঞান দেয়া হয়নি। সত্যিই তখন এ দুয়ের পার্থক্য নিরুপন কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ নৈতিক জীবের যোগ্যতা ও মর্যাদা হারায়।

ভাষা বা কথা দুই প্রকার। এক, পবিত্র বা ভাল কথা দুই, খারাপ কথা। আল্লাহ তা'আলা বলেন, "তুমি কি দেখছো না আল্লাহ কালিমা তাইয়্যেবার উপমা দিয়েছেন কোন জিনিষের সাহায্যে? এর উপমা হচ্ছে যেমন একটি ভালো জাতের গাছ, যার শিকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং শাখা-প্রশাখা আকাশে পৌঁছে গেছে। প্রতি মহুর্তে নিজের রবের হুকুমে সে ফলদান করে। এ উপমা আল্লাহ তা'আলা এ জন্য দেন যাতে লোকেরা এর সাহায্যে শিক্ষা লাভ করতে পারে। অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"(সুরা ইবরাহিমঃ ২৪-২৫) পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা হলো কালিমাতুত তাইয়্যেবা তথা "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু" অর্থাৎ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ্ নাই"।

যিনি কালিমা তাইয়্যেবার ভিত্তিত্বে নিজের জীবন ব্যবস্থাকে গড়ে তুলেন, তার কথাবার্তায় সত্যবাদিতা, চিন্তাধারায় পরিচ্ছন্নতা, স্বভাবে প্রশান্তি, মেজাজে ভারসাম্য, চরিত্রে পবিত্রতা, আচরণে মাধুর্যতা, ব্যবহারে নম্রতা, লেনদেনে সততা, ওয়াদা ও অংগীকারে দৃঢ়তা, সামাজিক জীবন যাপনে সদাচার, চেহেরায় পবিত্রতার ভাব ফুটে উঠবে। মোট কথা ব্যক্তির সামগ্রীক জীবন ব্যবস্থা পূত-পবিত্র হবে। যার জীবনধারার কোথাও কোন অসঙ্গতি থাকবে না। সর্বোপুরি একজন মুমিন আল-কুরআন অনুযায়ী কথা বলবে এবং আল কুরআন অনুযায়ী কথা পরিত্যাগ করবে। আল-কুরআনের নির্দেশনা অনুযায়ী জীবন চলার পথে কিছু জিনিসকে গ্রহণ করবে আবার কিছু জিনিসকে ত্যাগ করবে। একেই বলে মুত্তাকী। আর এই মুত্তাকীর জন্যই আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে অমূল্য উপহার হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহ তা'আলা বললেন,"আলিফ-লাম-মিম। (এই নাও) সেই কিতাব (আল-কুরআন) তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই, ইহা মুত্তাকী লোকদের পথ দেখাবে।"(সুরা বাকারা-১-২)

সুতরাং একজন মুমিন এমন কথা বলা উচিত নয়, যা একটি মারাত্মক বোমার চেয়েও ক্ষতিকর। একটি বোমা নির্দিষ্ট কিছু লোকের জান-মালের ক্ষতি করে থাকে। কিন্তু একটি খারাপ কথা সমাজ ভাঙ্গনের কার্যকরী হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে। এ ধরণের কথা সমাজকে বিভিষিকাময় পরিস্থিতির মুখোমুখী করে। সমাজে ভ্রাতৃত্ববোধের স্থান দখল করে নেয় হিংসা-হানাহানি, বিদ্বেষ আর অহংবোধ। আর এর ফলে মানুষ চরম দুঃখ-দূর্দশার সম্মুখীন হয়। সে কথাটি যদি সঠিক না হয়, কিংবা সেটি লক্ষ লক্ষ মানুষের মনোকষ্টের কারণ হয়, তাহলে ব্যাপারটি আরো মারাত্মক। কারন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,"মানুষ খারাপ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেন না। তবে কারো জুলুম করা হলে তার কথা স্বতন্ত্র। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন।"(সুরা নিসা ঃ ১৪৮) হযরত আবু হোরায়রা রাঃ বর্ণনা করেছেন যে, রাসুলুল্লাহ সঃ বলেছেন ঃ"প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমানের জান, মাল ও ইজ্জত হারাম।"(মুসলিম ও তিরমিযি) হযরত আবু সাঈদ খুদরী রাঃ বলেন, নবী সঃ বলেছেন,"এক মুসলমান আরেক মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না, তাকে সহযোগীতা করা পরিত্যাগ করে না এবং তাকে লাঞ্ছিত ও হেয় করে না। কোন ব্যক্তির জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে হেয় ও ক্ষুদ্র জ্ঞান করার মত অপকর্ম আর নাই।"(মুসনাদে আহমাদ) রাসুল স: বলেছেন ঃ"মুসলিম সে, যার ভাষা ও কর্ম থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।"(সহিহ বুখারী) রাসুল সঃ আরো বলেছেন,"ভাষার ফসলই মানুষকে জাহান্নামে উপুর করে নিক্ষেপ করবে।(তিরমিযি)

এছাড়াও কুরআনের বহু আয়াত ও হাদীসে মন্দ কথা উচ্চারণ করতে নিষেধ করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে যারা আল্লাহ ও রাসুলের প্রতি ঈমান রাখেন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা তাদের ঈমানী দায়িত্ব। কারণ কালিমা তাইয়্যেরা পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা। এ কালিমাটি যিনি মনে প্রানে বিশ্বাস করেন, তার চরিত্রে একদিকে ভালো কথা, ভালো চিন্তা ও আচরণ, অন্য দিকে মন্দ কথা, মন্দ চিন্তা বা আচরণ একই সাথে (Parallel) বিরাজ করতে পারে না।

পৃথিবীর সর্বোত্তম কথা হলো কালিমা তাইয়েবা তথা "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই"। এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস থেকে ভ্রাতৃত্বের মূল্যবোধ উদ্ভূত। প্রত্যেকেই এক আল্লাহ ও রাসুল স:-এ বিশ্বাসী এবং প্রত্যেকেই এক আদমের আঃ বংশদ্ভুত, কাজেই ভ্রাতৃত্ব, পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সৌহার্দ ঈমানেরই অংগ। ঈমানের এই ঐক্য মানুষের পার্থিব সকল কার্যকলাপকে সুসংহত করে। বিশ্বাসের এ ঐক্য মানুষের প্রতি মানুষের হিংসা, বিদ্বেষ, কটুক্তি, দুরুক্তি, তিরস্কার, বিদ্রুপ, অশালীন ও অশ্রাব্য কথা বলতে বাধার সৃষ্টি করে। কারণ মন্দ কথা হলো 'কালিমাতুল খাবিসা'। মন্দ কথায় কোন লাভ নেই। এতে কোন উপকার নেই। আছে ক্ষতি আর ক্ষতি। এটি নিজের ব্যক্তিত্ব, সুনাম ও মর্যাদাকে ক্ষুন্ন করে। মন ও চরিত্রকে করে কুলষিত। ভ্রাতৃত্ববোধ বিনষ্ট হয়। যে মন্দ কথা বলে তাকে সকলেই ঘৃণা করে। এছাড়াও মন্দ কথা সমাজে স্বল্প এবং দীর্ঘ মেয়াদী বিপর্যয় ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,"অন্যদিকে অসৎ বাক্যের উপমা হচ্ছে, একটি মন্দ গাছ, যাকে ভূপৃষ্ঠ থেকে উপড়ে দূরে নিক্ষেপ করা হয়, যার কোন স্থায়িত্ব নেই।"(সুরা ইবরাহিমঃ ২৫)

মন্দ কথা ঐক্য বিনষ্ট করে। অথচ ইসলাম একতা, অখন্ডতা ও অবিভাজ্যতারূপকে অধিক পছন্দ করে। অনৈক্য ঈমানেরও পরিপন্থি। কারণ ইসলামের প্রতিটি ইবাদাতই মানুষদেরকে মন্দ কথা ও কাজ পরিহার করে ভালো কথা বলা ও ভাল পথে চলার জন্য সম্মিলিতভাবে চেষ্টা করে। সুন্দরভাষায় ও ভালো কথার মাধ্যমে মানুষকে ডাকার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন। "তোমার রবের পথে হিকমত ও সুন্দর ভাষায় আহবান করো।"(সুরা নাহলঃ১২৫) আল্লাহ তা'আলা বলেন,"আমি দাউদের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা আর সর্বোত্তম বাগ্মিতার শক্তি বা অকাট্য কথা বলার যোগ্যতা।"(সুরা সোয়াদ:২০) হযরত মুসা ও হারুন আঃ ফিরাউনের কাছে প্রেরণের প্রাক্কালে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"তোমরা দু'জন যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আর তার সাথে কোমলভাবে কথা বলবে, যাতে করে সে উপদেশ গ্রহণ করে, কিংবা ভীত হয়ে যায়।"(সুরা ত্বাহা:৪৩-৪৪) শেষ নবী মুহাম্মদ সঃ কে আল্লাহ তা'আলা বলেন,"হে মুহাম্মদ, আমার বান্দাদেরকে বলো, তারা যেন মুখ হতে সে সব কথাই বের করে যা অতি উত্তম। আসলে শয়তানই মানুষের মধ্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে থাকে। প্রকৃত কথা হলো, শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।"(বনী ইসরাঈল ঃ ৫৩)

রাসুল সঃ ও মু'মেনদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা বলেন:"তখন আল্লাহ তাঁর রাসুল ও মু'মেনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে ন্যায় ও বিবেকসম্মত বা তাক্ওয়ার কথা বলা কর্তব্য করে দিলেন, আর তারাই এ ধরনের কথা বলার অধিক উপযুক্ত।" (সুরা ফাতাহ:২৬)

সুতরাং ভাষার মাসে আহবান সঠিক ও সুন্দর কথা বলুন। মিথ্যা, অসৎ ও খারাপ কথা ও কাজ থেকে বিরত থাকুন। সুন্দর ও ভালো কথা ঐক্যকে সুদৃঢ় করে। সুন্দর করে কথা বলা মানুষের শ্রেষ্ট একটি গুণ। আর এটি আল্লাহর দান। রাসুল সঃ বলেন,"তোমার ভাইয়ের সাথে হাসি মুখে কথা বলা একটি দান।" পক্ষান্তরে খারাপ, মিথ্যা ও অসৎ কথা শয়তানের কাজ। মিথ্যা অসৎ কথা ও কাজ পরিত্যাগ করে সুন্দরভাবে কথা বলার জন্য কুরআন পড়ুন। কুরআন-এর প্রতিটি কথা কালেমা তাইয়্যেবার অন্তর্ভূক্ত। তাছাড়া নিজেদের জ্ঞানের ভীতকে মজবুত করার জন্য কুরআনের জ্ঞান অপরিহার্য।

# অসাবধানতায় বাড়ে

(শেষের পাতার পর)

হচ্ছে। এটি যে হচ্ছে, সে বিষয়টাও অনেকে বুঝে উঠতে পারে না। এতে আক্রান্ত ব্যক্তি চোখে অন্ধকার দেখতে থাকে, যাকে আমরা বলি ব্ল্যাক আউট। কিছুক্ষণের মধ্যেই সব ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু বেশির ভাগই এই সঙ্কেত অবহেলা করে। আশঙ্কার কথা হলো- এ রকম মৃদু স্ট্রোকের পর বড় স্ট্রোকের আশঙ্কা থাকে প্রবল। মৃদু স্ট্রোককে বিজ্ঞানের ভাষায় বলে ট্রানজিয়েন্ট ইস্কিমিক অ্যাটাক বা টিআইএ। তবে এই আশঙ্কা অনেকটা কমানো যায়, যদি চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ওষুধ খাওয়া যায়, খাদ্যবিধিতে পরিবর্তন আনা যায় এবং অন্যান্য স্বাস্থ্যসমস্যা থাকলে তার নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

আমেরিকান স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশন ও আমেরিকান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের মতে, বেশির ভাগ স্ট্রোকই প্রতিরোধযোগ্য। মিনি স্ট্রোক হয়েছে এমন রোগীদের কিছু ওষুধ দেয়ার পর বড় রকমের স্ট্রোক এড়ানো গেছে বলে বিশেষজ্ঞদের মতো। অবস্থা বুঝে এসব ওষুধের ব্যবস্থাপত্র দেবেন চিকিৎসক।

মিনি স্ট্রোক হয়েছে এমন রোগী তামাক খেলে বা ধূমপান করলে বড় স্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ে দ্বিগুণের বেশি। অভ্যাস ছাড়ার জন্য প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে পারেন। অতিরিক্ত মদ্যপানের সাথে ইস্কিমিক স্ট্রোকের গভীর সম্পর্ক আছে। তাই অ্যালকোহল এড়িয়ে যাওয়াই নিরাপদ। যুক্তরাজ্যের স্ট্রোক অ্যাসোসিয়েশনের মতে, অতিমাত্রায় মদ্যপানে রক্তচাপ বাড়ে, এতে এট্রিয়াল ফিব্রিলেশন উসকে যায়, যা স্ট্রোকের বড় ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়। মদ্যপান লিভারের ক্ষতি করে। এতে রক্ত জমাট বাঁধার ওপর প্রভাব পড়ে, দেহের ওজন বাড়া রোধ করা যায় না, কারণ বেশির ভাগ মদ হাই ক্যালরির।

খাদ্য আর পুষ্টি স্ট্রোক প্রতিরোধে ইতিবাচকভাবে বড় ভূমিকা রাখে। সঠিক খাদ্যবিধি মানলে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখা, ডায়াবেটিস এড়ানো, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, স্ট্রোকের ঝুঁকি ও কোলেস্টেরল কমানো সহজ হয়। সবচেয়ে উপযোগী ডায়েট হলো মেডিটারেনিয়ান ডায়েট। এতে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে ৪৫ শতাংশ। এই ডায়েটে রয়েছে প্রচুর শাকসবজি, মটরশুঁটি, মটরজাতীয় বীজ, হোল গ্রেইন, লাল আটা, লাল চাল, ওটস, তাজা ফল, অলিভ অয়েল বা অন্য হেলদি ফ্যাট, বাদাম, মাছ ইত্যাদি।

নিয়মিত ব্যায়ামে রক্তচাপ কমে, কোলেস্টেরল কমে, ওজন ঠিক থাকে। প্রাপ্তবয়স্করা সপ্তাহে আড়াই ঘণ্টা মাঝারি অ্যারোবিক ব্যায়াম করতে পারেন। দ্রুত হাঁটা, দৌড়ানো, সাঁতার, জলকেলি ইত্যাদি হতে পারে রোজকার ব্যায়াম। স্থূলতা, ডায়াবেটিস, হাই কোলেস্টেরল, উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলে স্ট্রোকের ঝুঁকি কমে। -ইন্টারনেট।

Highland Medical Care, PLLC



Nazmul H. Khan, MD, FACP
Board Certified in Internal Medicine

Address
87-30, 167th St. Jamaica, NY 11432
Phone: 718-262-8991
Fax: 718-262-8992

Vital Accounting Inc.
File your Tax with experienced professional.
* Income tax:
* Individual/ Personal Tax (All states)
* Business Tax (Corporation, Partnership)
* Sales tax (Food Vendor, Corporation)
* Payroll Tax
* Business Incorporation
* Immigration Services



Atikur Rahman
Masters in Economics
MBA (Accounting), MAFM
Tel: 718-820-2212
37-22 73rd Street, 2nd Fl (Suite # 2D), Jackson Heights, NY 11372

দালাল দ্বারা প্রতারিত হবেন কেন?
বাফেলোতে
বাড়ি কেনা-বেচায়

নতু ন প্রজন্মের বিশ্বস্ত
লাইসেন্সড সেলস পার্সন
রাফি সাফওয়ান
ঝামেলামু ক্ত সহযোগিতা দিচ্ছে
সিদ্ধান্ত নেয়ার পূ র্বে যোগাযোগ করুন :
267-992-3201
Park Realty
of Western New York
155 Summer St
Buffalo, NY 14222

## বাংলাদেশে ওয়েবসাইট বন্ধ প্রসঙ্গে প্যাটেল

# সেন্সরশিপ বা চ্যানেল ব্লক করা গভীর উদ্বেগের

**ঢাকা ডেস্ক:** বিশ্বজুড়ে শান্তি, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি এবং স্থিতিশীলতার ভিত্তি হলো গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা। এগুলো একটির সঙ্গে অন্যটি অবিচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত। যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে একথা বলেছেন মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বেদান্ত প্যাটেল। এ সময় একজন সাংবাদিক তার সামনে বলেন, বাংলাদেশে প্রায় ২০০ ওয়েবসাইট সরকার বন্ধ করে দিয়েছে। তিনি জানতে চান, এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র উদ্বিগ্ন কিনা। জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, অবশ্যই যেকোনো রকম সেন্সরশিপ এবং তথ্যভিত্তিক চ্যানেল ব্লক করে দেয়া গভীর উদ্বেগের। গত ১ ফেব্রুয়ারী বুধবার সাংবাদিকদের সঙ্গে তার কথোপকথনের সময় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে ওই সাংবাদিক জানতে চান, আমার প্রশ্ন বাংলাদেশ নিয়ে। বাংলাদেশে আবার সমালোচকদের টার্গেট করা হয়েছে। সম্প্রতি নাগরিক সমাজের সুপরিচিত সদস্য ও মানবাধিকারকর্মী রিজওয়ানা হাসানকে বহনকারী গাড়িতে হামলা চালিয়েছে ক্ষমতাসীন দলের নেতাকর্মীরা। আপনি জানেন সম্প্রতি সফরের সময় যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডোনাল্ড লু তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

প্রশ্নে ওই সাংবাদিক আরও জানতে চান, বাংলাদেশের একটি পুস্তক প্রকাশক 'আদর্শ'-কে দেশের সবচেয়ে বৃহৎ গ্রন্থমেলায় নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই প্রকাশনীটি ভিন্নমতের লেখকদের বই প্রকাশের জন্য পরিচিত। এজন্য তাদেরকে গ্রন্থমেলায় অনুমোদন দেয়া হয়নি। রিপোর্ট প্রকাশ হয়েছে যে, একই প্রকাশককে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরেকটি বইমেলায় প্যাভিলিয়ন খুলতে বাধা দেয়া হয়েছে। সম্প্রতি আপনি দেখেছেন যে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ বিষয়ে খুব বেশি সংযুক্ত রয়েছেন এবং তিনি অবাধ, সুষ্ঠু এবং বিশ্বাসযোগ্য নির্বাচনের আহ্বান জানিয়েছেন। এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কি? এ প্রশ্নের জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, আমাকে কিছু বিষয় বলতে হবে। আপনার প্রথম প্রশ্নের সঙ্গে এটা সম্পর্কিত। তা হলো, যারা মানবাধিকার এবং মর্যাদার জন্য লড়াই করছে তাদেরকে, তা সে যেখানেই হোক, প্রকাশ্যে সমর্থন দিতে দ্বিধাবোধ করবে না যুক্তরাষ্ট্র। আমি আপনাকে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরে একজন প্রকাশক প্রসঙ্গে বলবো, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, মানবাধিকারের মতো গণতান্ত্রিক নীতির গুরুত্বের প্রতি অব্যাহতভাবে আমরা জোর দিয়ে যাবো। কারণ, এসবকিছু আমাদের গণতন্ত্রগুলোকে শক্তিশালী করতে অবদান রাখে। ওই সাংবাদিক পাল্টা প্রশ্ন করেন। জানতে চান– আপনি জানেন, সম্ভবত জানেন যে, বাংলাদেশ সরকার, রাষ্ট্রবিরোধী ম্যাটেরিয়াল আছে এমনটা বর্ণনা করে, আমার মনে হয়, প্রায় ২০০ ওয়েবসাইট ব্লক করে দিয়েছে। এ বিষয়ে আপনার কোনো মন্তব্য আছে? এটা কি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য আদৌ কোনো উদ্বেগের বিষয়? জবাবে বেদান্ত প্যাটেল বলেন, অবশ্যই। যেকোনো রকম সেন্সরশিপ অথবা ইনফরমেশন বিষয়ক চ্যানেল ব্লক করে দেয়া গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমি এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট রিপোর্ট দেখিনি। যদি আমরা দেখতে পাই, তাহলে আপনাকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে জানাতে পারবো।

কাজী অফিস
সিটি কর্তৃক রেজিষ্ট্রিকৃত
কাজী ইমাম মাওলানা
আব্দুল মুকিত
পেশ ইমাম, দারুস সালাম
মসজিদ, জ্যামাইকা
148-16 87 Road
Jamaica, NY-11435
বিবাহ পড়ানো,
মেরিজ সার্টিফিকেট
ও কাবিন নামা
প্রদান করা হয়।
পরামর্শ ও এপয়েন্টমেন্টের
জন্য যোগাযোগ করুনঃ
917-428-1519

FREE CONSULTATION!!!
I am a tax specialist directly licensed by the IRS

ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
IRS
MIR KASHAM
IRS Enrolled Agent, CMA (INT), BBA (Accounting), Baruch CUNY
TAX - ACCOUNTING - NOTARY PUBLIC
IMPUESTOS - CONTABILIDAD - NOTARIO PÚBLICO
ট্যাক্স–একাউন্টিং–নোটারী
Tax Preparation, Tax Planning
& Solving Tax Problems
Business Tax & Accounting
Sales Tax
Payroll & Bookkeeping Services
Typing Services:
Contract Papers
Resumès, Fax, E-mail, Scan etc.

Moon
Multi Services
701 Church Avenue
Brooklyn, NY11218
Tel: 347-533-9030
Cell: 917-501-5750
Fax: 347-533-6703
Email: mirkasham@aol.com


হাউজ কিপিং জব করতে চাই
হাউজ কিপিং জব (যেমন- সুইপ ও মপ করা, রান্নায় সাহায্য করা) করতে ইচ্ছুক। ঘন্টায় ৫/১০ ডলার বেতন পেলেই চলবে। যোগাযোগ: গডফ্রে রোজারিও (প্রাক্তন অফিস সহকারী, বাংলাদেশ সুপ্রীমকোর্ট)।
ফোন: ৩৪৭-৮৪৯-৭৫৪৯
৩৪৭-৮৪৯-৭৫২৩

ভ্রমণ
নায়াগ্রা ফলস, অরল্যান্ডো ডিজনি, মায়ামি, কী ওয়েস্ট, গ্রান্ড ক্যানিয়ন, লাস ভেগাস সহ আমেরিকার যে কোন স্টেটে ভ্রমণের জন্য যোগাযোগ করুন:
বাংলা ট্যুর
৩৪৭ ২৮০ ৭২৬৯

* সম্পূর্ণ হালাল খাবার
* ক্যাটারিং
* লাঞ্চ ডিনার

Joy
পিকনিকসহ বিভিন্ন উৎসব
আয়োজনে জয় রেস্টুরেন্টের
বিশেষ ঘোষণা
জয় ক্যাটারিং মেন্যু
প্যাকেজ -১
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 7.00
প্যাকেজ-২
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$ 8.00
প্যাকেজ-৩
ব্রেইন পোলাও
চিকেন রোস্ট
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$10.00
প্যাকেজ-৪
মটর পোলাও
চিকেন রোস্ট
সামি কাবাব
গোট অথবা বিফ কারি
মিক্সড ভেজিটেবল
সালাড
ডিজার্ট
$11.00
148 E 46th Streets, (Between Lexington & 3rd Avenue), New York, NY 10017
Tel: 212-490- 1277, (212) 490-1278, Fax: (212) 490-1977
32 West 39 Street (Between 5th and 6th Avenue),New York, NY- 10018.
Tel: 646-559-7527

# ওয়াদুদ তালুদার আহবায়ক জামিল সদস্য সচিব

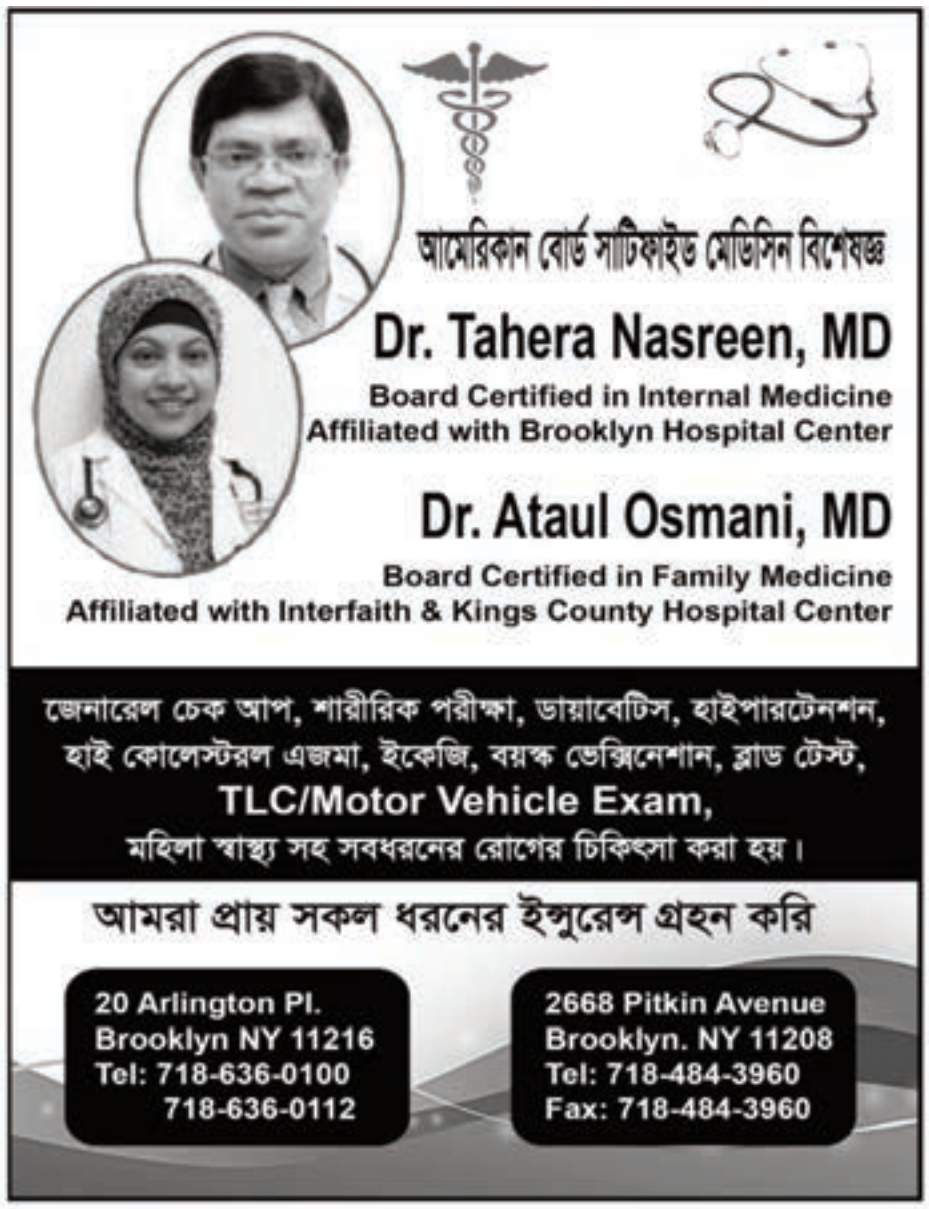
(শেষের পাতার পর)

(৪ ফেব্রুয়ারী) আপার ম্যানহাটনের পলাশ রেষ্টেরেন্টে অনুষ্ঠিত ম্যানহাটন বিএনপির এক কর্মী সভায় নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির আহবায়ক আহবাব চৌধুরী খোকন এই কমিটি ঘোষনা করেন। সভায় আব্দুল ওয়াদুদ তালুকদারকে আহবায়ক ও জিয়াউল আহমদ জামিলকে সদস্য সচিব করে ঘোষিত ২১ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির অন্যান্য নেতৃবৃন্দরা হচ্ছেন সিনিয়ার যুগ্ম আহবায়ক- মোহাম্মদ ইসমাইল (নোয়াখালী), সেলিম উদ্দিন (ফেনী), আব্দুল এ হেলাল (সিলেট), কবির হোসেন (ঢাকা), যুগ্ম সদস্য সচিব- শাহাব সিদ্দিক (সিলেট)। সদস্য যথাক্রমে মানিক আহমদ, মিসেস কাওছার ভূইয়া, খলিলুর রহমান, মাসুদ রানা, রোমান রহমান, ফয়েজ আহমদ, ফরহাদ হোসেন, সিয়াম আরাফাত, জিয়াউর রহমান, মাসুদুল ইসলাম, দেওয়ান রানা চৌধুরী, দিদার চৌধুরী, হাবিব জুহেল ও সালাহ উদ্দিন।



বিএনপির নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) এর যুগ্ম আহবায়ক ও ম্যানহাটন ব্যুরো সমন্বয়ক মানিক আহমদের সভাপতিত্বে ও জিয়াউল আহমদ জামিলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন আহবাব চৌধুরী খোকন এবং প্রধান বক্তা ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব ফয়েজ চৌধুরী, বিশেষ অতিথি ছিলেন নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর) বিএনপির যুগ্ম আহবায়ক শরিফুল হক খালিশদার, যুগ্ম আহবায়ক সৈয়দ গৌছুল হোসেন, আহবায়ক কমিটির সদস্য শাহ কামাল উদ্দিন, লিয়াকত আলী, মোহাম্মদ ইসমাইল, সেলিম উদ্দিন, সোলেমান হোসেন, সিদ্দিক আহমদ উল্লাস। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সেলিম উদ্দিন, সালাহ উদ্দিন, কবির হোসেন, শাহবাব সিদ্দিক প্রমুখ।

ঘোষিত কমিটি আগামী ৩ মাসের মধ্যে অধীনস্থ সকল শাখা কমিটি গঠন করে সম্মেলনের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করবে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।







Mohammed M. Alam
M.Com (Management). LL.B

জ্যামাইকা হিলসাইড ট্যাক্স অফিস
167-11 Hillside Ave. 2nd Floor Jamaica, NY 11432
Tel: 718-480-3313, Cell: 917-600-4937
Email: mahbubtax@yahoo.com

AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER

ট্যাক্স • ইমিগ্রেশন ফরম পুরন • নোটারী

আমাদের সেবা সমূহ

- ফেডারেল এবং সকল স্টেট ট্যাক্স
- বিজনেস ট্যাক্স, করপোরেশন ট্যাক্স
- সেল্‌স ট্যাক্স, পে-রোল ট্যাক্স
- ওপেন নিউ বিজনেস
- ওপেন সেল্‌স ট্যাক্স আইডি
- ফ্যামিলী পিটিশন
- স্পন্সরশীপ ফরম পুরন
- সিটিজেনশীপ ও পার্সপোর্ট
- ডুয়েল সিটিজেনশীপ প্রোসেস
- পাওয়ার অব এ্যাটর্নী ড্রাফট

সকল ষ্টেটের ট্যাক্স এবং ফরম পূরনে সহায়তা করা হয়।

# বাসা ভাড়া

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা হসপিটাল সেন্টারের পাশে রেনোভেটেড বেসমেন্ট ভাড়া হবে। একটি বেডরুম, বসার ঘর, রান্না ঘর এবং বাথরুম। সাবওয়ে ই টেন। যোগাযোগ: ৯১৭-৩০২-৭১৪২ অথবা ৫১৬-৪৮১-৭৮৪৩ ডি-০৫/১২

## বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্টের কাছে জ্যামাইকার ১০৫ এভিনিউ এবং পাইনগ্রোভ স্ট্রীটে এক বেডরুম ও এক বাথরুমের বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ, আলাদা বাথরুম ও রান্নাঘর। বাস স্টপ থেকে এক ব্লক দূরে, জেএফকে থেকে ৭ মিনিটের ড্রাইভ। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৪১-৩৬১৫। আ-০১/০৮

## বেসমেন্ট ভাড়া

জ্যামাইকা ১৩৮-২৬ ৯৫ এভিনিউতে বেসমেন্ট স্বামী-স্ত্রীর জন্য ভাড়া দেয়া হবে অক্টোবর থেকে। খুব ভাল লোকেশন। বাস স্টেশন, সাবওয়ে ও লং আইল্যান্ড রেলরোড, জেএফকে এয়ার ট্রেন অতি কাছে। শুধুমাত্র আগ্রহীরা যোগাযোগ করুনঃ ৭১৮-৭৯৫-৮৬২৮

## বাসা ভাড়া

ব্রঙ্কসের ক্যাসিল হিলের গ্লিভ এভিনিউতে ৪ বেডরুমের বাসা ভাড়া হবে। যোগাযোগ: আহমেদ। ফোন: ৯১৭-৪৪৪-৯৭০৭ অথবা ৩৪৭-২০৮-৪৭৪১

## বাসা ভাড়া

এস্টোরিয়ার ৩৫ এভিনিউ ও ৯ স্ট্রিট-এ তিন তলায় এপার্টমেন্টে ২ বেডরুমের একটি বাসা শেয়ারে ভাড়া দেয়া হবে। বি. দ্রষ্টব্য: মহিলা অথবা ফ্যামিলি অগ্রাধিকার দেয়া হবে। যোগাযোগ: ৯২৯-২৫৭-৭৮৪৫

## বাসা ভাড়া

জ্যামাইকার ৯০-১৫ ১৫৩ স্ট্রীটে চার বেডরুম, দুই বাথ রুম, ডাইনিং সহ বড় কিচেনের বাসা ভাড়া দেয়া হবে। এক ব্লক দূরত্বে ই ট্রেন আর দুই ব্লক দূরত্বে এফ ট্রেন সাবওয়ে। যোগাযোগ: ৯১৭-৩৯৯-৯৬৯৮ (সন্ধ্যা ৫টা থেকে রাত ১০টা) ডি-১৯/২৬

## বাসা ভাড়া

জেএফকে এয়ারপোর্ট থেকে মাত্র ৭ মিনিটের দুরত্বে ১ বেডরুম, কিচেন বাথরুম সহ বেসমেন্ট ভাড়া হবে। আলাদা প্রবেশপথ। পাশেই রয়েছে বাস স্টপেজ। যোগাযোগ: ৯২৯-২৩২-৯৪৬৮ সে- ১৯/২৬

# আবশ্যক

## HELP WANTED

Seeking for an Office Assistant for Real Estate Company, Queens, NY. Must be fluent in English and Expert in Computer. Contact: Mr. Kamal. Ph: 917-523-4451. e-mail: mkskarn@gmail.com f-06/14

# আবশ্যক

অ্যাপোলো ইমিগ্র্যান্ট ম্যানেজমেন্ট (এলমহার্স্ট, এনওয়াই ১১৩৭৩)-এর জন্য এলজন ফুল টাইম ইঞ্জিনিয়ার আবশ্যক। বেতন ঘন্টায় ৪১ ডলার ২ সেন্ট। আগ্রহীকে এমপ্লয়ীদের সুপারভাইজিং সহ মেশিন অপারেট, হার্ডওয়ার এবং নেটওয়াকিং প্রভৃতি দায়িত্ব পালন ছাড়াও ব্যবসায়িক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে হবে। যোগ্যতা ব্যাচেলর ডিগ্রিসহ ইংরেজী, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় অনর্গল কথা বলা জানতে হবে।

**যোগাযোগ: ৭১৮-৪২৬-৬৬০০**

# ন্যানী আবশ্যক

মিজুরী রাজ্যের সেন্টলুইসে বসবাসকারী ছয় মাসের বাচ্চা আন্তরিকভাবে দেখাশুনা এবং সপ্তাহে তিনদিন রান্না করা সহ অন্যান্য কাজে (পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা) সহযোগিতা করার জন্য ন্যানী আবশ্যক। থাকা খাওয়া সহ মাসে বেতন ১,৫০০ ডলার। প্রতি ছয় মাসে একবার নিউইয়র্কে যাতায়াতের সুযোগ থাকবে এবং যাতায়াতের খরচ বহন করা হবে। যোগাযোগ: ৭১৮-২৯৯-৯০৩৯ ডি-০৫/১২

## বেবীসিটার আবশ্যক

নিউইয়র্ক সিটির ফ্লাশিং-এ ১৮ মাসের বাচ্চা দেখার জন্য একজন বেবীসিটার আবশ্যক। যোগাযোগ: ৩৪৭-৫৪৭-৪৩৯৯। ডি-০৫/১২

# আবশ্যক

Law Office of Shiva Khanal, PC-এর জন্য লীগ্যাল এ্যাসিসটেন্ট/ প্যারালীগ্যাল (মিডটাউন) পদের জন্য পার্ট টাইম লোক আবশ্যক। আগ্রহী প্রার্থীকে চৌকশ, দায়িত্ববান, পরিশ্রমী, স্বাধীনচেতা এবং বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ভালোভাবে কথা বলা ও লেখার যোগ্যতা থাকতে হবে। অভিজ্ঞ প্রার্থীর অগ্রাধিকার। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

**যোগাযোগ:**
khanalaakash435@gmail.com
Contact Phone:
646-669-7202
ফে-১৩

# টাঙ্গাইল শহরের প্রান কেন্দ্রে বাড়ি বিক্রয়

টাঙ্গাইল শহরের বিশ্বাস বেতকা এলাকায় সৃষ্টি কোটিং সংলগ্ন ১০ শতাংশ জমির উপর ৫তলা ফাউন্ডেশনের (৩৩টা পিলারের) বাড়ি, নীচতলায় ৩ বেড, ৩ বাথ, ২টা ইউনিট এবং দোতলায় দুই বেড এবং একটি বাথরুমের ৪টা ইউনিট। প্রতিমাসে আয় সর্বমোট ৪৫ হাজার টাকা। জমির মালিক নিউইয়র্ক প্রবাসী বিধায় দলিল হস্তান্তর এবং বাড়ির মূল্য নির্ধারন/পরিশোধ ডলারে করতে হবে।

কেবল মাত্র কিনতে আগ্রহীরা যোগাযোগ করুন-
দরালাপনী ঃ ৯১৭-৩০০-৫০০৪

# লং আইল্যান্ডে ড্রাইভাভিং স্কুলে ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক

লং আইল্যান্ড সাফক কাউন্টি তে ফুলটাইম/ পার্টটাইম ড্রাইভিং স্কুলের জন্য অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ইনস্ট্রাকটর আবশ্যক। বেতন ২০ ডলার-২৫ ডলার /প্রতি লেসন্ যোগাযোগঃ **৬৩১-২৭৫-৪০০৭**

# ঢাকায় জমি/প্লট ক্রয়

আমরা ঢাকায় গুলশান, বারিধারা, উত্তরা, পূর্বাচল এবং বসুন্ধরায় যে কোন সাইজের জমি/প্লট ক্রয় করে থাকি।

যোগাযোগ করুন:
আমেরিকা: Omar Chowdhury Tel: (+1) 404-610-4002
e-mail: omarchowdhury@hotmail.com
লন্ডন: Foyzul Islam Tel: (+44) 794-9533089
e-mail: foyzul.islam@hotmail.co.uk

## LIVE IN NANNY WANTED

Need of a live in nanny to take care of a little kid and help with little house hold work as well in Ridgefield, New Jersey. Traveling is also acceptable. Contact persons: Rahima: 1 (646) 346-0395 Ayesha 1 (646) 431-0724

بسم الله الرحمن الرحيم

# পাত্র চাই

New York- এ পিতা-মাতার সঙ্গে বসবাস করেন। (U.S.A. Citizen) পাত্রী Bachelor in Biomedical Engineer, From City College, CUNY, and Master in Biomedical Engineer, From Penn Univercity, Philadelphia বর্তমানে পেশাগত কাজে কর্মরত। পাত্রীর জন্য ৩২+ বয়সের যোগ্য পাত্র যোগাযোগ করুন।

**Mobile Tel. No 646-591-4696**
**Res: 718-931-2509**
**e-mail: moondhs@gmail.com**

# HOUSE FOR RENT

2 Bedroom Apartment with Large Living room for Rent in Hollis. 195-21 Carpenter Ave Hollis, NY 11423. Rent: $2200.00

**Tel: 718-200-0723**

# TDS INSURANCE এর প্রতিবাদ

**কতিপয় ব্রোকারেজ প্রতিষ্ঠানের অপপ্রচারের পরিপ্রেক্ষিতে TDS INSURANCE BROKERAGE CORP. -এর পক্ষ থেকে আমরা সোচ্চার প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমাদের কোন শাখা অফিস, সাব এজেন্ট নিউইয়র্কের কোথাও নেই। আমাদের কার্যক্রম আমরা আমরা শুধুমাত্র ব্রুকলীন অফিস থেকেই পরিচালনা করছি। ধন্যবাদ-**

**TDS INSURANCE BROKERAGE CORP.**

f-06/14

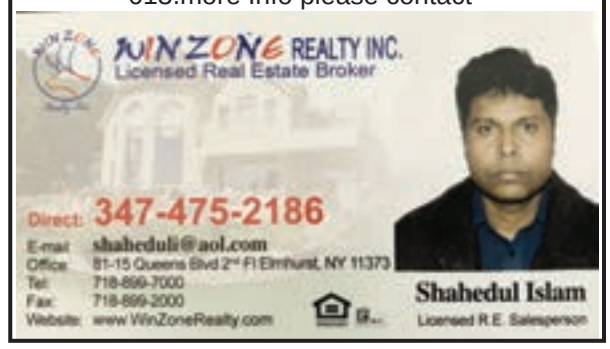
# পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন, বয়স ৫৫, উচ্চতা ৫ফুট ৬ইঞ্চি। শিক্ষাগত যোগ্যতা: ইঞ্জিনিয়ার, সরকারী চাকুরীজীবী, সুপ্রতিষ্ঠিত মুসলিম ধার্মিক পাত্রের জন্য বিধবা, ডিভোর্স (বৈধ কাগজপত্র না থাকলেও চলবে) পাত্রী চাই।

**যোগাযোগ: ৬৪৬-৭০৭-৯৬১৪** সে-০৫/০৬

## One Bedroom CONDOMINIUM FOR SALE

1510 Union Port Road,Bronx ,NY-10462.Asking Price $199,000.00
Common Charge $ 804.69 . Living area Sqft 613.more Info please contact




# বিনামূল্যে হেলথ ইন্স্যুরেন্স চান

আপনি কি বিনামূল্যে নিউইয়র্ক ষ্টেট অনুমোদিত হেলথ ইন্স্যুরেন্স পেতে চান? তাহলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন। আমরা আপনাকে হেলথফাস্ট, ফিডালিস কেয়ার, মেট্রোপ্লাস, ইউনাইটেড হেলথ কেয়ার সহ অন্যান্য ইন্স্যুরেন্স প্লান পেতে সহায়তা করব!

**শেখ সিরাজ, বাংলাদেশ সেন্টার**
**Bangladesh Center Inc**
**ফোন: ৯১৭-৫৪৭-৬৮৩২**

# মুসলিম কাজী অফিস

Imam & Khatib
**Bangla Bazar Jame Masjid**
1351 Odell St, Bronx, NY 10462
ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক বিয়ে পড়ানো হয় এবং নিউইর্ক সিটি ল অনুযায়ী ম্যারিজ সার্টিফিকেট ও কাবিন নামা দেয়া হয়।



**Quazi Moulana Abul Kashem Eahea**
Ba (Hons), MA (Bangla)- Kamil-Hadith, Tafsir, Fiqh
**Marriage Registrar New York State**
(Muslim Nikah & Marriage Solemnization NYC)
**Tel: 347-208-9055**
Email:abuleahea@gmail.com

# MATRIMONIAL SERVICE

# কাজী অফিস (NYC Registered)

GET MARRIED ISLAMIC WAY BY

**KAZI MOWLANA MD. ABUL KHAIR**

IMAM & KHATUB

**MASJID AL-ABRAR CULTURAL CENTER USA INC.**

70-50, Broadway (Basement), Jackson Heights, NY 11372.
Phone: 646-732-7125, 929-277-7444




## ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস টাইম টেলিভিশনে

(শেষের পাতার পর)

অনুষ্ঠানে অংশ নেন।

টাইম টেলিভিশনের প্রতিদিনের জনপ্রিয় অনুষ্ঠান 'টাইম এক্সক্লুসিভ'-এ অংশ নিয়ে ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস বিভিন্ন বিষয়ে খোলামেলা কথা বলেন এবং সঞ্চালক আবু তাহের সহ আলোচক প্যানেলের জনাব হাসাস ফেরদৌস ও জনাব নাজমুল আহসানের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। 'টাইম এক্সক্লুসিভ' অনুষ্ঠান শেষে রাত ১০টায় আপ্যায়ন শেষে বার্তা কক্ষ পরিদর্শন এবং সাংবাদিকদের সাথে পরিচিত হন।

## আসছে নতুন ডিজাইনের গ্রীন কার্ড

(শেষের পাতার পর)




মধ্যে ২০২১ থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত অনেকেই স্থায়ীভাবে বসবাসের সুযোগ পাওয়ায় অর্থাৎ পাসপোর্ট নেওয়ায় উল্লেখিত সংখ্যার মধ্যে ১.৭ শতাংশ গ্রীনকার্ডধারীর সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে।

## মিডিয়া কাভারেজের জন্য বিশেষ সম্মননা

(শেষের পাতার পর)

বিশেষ করে বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যে যারা যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসার প্রসার ঘটাতে চান তাদের সার্বিক সহযোগিতায় হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

নিউইয়র্কের জ্যামাইকার হিলসাইড এভিনিউস্থ জাফরান গ্রিলে গত ৩১ জানুয়ারী সন্ধ্যায় আয়োজিত এক মিট দ্য প্রেসে ইউএসবিসিসিআই নেতৃবৃন্দ উপরোক্ত তথ্য জানান। এতে ইউএসবিসিসিআই'র 'বিজনেস ইন রিভিউ অ্যান্ড ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট ২০২২-২০২৩' সাংবাদিকদের সামনে উপস্থাপনা করা হয়। অনুষ্ঠানে গত বছরের ন্যায় এবছরও 'বিজনেস এক্সপো-২০২৩' আয়োজন করার ঘোষণা দেয় হয়। খবর ইউএনএ'র।

ইউএসবিসিসিআই'র অন্যতম ডিরেক্টর শেখ ফরহাদের তত্ত্বধানে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি মোহাম্মদ লিটন আহমেদ। এরপর বক্তব্য রাখেন এবং উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন ভাইস প্রেসিডেন্ট বখত রুম্মান বিরতীজ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন ইউএসবিসিসিআই'র সদস্য শেখ সাদিয়া আফরিন, শেখ ফারজানা, নাহিদ আহমদ, মোঃ বদরুদ্দোজা সাগর, আবু নাফে খান, ইসরাত জাহান মারিয়া, শাহ মোহাম্মদ আজিম।

অনুষ্ঠানে সংগঠনের পক্ষ থেকে ২০২২ সালে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্মকান্ডের সারসংক্ষেপ এবং ২০২৩ সালে যে সকল কাজের টার্গেট নেয়া হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা তুলে ধরেন সংগঠনের বখত রুম্মান বিরতীজ। ২০২২ সালে ইউএসবিসিসিআই'র উল্ল্যেখযোগ্য কর্মকান্ড প্রসঙ্গে তিনি বলেন, নানান রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যেও গত বছর সংগঠনের কিছু কাজ কমিউনিটিসহ সকল জায়গায় প্রশংসিত হয়েছে। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের কুটনৈতিক সম্পর্কের ৫০ বছর উদ্‌যাপন, ৩ দিনব্যাপি ইউএসবিসিসিআই 'বিজনেস এক্সপো-২০২২' আয়োজন, অন্যান্য চেম্বার অফ কমার্স এর সাথে এমওইউ সাইনিং, ইউএসবিসিসিআই কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে শীতবস্ত্র বিতরণ, ইউএসবিসিসিআই মহিলা উদ্যোক্তা সামিট এবং মহিলা উদ্যোক্তা পুরস্কার-২০২২ প্রদান এবং বাংলাদেশের মহান বিজয় দিবস উদযাপন উল্লেখযোগ্য।

এরমধ্যে ইউএসবিসিসিআই 'বিজনেস এক্সপো ২০২২' সবচেয়ে বেশি সাড়া পাওয়ার কতী উল্লেখ করে তিনি জানান, আমরা ব্যবসার নতুন নতুন উপাদান খুঁজে পেয়েছি এই বিজনেস এক্সপোর মাধ্যমে। তাই এই এক্সপো আমাদের কাছে বিশেষ স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এজন্য গতবছরের ন্যায় এবারও আমরা ২ দিন ব্যাপি (২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২৩) 'ইউএসবিসিসিআই বিজনেস এক্সপো-২০২৩' করার সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছি। এছাড়াও চলতি বছর আমরা আরো কিছু আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের কার্যক্রম হাতে নিয়েছি। তারমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইউএসবিসিসিআই 'মহিলা উদ্যোক্তা সামিট-২০২৩'। যা আগামী ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। পাশাপাশি কমিউনিটিসহ সকলের স্বার্থে কিছু উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমও হাতে নিয়েছে ইউএসবিসিসিআই। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- যুক্তরাষ্ট্রে বিডি টেক্সটাইল এবং আরএমজি এক্সপেন্ডারেশন, রিয়েল এস্টেট এ টু জেড সেমিনার, উদ্যোক্তাদের জন্য এসবিএস/এসবিএ সাথে সেমিনার, গ্রান্ট নিয়ে সেমিনার। কিভাবে ব্যবসা সম্প্রসারণ করা যায়, আইটি এবং সফটওয়্যার, যুক্তরাষ্ট্রে কিভাবে একটি আইটি কোম্পানি প্রতিষ্ঠা করা যায় এবং কিভাবে ই-কমার্স ব্যবসা শুরু করা যায়, ইবি-টু, বি-থ্রি এবং ইবিএস-এর উপর সেমিনার আয়োজন করা হবে।

সংশ্লিষ্টরা জানান, ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) হল এমন একটি সংগঠন যা বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ব্যবসা সমৃদ্ধি বাড়ানোর জন্য কাজ করে থাকে। এছাড়াও ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের চাহিদা পূরণে সংস্থাটি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি উদ্যোক্তা পরিবেশ তৈরি করাও অন্যতম লক্ষ্য। পাশাপাশি তথ্য সহায়তা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উৎসব, ব্যবসায়িক রেফারেল, নেটওয়ার্কিং, সামাজিকীকরণ এবং আরও অনেক কিছুর উৎস এই ব্যবসায়িক সংগঠনটি। ইতিবাচক নানান কর্মের জন্য ইউএস-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের সম্প্রদায়ের 'বিশ্বস্থ কণ্ঠ' হিসেবে কাজ করতে চায়।

অনুষ্ঠানে এক প্রশ্নের উত্তরে লিটন আহমেদ বলেন, যে যাই বলুক আমরা আমাদেও কর্মকান্ডের মাধ্যমে প্রমান করতে চাই যে, ইউএসবিসিসিআই শো-আপ নির্ভর সংগঠন কিনা। তবে আমরা এটুকু বিশ্বাস করি কাজ করলে সমালোচনা হবে। আর কাউকে না কাউকে কাজ করতে হবে, দায়িত্ব নিতে হবে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তর তিনি বলেন, আমরা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষেও নই, বিপক্ষেও নই। আমরা ব্যবসায়ীদের পক্ষে। তবে কাজ করতে হলে সরকারের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই বাংলাদেশ সরকারের সংশ্লিস্ট মহলের সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে আয়োজকরা বলেন, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা এলসি খুলতে না পারায় দেশ ও প্রবাসের অনেক ব্যবসায়ী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছেন। এব্যাপারে আমরাও ওরিড এবং সমস্যার ব্যাপারে সংশ্লিস্টদের দৃষ্টি আকর্ষনের চেষ্টা করছি।

এক প্রশ্নের উত্তরে লিটন আহমেদ জানান, নিউইয়র্ক ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য ষ্টেটের বাংলাদেশী-আমেরিকান ব্যবসায়ী ইউএসবিসিসিআই'র সদস্য আছেন। বর্তমানে ইউএসবিসিসিআই'র দেশ শতাধিক সদস্য রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলন শেষে বিগত বছরে মিডিয়া কাভারেজের জন্য আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে বিশেষ সম্মননা দেওয়া হয়। এ সম্মননাপ্রাপ্তরা হলেন, সাপ্তাহিক বাঙালী সম্পাদক কৌশিক আহমেদ, পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, টাইম টেলিভশনের সিইও ও বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক আবু তাহের, বাংলাদেশ প্রতিদিন উত্তর আমেরিকা সংস্করণের নির্বাহী সম্পাদক লাবলু আনসার, সাপ্তাহিক প্রবাস সম্পাদক মোহাম্মদ সাইদ, ইউএসএনি-উজঅনলাইন.কম সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন সেলিম, সাপ্তাহিক ঠিকানার ভাইস প্রেসিডেন্ট মুশরাত শাহীন, এটিএন বাংলা ইউএসএ'র নিউজ এডিটর কানু দত্ত, চ্যানেল ৭৮৬ এডিটর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ, চ্যানেল আই'র যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধি রাশেদ আহাম্মেদ এবং তুষার পিক-এর এম.বি. হোসেন তুষার।

## জাতিসংঘ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাষ্ট্রদূত

(শেষের পাতার পর)

২০২৩ সালের জন্য জাতিসংঘ শান্তিবিনির্মাণ কমিশনের (পিবিসি) সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এর আগে তিনি ২০২২ সালে কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর কমিশনের সদস্যগণ ২০২৩ সালের জন্য ক্রোয়েশিয়াকে কমিশনের চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ ও জার্মানিকে সহ-সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত করে। গত ২ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরে রাষ্ট্রদূত মুহিত আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রোয়েশিয়ার নিকট কমিশনের সভাপতিত্ব হস্তান্তর করেন।

দায়িত্ব হস্তান্তর অনুষ্ঠানে কমিশনের সদস্যরা ২০২২ সালে কমিশনে অসাধারণ নেতৃত্বদানের জন্য বাংলাদেশের ভূয়সী প্রশংসা করে। তারা ২০২২ সালেকমিশনের জন্য প্রণীত বিভিন্ন কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। বাংলাদেশের সভাপতিত্বকালীন সময়ে কমিশন তার ম্যান্ডেটের আওতায় বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। এ সময়ে কমিশনের কর্মপরিধি ভৌগলিকভাবে বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথমবাবের মত পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদানও মধ্য এশিয়াতে কমিশনের কয়েকটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে কমিশনের পরামর্শমূলক কার্যাবলী আরো বেগবান হয়েছে। নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা এজেন্ডা বাস্তবায়নে কমিশনের কাজে যথেষ্ট উন্নতি হয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়ন ব্যাংকগুলোসহ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সাথে কমিশনের অংশীদারিত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

আজকের অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূত মুহিত বাংলাদেশের সভাপতিত্বকালীন সময়ে বাংলাদেশের প্রতি কমিশনের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার জন্য তাদেরকে বিশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ক্রমান্বয়েবাংলাদেশ জাতিসংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ শান্তিরক্ষী দেশ হিসেবে আজ বাংলাদেশ বিশ্ব শান্তি রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলছে। বাংলাদেশের এই সফলতার প্রসঙ্গ টেনে রাষ্ট্রদূত মুহিত আগামি দিনগুলোতে কমিশনের কাজে বাংলাদেশের পূর্ণ সমর্থন অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার পুন:ব্যক্ত করেন।

উল্লেখ্য, পিসবিল্ডিং কমিশন (পিবিসি) জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদের একটি আন্ত:রাষ্ট্রীয় উপদেষ্টা সংস্থা। এই সংস্থা সংঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলোতে শান্তি বিনির্মাণের জন্য কাজ করে, যাতে সংঘাতের পুনরাবৃত্তি রোধ এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা যায়। সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ (ইকোসক) থেকে নির্বাচিত সদস্যসহ ৩১ জন সদস্যের সমন্বয়ে ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় পিবিসি। ২০০৫ সাল থেকে বাংলাদেশ পিবিসি'র সদস্য হিসেবে কাজ করছে। এর পূর্বে বাংলাদেশ ২০১২ সালে কমিশনের সভাপতি এবং ২০১৫ সালে কমিশনের সহ-সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

## বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি

(শেষের পাতার পর)

নূন্যতম জানা থাকা প্রয়োজন। তানাহলে আর্থিক ক্ষতির সমস্যা সহ নানা সমস্যায় পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। একজন বাড়ীর মালিককে অন্তত ড্রিল মেশিন চালানোর যোগ্যতা থাকলেই তিনি বাড়ী ক্রয়ের জন্য প্রস্তুত বলেই ধরে নেয়া যায়। মনে রাখতে হবে ছোট-খাটো অনেক কাজ থাকে যা মালিক নিজেই করতে পারেন। তানাহলে একদিকে বাড়ীর যেমন সঠিকভাবে খাকবে না, তেমনী বাড়ীর মূল্যও কমে যাবে।

হঠাৎ ঘরের তালা নষ্ট হয়ে যেতে পারে, বাথরুমে সমস্যা দেখা দিতে পারে। বৈদ্যতিক কানেকশনে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ইত্যাদি ছোট-খাটো সমস্যাগুলো বড় সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। তাই সংশ্লিস্ট বাড়ীর মালিককে ছোট-খাটো কাজ নিজেকেই করতে হতে

## বিশেষ ঘোষণা

নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্রিকা সপ্তাহের প্রথম অর্থাৎ সোমবারের পত্রিকা। বিগত ২৪ বছর বাংলা পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশের পর ২৫ বছরে পা রেখেছে। বাংলা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ তার পাঠকদের প্রতি সপ্তাহেই নতুন নতুন খবর, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, ফিচার প্রভৃতি উপহার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই প্রকাশের ক্ষেত্রে যেকোন নতুন এবং মৌলিক লেখা সর্বাধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। আমরা আমাদের লেখকদের-কে মৌলিক লেখা ইমেইলে (banglapatrikausa@gmail.com) পাঠানোর জন্য বিনীতভাবে অনুরোধ রাখছি। যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতীয় দিবসের লেখা ১৫দিন আগে ইমেইলে পাঠানোর জন্যও অনুরোধ রইলো।

বাংলা পত্রিকা প্রিন্ট ভার্সনের পাশাপাশি এখন ওয়েব সাইডেও পাওয়া যায়। আর পূর্ণ বাংলা পত্রিকা'র পিডিএফ ভার্সন পেতে আগ্রহীদেরকে তাদের ইমেইল নম্বর পাঠাতে বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে।

**- সম্পাদক।**

# প্রবীণ প্রবাসী বেলায়েত আহমেদের ইন্তেকাল





**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় মুখ, প্রবীণ প্রবাসী বেলায়েত আহমেদ আর নেই। মঙ্গলবার (৩১ জানুয়ারী) দিবাগত রাতে তিনি ম্যানহাটনের বেত ইসরাইল হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তিনি মদিনা মসজিদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। বসবাস করতেন ডাউন টাউন ম্যানহাটনে। তার বয়স হয়েছিলো ৭৮ বছর। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী সহ ৪ মেয়ে ও এক ছেলে সহ নাতি-নাতনী ও আত্মীয়-স্বজন রেখে গেছেন। তার দেশের বাড়ী মৌলভীবাজার জেলার সদর থানার উত্তর মোলাইম। খবর ইউএনএ'র।

প্রবীণ প্রবাসী বেলায়েত আহমেদের নামাজে জানা বুধবার (১ ফেব্রুয়ারী) বাদ এশা মদিনা মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছাড়াও বিপুল সংখ্যক মুসল্লী অংশ নেন। নামাজে জানাজায় ইমামতি করেন মদিনা মসজিদের ইমাম মওলানা সুন্নাতুর রহমান। জানাজায় কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন জালাল, বাংলাদেশ সোসাইটির ট্রাষ্টি বোর্ডের সদস্য ও বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি আজিমুর রহমান বুরহান, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এম শমসের আলী, জালাবাদ এসোসিয়েশন অব আমেরিকার সহ সভাপতি বশির খান, সাধারণ সম্পাদক মইনুল ইসলাম, মৌলভীবাজারে ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ'র উপদেষ্টা চৌধুরী, সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন, ডাউন টাউন এসোসিয়েশন ইউএসএ'র সভাপতি একেএম মিজানুর রহমান ভুইয়া, উপদেষ্টা হাফিজ নূরুজ্জামান, যুগ্ম সম্পাদক আব্দুল মোতাললিব বাবু, কোষাধ্যক্ষ আব্দুল হক, মুবাশ্বির চৌধুরী, শাহীন হাসনাত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

বৃহস্পতিবার তার মরদেহ নিউইয়র্কের লং আইল্যান্ডস্থ ওয়াশিংটন মেমোরিয়াল মুসলিম কবর স্থানে দাফন করা হয়।

**শোক প্রকাশ:** এদিকে বেলায়েত আহমেদ-এর ইন্তেকালে মদিনা মসজিদ পরিচালনা কমিটির সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন ও জেনারেল সেক্রেটারী মুহাম্মদ এনায়েত হোসেন জালাল, মৌলভীবাজার ডিস্ট্রিক্ট সোসাইটি অব ইউএসএ ইনক এর পক্ষ থেকে সভাপতি তজমুল হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক জাবেদ উদ্দিন মরহুমের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা ও শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানিয়েছেন।





# পারিবারিক আয়োজনে লায়ন শাহ নেওয়াজ'র জন্মদিন পালিত



**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রিয় মুখ, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও সমাজসেবী লায়ন শাহ নেওয়াজ-এর জন্মদিন ছিলো ২৯ জানুয়ারী। এ উপলক্ষ্যে জ্যামাইকার হলিসে তার মনোরম বাসভবনে গত ৩১ জানুয়ারী মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এক পারিবারিক পার্টির আয়োজন করা হয়। এতে কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ অংশ নিয়ে লায়ন শাহ নেওয়াজকে শুভেচ্ছা জানান। এই পার্টিতে আগত অতিথিদের শাহ নেওয়াজ ও তার স্ত্রী কণ্ঠশিল্পী রানো নেওয়াজ স্বাগত জানান।

অতিথিদের দেশীয় খাবারে আপ্যায়নের পর দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইমাম বেলাল মিলাদ ও দোয়া পরিচালনা করেন। দোয়ার আগে সংকি ।সপ্ত বক্তব্য রাখেন আবু তাহের, গিয়াস আহমেদ ও শাহ নেওয়াজ। এরপর অতিথিদের সাথে নিয়ে উৎসবমুখর পরিবেশে জন্মদিনের কেক কাটেন শাহ নেওয়াজ।

পরবর্তীতে আয়োজিত গানের অনুষ্ঠানে প্রবাসের জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী রানো নেওয়াজ ছাড়াও তানজিন সজিব, অনিক রাজ ও মাসুদ রানা সঙ্গীত পরিবেশন করেন। মধ্যরাত পর্যন্ত চলে এই গানের আসর।

লায়ন শাহ নেওয়াজ-এর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বাংলা পত্রিকা'র সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, জেবিবিএ'র সভাপতি গিয়াস আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক তারেক হাসান খান, অপরাংশের সাধারণ সম্পাদক ফাহাদ সোলায়মান, শো টাইম মিউজিক-এর কর্ণধার আলমগীর খান, আশা হোম কেয়ার-এর প্রেসিডেন্ট আকাশ রহমান, লায়ন আহসান হাবিব, বিশিষ্ট রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টর নূরুল আজিম, আইজে ক্রিয়েটিভ সলিউশন প্রিন্টিং-এর কর্ণধার কামরুল ইসলাম সনি, সাংবাদিক বেলাল আহমেদ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।




# মাছি মারা টেকনিশিয়ান!!

(শেষের পাতার পর)

ম সংখ্যা ১১২৬টি ।মিটিং রুম ,২টা রেস্টুরেন্ট ,জিম সহ আনুসঙ্গিক অন্যান্য রুম তো আছেই।

গত নভেম্বরে প্যারিসে গিয়ে হোটেল হিলটন অপেরায় ছিলাম ।পুরনো একটা রাজপ্রাসাদ নিয়ে প্যারিস হিলটন অপেরা ।এর বিশালত্ব দেখে একটু অবাকই হয়েছিলাম ।এখন যে শেরাটনে উঠেছি তা প্যারিস হিলটন অপেরার চাইতেও অনেক অনেক বড় ।হোটেল বড় তবে সার্ভিস আপগ্রেড কতটুকু হবে তা আল্লাহই মালুম! একটু অপেক্ষা করলে হয়তো জানা যাবে।

এই শহরে পাঁচ দিনের প্রবাস ।তিনদিন থেকেছি হিলটনে আর দুদিন কাটবে শেরাটনে ।একটু বৈচিত্রতা আনার চেস্টা আর কি!

লম্বা জার্নি হলে এয়ার লাইনও বদলাই ।পরিবর্তনটা ভালো লাগে। ভালো মন্দ দুটোই এনজয় করি।

শেরাটন ক্যাফেতে গেলাম কফি খেতে ।কাজ করছেন এক বাংগাদেশী ভাই ।কফির সাথে টফিও নিলাম ।চা খেয়ে বিল পরিশোধ করে যখন বেরিয়ে আসি তখন তিনি একটা ঠোঙ্গা ধরিয়ে দিলেন হাতে ।উৎসুক্য নিয়ে জানতে চাইলাম ভেতরে কি? একটু হেসে বল্লেন, কিছু স্নাকস রুমে গিয়ে খাবেন ।ওয়ালেট বের করছি ।হাতটা চেপে ধরে বল্লো ছোট ভাই কি বড় ভাইকে একটু স্নাক খাওয়াতে পারেনা?হাতটা খেমে গেলো ।চোখের কোণটাকি একটু চিক চিক করে উঠলো?প্রবাসে বাংগালী মাত্রই স্বজন - সেই প্রবাদটা কতবার যে বার বার নতুন করে ধরা দেয়!

এলিভেটরের কাছে আরেক বাংগালী ভাইকে পেলাম ।বুকের নেম পেটে লেখা টেকনেশিয়ান ।হাতে একটা ব্যাডমিন্টের ছোট রেকেট ।জিজ্ঞাস করলাম কি করছেন ভাই? বল্লেন -মাছি মারছি।

অবাক হলাম ।টেকনিশিয়ানের কাজ মাছি মারা? হবে হয়তোবা-শেরাটন বলে কথা!

সম্ভবত প্রমথ চৌধুরির লেখায় মাছিমারা কেরানির কথা পড়ছিলাম ।মাছিমারা টেকনিশিয়ানের সাক্ষাত পেলে নির্ঘাত তিনি একটা গল্প লিখে ফেলতেন।

একটু আলাপ হলো ।বাড়ি কুমিল্লার মুরাদ নগর ।৬বছর যাবত তিনি এই শেরাটনে কাজ করছেন।

কথার মুডে ছিলেন তিনি ।কিন্তু হঠাৎ একটা মাছি দেখতে পেয়ে দ্রুত সেদিকে ছুটে গেলেন।

ভাবছি পরে একসময় তার সাথে কথা বলে নেবো ।গত ৬ বছরে তিনি কতটা মাছি মেরেছেন জানা যাবে হয়তো! হিসাব বের করা খুব একটা কঠিন হবে বলে মনে হয়না ।গড়ে প্রতিদিন ডিউটি আওয়ারে কয়টা মাছি মারেন জানলে ৩৬৫ দিয়ে গুন করলেই মাছির সঠিক হিসাবটা বেরিয়ে আসবে!(তবে তা থেকে ছুটির দিনগুলো বাদ দিতে হবে)।

বাংলা পত্রিকা
প্রান্তিক পৃষ্ঠা
The Weekly Bangla Patrika
বাংলা পত্রিকা The Weekly Bangla Patrika // Monday // February 06 // 2023



# জাপানী শিশু লিনা একদিন বাবা আরেক দিন মায়ের কাছে থাকবে

**ঢাকা ডেস্ক:** পারিবারিক আপিল আদালতে আপিল নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত জাপানি দুই শিশুর মধ্যে ছোট শিশু লায়লা লিনা বাবার কাছে একদিন ও মায়ের কাছে একদিন করে থাকবে। অপরদিকে পারিবারিক আদালতের দেয়া রায় মোতাবেক বড় মেয়ে মায়ের হেফাজতেই থাকবে বলে আদেশ দিয়েছেন আদালত। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো: মামুনুর রশিদের আদালত গত ২৯ জানুয়ারী রায় ঘোষণার পর ছোট মেয়েকে নিজ জিম্মায় পেতে মা নাকানো এরিকোর করা গুলশান থানার সাধারণ ডায়েরির (জিডি) বিষয়ে শুনানি শেষে এ আদেশ দেন। এ দিন মা নাকানো এরিকোর পক্ষে শুনানি করেন আইনজীবী শিশির মনির। বাবা ইমরান শরিফের পক্ষে তার আইনজীবী নাসিমা আক্তার লাভলী শুনানি করেন। দুই পক্ষের আইনজীবীদের বক্তব্য উপস্থাপন শেষে বিচারক তার খাস কামরায় দুই শিশুর বক্তব্য শুনে এ আদেশ দেন। গত ২৯ জানুয়ারী ঢাকার দ্বিতীয় অতিরিক্ত সহকারী জজ ও পারিবারিক আদালতের বিচারক দুরদানা রহমান বাবা ইমরান শরীফের করা মামলা খারিজ করে ওই দুই শিশু জাপানি শিশুদের মায়ের জিম্মায় থাকবে বলে রায় দেন। এদিকে রায়ের বিরুদ্ধে ১ ফেব্রুয়ারী পারিবারিক আপিল আদালতে আপিল করেন বাদি ইমরান শরিফ। আপিল শুনানির জন্য আদালত আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারী দিন ধার্য করেছেন।







# ওজনপার্কে পুনরায় শুরু হলো খানস টিউটোরিয়াল'র কার্যক্রম

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** মহামারী করোনার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর আবার নতুন করে ওজনপার্কে পুনরায় শুরু হলো খানস টিউটোরিয়াল'র (কেটি) কার্যক্রম। এ উপলক্ষ্যে স্থানীয় ৮৬-০১ ১০১ এভিনিউ ঠিকানায় প্রতিষ্ঠিত খানস টিউটোরিয়াল-এ শনিবার (২৮ জানুয়ারী) দুপুরে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের সমাবেশের আয়োজন করা হয়। এতে বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী ও অভিভাবক অংশ নেন। খবর ইউএনএ'র।

নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেট জেনারেলের পক্ষে ফাস্ট সেক্রেটারী এবং হেড অব চ্যান্সেরী ইসরাত জাহান অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে খানস টিউটোরিয়াল-এর চেয়ারপার্সন নাঈমা খান এবং প্রেসিডেন্ট ও সিইও ড. ইভান খান ছাড়াও বাংলা পত্রিকার সম্পাদক ও টাইম টেলিভিশন-এর সিইও আবু তাহের, শাখা ম্যানেজার কাজী উদ্দিন বক্তব্য রাখেন। এসময় ব্রুকলীনের বিএমএমসিসি ইসলামিক সেন্টারের প্রিন্সপ্যাল ও ইয়র্ক বাংলা সম্পাদক মাওলানা রশীদ আহমদ, বাংলাদেশ বিয়ানীবাজার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমিতি ইউএসএ'র সাংগঠনিক সম্পাদক এটিএম তালহা প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।



অনুষ্ঠানে ড. ইভান খান তার বক্তব্যে তার বাবা বিশিষ্ট শিক্ষাবীদ ও খানস টিউটোরিয়াল-এর প্রতিষ্ঠা ড. মনসুর খান-কে স্মরণ করে বলে তিনি এই ওজনপার্কেই কেটি'র শাখা খুলেছিলেন। সেখানেই আজ নতুন করে পুনরায় কার্যক্রম শুরু হলো। তিনি শিক্ষার্থীদের সুন্দর ভবিষ্যৎ জীবন গড়ায় কেটি'র সার্বিক সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং যেকোন সমস্যা ও প্রয়োজনে অভিভাবকদের খোলামেলা আলোচনার আহ্বান জানান।

নাঈমা খান বলেন, করোনার সময় আমাদের কেটি'র অনেক শাখাই বন্ধ করতে করতে হয়েছে। এখন পরিস্থিতি ভালো হওয়ায় এবং শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা বিবেচনা একে একে সকল শাখাই খোলা হচ্ছে।









# কমিউনিটির পরিচিত মুখ মৌ আর নেই

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** নিউইয়র্কে বাংলাদেশী কমিউনিটিতে পরিচিত মুখ শাহীন আক্তার আহমেদ মৌ (৫৭) আর নেই। বৃহস্পতিবার (২ ফেব্রুয়ারী) ভোর রাতে বেলভিউ হাসপাতালে মৃত্যুবরন করেছেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। উচ্চ রক্তচাপ ও মস্তিস্কে অতিরিক্ত ক্ষরণে তার এই মৃত্যু বলে জানা গেছে। কয়েকদিন ধরেই তিনি এই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন।



নিউইয়র্কের বিশিষ্ট গ্যাস্ট্রোনলোজিস্ট এবং সাপ্তাহিক দেশবাংলা ও বাংলা টাইমস-এর সম্পাদক ডা. সার-ওয়ারুল হাসান চৌধুরীর ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন মৌ। দেশবাংলা ও বাংলা টাইমস পত্রিকায় মৌ দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। সদা হাসি মুখের মানুষ মৌ-এর মৃত্যুতে কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। মৃত্যুর পর তার মরদেহ ব্রুকলীনের কনি আইল্যান্ডস্থ আল রায়ান মুসলিম ফিউনারেলে রাখা হয়। তার নামাজে জানাজা শুক্রবার (৩ ফেব্রুয়ারী) বাদ জুম্মা জামাইকা মুসলিম সেন্টারে অনুষ্ঠিত হয় এবং ঐদিন রাতেই এমিরাটস এয়ালরাইন্সের ফ্লাইটে তার মরদেহ বাংলাদেশ পাঠানো হয়। প্রচন্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশী মৌ-এর নামাজে জানাজায় অংশ নেন।

জানা গেছে, মৌ-এ মরদেহ বাংলাদেশে তার গ্রামের বাড়ী মানিকগঞ্জে দাফন করা হয়েছে। সেখানে তার ভাই-বোন রয়েছে। মৌ ব্যক্তিগত জীবনে বিধবা ছিলেন। ২০১৫ সালে মৌ আমেরিকায় আসেন। বসবাস করতেন জামাইকাতে। কমিউনিটির বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তার নিয়মিত উপস্থিতি ছিল। ছবিঃ নিহার সিদ্দিকী






TiME television
টাইম টেলিভিশন দেখুন, বিজ্ঞাপন দিন
Tel: 718-753-0086

# বাংলা পত্রিকা

The Weekly Bangla Patrika

MEADOWBROOK
FINANCIAL MORTGAGE BANKERS
Direct Lender
Low Closing Cost Good Rate
Call 718-507-LOAN for Approval
70-17, 37th Ave. Suite# 2F, Jackson Heights, NY 11372
Licensed Mortgage Banker of New York
M. Kamal, MBA
CPA





## হাবিব রহমানের কলাম
## মাছি মারা টেকনিশিয়ান!!

সকালে হোটেল পরিবর্তন করলাম। দুই পয়েন্ট আপগ্রেড! ডাবল ট্রি হিলটন থেকে ফোর পয়েন্ট শেরাটন। অনেক দিন পর এত বিশাল এলাকা নিয়ে তৈরি একটা হোটেল পেলাম। এর মোট (বাকি অংশ ৪৫ পাতায়)

## বইমেলায় লিজি রহমানের ‘আমেরিকায় বাঙালির চাষবাস’



**ঢাকা ডেস্ক:** যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশী লেখক লিজি রহমান। আমেরিকার রাজ-নীতি ও মানুষের যাপিত জীবনের গল্প নিয়ে তার (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

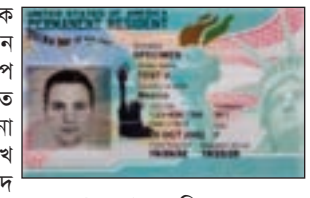
## বাড়ী ক্রয়ের প্রস্তুতি



এম. কামাল: নিউইয়র্কে বাড়ী ক্রয় করা যতনা সহজ বাড়ী রক্ষা বা বাড়ীর রক্ষণাবেক্ষণ তত কঠিন। তবে এজন্য বাড়ীর মালিককে শিল্পী হওয়ার প্রয়োজন নেই। কিন্তু এ সম্পর্কে (বাকি অংশ ৪৪পাতায়)

# আসছে নতুন ডিজাইনের গ্রীন কার্ড

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে বাইডেন প্রশাসন গ্রীনকার্ডের নতুন ডিজাইন অনুমোদন করেছে। ইউএস সিটিজেনশীপ এন্ড ইমিগ্রেশন সার্ভিসেস সোমবার অনুমোদিত নতুন গ্রীন কার্ডের কথা জানিয়ে বলেছে, পুরানো গ্রীণকার্ডগুলো তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত বৈধ থাকবে। নতুন গ্রীন কার্ডে ‘উন্নত বিশদ শিল্পকর্ম’-এর পাশাপাশি হলোগ্রাফিক ইমেজ এবং অপটিক্যালি পরিবর্তনশীল কালিতে আপগ্রেড করা হবে এবং বর্তমান কার্ড থেকে



ডেটা ফিল্ডের বিন্যাস পরিবর্তিত হবে। এক বিবৃতিতে ইউএসসিআইএস ডিরেক্টর উর জাদ্দৌ বলেছেন, নতুন পুনঃডিজাইনটি নিরাপদ, নথি টেম্পারিং, জাল এবং জালিয়াতি রোধে ভূমিকা রাখবে। যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ স্থায়ী বাসিন্দাদেরই গ্রীন কার্ড দেয়া হয়, যাদের অধিকাংশই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার যোগ্য। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগের মতে, যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ১৩ মিলিয়ন বৈধ স্থায়ী বাসিন্দা রয়েছে। তবে এই গ্রীনকার্ডধারীদের (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## জাতিসংঘ সহ-সভাপতি নির্বাচিত হলেন রাষ্ট্রদূত -মুহিত



**নিউইয়র্ক:** জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি ও রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত সর্বসম্মতিক্রমে (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## নিউইয়র্কে এক মা’কে রেখে আরেক মায়ের কাছে ফিরে গেলে এম বি তুষার



**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** স্বপ্নের দেশ আমেরিকায় দীর্ঘ ৩১টি বছর। দূর প্রবাসে কৈশোর যৌবন হারিয়ে স্বদেশে ফিরছেন নিউইয়র্কের (বাকি অংশ ৩৯ পাতায়)

# পোর্ট ওয়াশিংটন চার্চ এখন ‘পোর্ট ওয়াশিংটন মসজিদ’

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** ইউরোপ, কানাডা ও আমিরাকায় বিভিন্ন দেশ থেকে আসা ইমিগ্রান্টরা বিভিন্ন সময় অনেক অচলবস্থায় পড়ে থাকা চার্চ ক্রয় করে মসজিদ ও ইসলামিক সেন্টার তৈরীর কথা শোনা যায়। বাঙালী কম্যুনিটির কিছু খোদাভীরু মানুষের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় লংআইল্যান্ডের নাসাউ কাউন্টির (বাকি অংশ ০৪ পাতায়)



## ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস টাইম টেলিভিশনে

**বাংলা পত্রিকা রিপোর্ট:** নিউইয়র্ক ষ্টেট সিনেটর জেসিকা রামোস টাইম টেলিভিশন ও বাংলা পত্রিকা অফিস সিইও/সম্পাদক আতবু তাহের সহ



সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেছেন। গত ৮ ফেব্রুয়ারী বুধবার সন্ধ্যায় তিনি এস্টোরিয়াস্থ মিডিয়া ভবনটিতে আসেন এবং টাইম টেলিভিশনে রাত ৯টায় সরাসরি সম্প্রচারিত ‘টাইম এক্সক্লুসিভ’ (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

## ম্যানহাটন বিএনপি’র আহবায়ক কমিটি
## ওয়াদুদ তালুদার আহবায়ক জামিল সদস্য সচিব



**নিউইয়র্ক:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউইয়র্ক মহানগর (উত্তর)-এর ম্যানহাটন ব্যুরো কমিটি গঠন করা হয়েছে। শনিবার (বাকি অংশ ৪২ পাতায়)





GOLDEN AGE HOME CARE
সর্বাধিক জনপ্রিয় হোম হেলথ কেয়ার এজেন্সী
HHA/PCA & CDPAP SERVICE
Call: 718-775-7852
646-591-8396

ZAKIR CPA, PLLC
Certified Public Accountants
Accurate, Fast & Reliable Services
আমাদের সেবা সমূহ
929-207-1516
1506 Castle Hill Ave,
2nd Floor, Bronx, NY-10462
Zakir Choudhury, CPA
Founder & CEO
আমরা ইমিগ্রেশন এবং সিটিজেনশীপ এর আবেদন করে থাকি
www.zakircpa.com info@zakircpa.com

## ইউএসবিসিসিআই’র বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ
# মিডিয়া কাভারেজের জন্য বিশেষ সম্মননা প্রদান

**নিউইয়র্ক (ইউএনএ):** ইউএস বাংলাদেশ চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি (ইউএসবিসিসিআই) বার্ষিক রিপোর্ট প্রকাশ করার পাশাপাশি মিডিয়া কাভারেজের জন্য টাইম টেলিভিশন সহ একাধিক বাংলাদেশী মিডিয়াকে বিশেষ সম্মননা প্রদান করেছে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশী ব্যবসায়ীদের মধ্যকার স্বার্থ সংশ্লিস্ট বিষয় (বাকি অংশ ৪৪ পাতায়)

জ্যাকসন হাইটসে
মেঘনা ট্রাভেলস
718-478-1920
718-930-1494
বিস্তারিত ৩০ পাতায়

Largest & Most Reliable Travel Agent
CONCORDE
Travel Inc
Jackson Heights: 347-448-6175
Manhattan: 212-563-2800
Call: 917-355-7374
বিস্তারিত ৩১ পাতায়

## বাংলা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিন

ট্রাভেল ব্যবসায় দীর্ঘদিন অভিজ্ঞতার আলোকে ওজনপার্কের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস আপনাকে দিচ্ছে নিরাপদ এবং ঝামেলামুক্ত আকাশ ভ্রমণের সুযোগ
গ্লোবাল এয়ার সার্ভিস
GAS GLOBAL AIR SERVICE
Your Trusted Travel Guide...
Call Now
718-296-8996
718-296-8787
718-296-5875
হজ্বব্রত পালনকারীরগণ গ্রহণ করুন সর্বোত্তম সেবা ওমরা ও মূল হজ্ব
WALL STREET FINANCE LLC
76-01, 101 AVE, OZONE PARK, NY 1141
FAX: 718-296-8259, EMAIL: GLBL001@YAHOO.COM



## ভাষার মাসের আহবান
## সৎ ও সঠিক ভাষায় কথা বলুন

**জাফর আহমাদ**

“পরম দয়ালু (আল্লাহ) এ কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাকে কথা বা ভাষা শিখিয়েছেন।(বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

## খেলার খবর
## ৪০ দেশের অলিম্পিক বয়কটের হুমকি

**স্পোর্টস ডেস্ক:** ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক বয়কট করতে পারে ৪০টা দেশ। এমনটাই মনে করেন পোল্যান্ডের ক্রীড়ামন্ত্রী কামিল বোর্তনিকজুক। যদি রাশিয়া ও বেলারুশকে অলিম্পিকে সুযোগ দেওয়া হয় তাহলে বয়কটের পথে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

## হেলথ টিপস
## অসাবধানতায় বাড়ে স্ট্রোকের ঝুঁকি

**বাংলা পত্রিকা ডেস্ক:** আজকাল অনেকেরই স্ট্রোক হচ্ছে। আশঙ্কার কথা হলো- খুব অল্প বয়সী বা তরুণরাও স্ট্রোকের কবল থেকে রেহাই পাচ্ছে না। আবার অনেকেরই মিনি স্ট্রোক (বাকি অংশ ৪০ পাতায়)

## বিনোদন
## ইবাদত-বন্দেগিতে সময় কাটছে সুচন্দার

**আবুল কালাম:** শক্তিমান অভিনেত্রী কোহিনূর আক্তার সুচন্দা। এক সময়ে রূপালী পর্দা কাঁপানো এই অভিনেত্রীর এখন সময় কাটছে ইবাদত-বন্দেগিতে। সম্প্রতি এফডিসিতে (বাকি অংশ ৩৬ পাতায়)

Editor : Abu Taher Published By Bangla Patrika Inc. 36-50, 38 Street (2nd Floor), LIC, NY 11101, USA. Tel: 718-482-9923, 718-482-1169. Fax: 718-482-9935. Email: banglapatrikausa@gmail.com